নিনাজমোহিনী।

উপন্যাস।

শ্রীগোকুলবিহারি নায়ক কর্ত্তৃক

নবাবগঞ্জ হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা

২৬৭।১।১ নং, অপার চিৎপুর রোড শোভাবাজার;

ইডিন প্রেসে

শ্রীসাতকড়ি দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৮৭।

মুখবন্ধ।

সাহিত্য-সাগর-সম্ভূত মহামূল্য-রত্নের প্রতি গ্রন্থকার মাত্রেরই লক্ষ্য; সেই লক্ষ্যভ্রষ্ট যাহাতে না হয় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া এবং যশাযশের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি জনসাধারণে প্রকাশ করিল। এক্ষণে সুনাম হয় কুনাম হয় সকলই অকাতরে সহ্য করিতে প্রস্তুত। কিন্তু আজকালের অন্ধ সমালোচকের দ্বারা কুনাম ঘোষণার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই। পাঠকের সমালোচনাতেই তাহা এক্ষণে সংপূর্ণ নির্ভর করিতেছি। আজ কাল নাটক নবেলের অভাব নাই সত্য, কিন্তু প্রকৃত নবেলে যাহা যাহা থাকা আবশ্যক তাহা কম পুস্তকেই পরিলক্ষিত হয়।

উপসংহারে কৃতজ্ঞতার সহিত বক্তব্য যে আমার মাননীয়-বন্ধুবর্গের সাহায্যেই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি জনসাধারণে প্রকাশ করিতে সক্ষম হইলাম।

গ্রন্থকার।

ইছাপুর নবাবগঞ্জ।

নিনাজমোহিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

My griefs not only pain me
As a lingering desease,——
But, finding no redress, ferment and rage
Nor less than *wounds immedicable,*
Rankle, and fester and gangrene,
To black mortification.——
... ... *All remediless..*—
This one prayer yet remains, might I be heard,
No long petition, speedy death,
The close of all my miseries and the balm—

Samson Agoist.

পর্ব্বত প্রদেশে।

যৎকালে এই ধনধান্য পরিপূর্ণ ভারত সাম্রাজ্যের সুখসমৃদ্ধি দর্শনে সুদূর সাগর-পারস্থিত ইউরোপীয় বণিকবর্গ, দুর্দ্দমনীয় অর্থলালসা চরিতার্থ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া ভারত প্রবেশে সমুদ্যত—যৎকালে দুর্দ্দান্ত আলি-বর্দ্দী খাঁ বাঙ্গালার নবাব পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অপক্ষপাতিতা সত্ত্বেও সময়ে সময়ে পক্ষপাত করিতে প্রবৃত্ত, যৎকালে যাবতীয় হিন্দু [illegible]গণ যবনপীড়নে প্রপীড়িত হইয়া স্ব স্ব প্রাণ সংরক্ষণে সচেষ্টিত, যৎকালে মহারাষ্ট্রীয়গণ বঙ্গদেশ প্রবেশ পূর্ব্বক সর্ব্বত্র স্বেচ্ছানুক্রমে লুণ্ঠণ করিতে বিব্রত, তৎকালে বঙ্গদেশের দুরবস্থার কথা স্মরণ করিলেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে! বঙ্গদেশ ছারখার প্রায়! যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, সেই দিকেই অনবরত হাহাকার ধ্বনি, সেই দিকেই অজস্র অশ্রুপাত ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। কিসের জন্য এত হাহাকার ধ্বনি? ধর্ম্ম ও

ধনের জন্য কি? না, শুধু ধর্ম্ম ও ধনের জন্য নয়! কত শত লোক ধর্ম্ম ও ধনে জলাঞ্জলি দিয়াও, সর্ব্বস্বাপহৃত হইয়াও নিজ নিজ প্রাণ সংরক্ষণে কচিৎ সক্ষম। আত্ম প্রাণ ত তুচ্ছ, আত্মীয়গণের উপর!—অতি প্রিয়তম স্ত্রী পুত্রের উপর—ঘোরতর পাশব আচরণ দর্শনের তুলনায়, আত্ম প্রাণ ত তুচ্ছ! সেই তুচ্ছ প্রাণের আর্ত্তনাদে, তুচ্ছ প্রাণের হৃদয় ভেদী আর্ত্তনাদে জগৎ পরিপূরিত! কিন্তু তুচ্ছ—সে আর্ত্তনাদে কেবা কর্ণপাত করে! আজ সহসা দস্যু কর্তৃক সর্ব্বস্বাপহৃত হইয়া সমগ্র পারবারবর্গ আর্ত্তনাদ করিতেছে কিন্তু কে বা তাহা শোনে! সকলেই স্ব স্ব প্রাণ সংরক্ষণে ব্যস্ত;—কে বা তাহা দেখে!

সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়! প্রকৃতি সতী মসী-বসনাবৃতা অবগুণ্ঠনবতী প্রকৃতি সতী, সঙ্কুচিতাবস্থায় অবস্থান করিতেছেন। জগৎ নিস্তব্ধ, পবন দেব অতি সাবধানে পত্রান্তরাল হইতে সভয়ে সঙ্গোপনে ধীরে ধীরে বহিতেছে। এক একটী নক্ষত্র কেবল জলদ জালের অন্তরাল হইতে বিশাল গগনপ্রাঙ্গনের প্রান্তদেশে থাকিয়া, ভয়াকুল জীবকুলকে আশ্বাস প্রদান করিতেছে। কিন্তু ভয়ে ভয়ে আশ্বাস প্রদানের কার্য্য কতক্ষণ থাকে? দেখিতে দেখিতে অনন্ত চন্দ্রাতপ মসীময় হইয়া আসিল। আর একটী ও নক্ষত্র দেখা যায় না। সমস্ত—এক একটী করিয়া সমস্ত নক্ষত্র, জলদাবলি পাশে লুক্কায়িত হইল! আকাশ নিবিড় ঘন ঘটাচ্ছন্ন—জড় জগৎ আরো জড়ময়—জগৎ, নিস্তব্ধ—আরো নিস্তব্ধ নিস্তব্ধ হইতেও নিস্তব্ধ—বিশেষতঃ রাজমহলের পার্ব্বতীয় প্রদেশ আরো নিস্তব্ধ। পর্ব্বত প্রান্তস্থ পাদপরাজী নিশ্চলতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া অচলের অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে। অত্যুচ্চ বৃক্ষাবলীর পার্শ্বদেশ হইতে গাঢ় নিবিড় জলদ জাল, সুধীরে সমুত্থিত হইয়া, যেন সমস্ত জগৎকে [illegible] করিতে সমুদ্যত। পবন দেব ভয়ে ভয়ে এতক্ষণ চলিতে [illegible] একবে সহসা কোথায় লুক্কায়িত। আর দেখা নাই; আর কাহারও [illegible] নাই, দেখা যায় কেবল দুইটী পথিককে! এই মানব সমাগম শূন্য [illegible]তারণ্যে এই ভয়ানক সময়ে দুইটী পথিক যাইতেছে। কোথায় যাইতেছে,—কাহার উদ্দেশে যাইতেছে? যাইতেছে আর পুনঃপুনঃ পশ্চাৎদিকে চাহিতেছে, সঙ্কিত প্রাণে চকিত নেত্রে চাহিতেছে। চাহিতেছে আর অতি দ্রুতপদে সম্মুখদিগে যাইতেছে। কিন্তু যাইবে কোথায়? সম্মুখে ত ভয়া-

নক অরণ্য। দুইটীই অল্প বয়স্ক। একটীর বয়স চতুর্বিংশতি, অপরটীর অন্যূন বিংশতি বৎসর, উভয়েরই আকার প্রকার দেখিলে অতি সদ্বংশজাত বলিয়া বোধ হয়। উভয়েরই হস্তে এক একটী সুদীর্ঘ বর্শা, সেই বর্শার সাহার্য্যে এই দুর্গম পার্ব্বতীয় পথে দ্রুতগতিতে যাইতেছে। কিন্তু যাইবে কোথায়? একে পথ নাই, তাহাতে পার্ব্বতীয় প্রদেশ, একটী পা বাড়াইবার স্থান নাই, আর যদিও থাকে তাহা আর দেখে কার সাধ্য? সমস্ত বিশ্বসংসার ঘোর অন্ধকারময়। এত অন্ধকার যে মানব চক্ষু তাহা কথন ভেদ কবিতে ত পারিবেই না, তবে অপর কোন জ্যোতির্ম্ময় চক্ষুবিশিষ্ট জীব যদি থাকে, তাহার চক্ষুও এই দুর্ভেদ্য অন্ধকাররাশী ভেদ করিতে পারে কি না, সন্দেহ। তথাচ সাহসে ভর করিয়া অতি গর্ব্বিত পদে বাহ্য প্রকৃতির প্রতি ক্ষণমাত্রও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া চলিতেছে, যেন কোন মহান্ উদ্দেশ্য সাধনে চলিতেছে।

দেখিতে দেখিতে অচল শৃঙ্গ বিচলিত করিয়া, মহীরুহ শ্রেণী আমুল আলোড়িত করিয়া, পবণ দেব ভীম হুঙ্কারে বসুন্ধরা কাঁপাইতে লাগিলেন। বোধ হইল যেন এতক্ষণ তিনি কোন গুপ্ত স্থানে প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিয়া এই ভীম বেশ ধারণ করিতে ছিলেন, এই ভীষণ সমর সজ্জায় ব্যাস্ত ছিলেন। ক্ষণে ক্ষণে এক একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষের মস্তক ধরিয়া অন্য একটী বৃক্ষের মস্তকে ভীম আঘাত করিতে লাগিলেন, অথবা কোন কোনটীকে সরোষ পদাঘাতে এককালীন ভূতলশায়ী করিতে লাগিলেন। এদিকে সময় পাইয়া প্রকৃতি, উন্মাদিনী প্রায় হইয়া, সহসা প্রচণ্ডা চামুণ্ডামূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক অবতীর্ণা।—'কথন বা দশন দংশনে নয়ন আস্ফালনে চতুর্দ্দিক বিস্ফারিত করিতেছে, কথন বা অতিরিক্ত কোপ প্রকাশ করিতে যাইয়া, কাঁদিয়া ফেলিতেছে। আর পূর্ব্বের সে ভাব নাই, পূর্ব্বের সেই ব্রীড়া সঙ্কুচিত ভাব নাই, পূর্ব্বের সেই আধ আধ কাঁদ কাঁদ ভাব নাই, এখন কোথা হইতে একবারে ভীমরূপা মহীষ মর্দ্দিনী ভাবে, এ ভীষণ সমরে অবতীর্ণা। ঠিক যেন—স্বীয় স্বামীর উপর কোপ পরবশা—বাঙ্গালী বধু। এতক্ষণ যেন ঘোর মানভরে ক্ষুন্ন প্রাণে মলিন বদনে অবস্থান করিতেছিল। এতক্ষণ সে সুচারু বেশ ভুষায় জলাঞ্জলি দিয়া ছিন্ন মলিন বসনে অবস্থান করিতেছিল। এক্ষণে

সহসা, জানি না কেন, সহসা বজ্রাগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ বিকট ঝঙ্কারেরছটা! এ ঝঙ্কার গৃহিণীর এ ঝঙ্কার সহ্য করা ত বড় দায়, আর এ দায়ে বোধ হয় অনেক পাঠক পড়িয়া থাকিবেন। আর না পড়িবার ত কোন কারণ দেখিতেছি না? বাঙ্গালীর ঘরে এরূপ গৃহীনীর অভাব কি? ইহা দায়—এক রকম দায় বৈকি! দায় নয় বা কিসে? ইহার উপর আর আধটী কথা কহিবার যো নাই? কার সাধ্য এ অগ্নি মূর্ত্তির উপর একটী টুঁ শব্দ করে? তাহা হইলেই একেকালে প্রলয় উপস্থিত! কিন্তু ইহা উপশম করিবার, এ দায় হইতে উদ্ধার হইবার কি কোন উপায় নাই? অবশ্য উপায় আছে বৈ কি? তাহাই যদি না থাকিত, তাহা হইলে আজ কত শত পরিবার, কত শত সংসার, এমন কি এই বিশ্বসংসার পর্য্যন্ত একেকালে রসাতলে যাইত। বলি ইহা দায় বটে, কিন্তু এ দায়ে নাই কি? এ দায়ে সব আছে! এ দায়ে যাহা কিছু আছে, তাহাতে, বলিতে কি, অপার্থিব কুসুমের বিকাশ আছে, তাহাতে অমানিশান্তে শারদীয় চন্দ্রিমার প্রাণ ভরা হাসিরও অভাব নাই। নাই কি? সবই আছে, খুঁজিলে সবই আছে, খুঁজিলে সবই পাওয়া যায়। সমস্ত কাজেরই সীমা আছে, সমস্ত বিষয়েরই নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে, সেই সীমা অতিক্রম করিলেই যে বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? অভিমানেরও সীমা আছে। প্রণয় জনিত কপট কোপের ও সীমা থাকা আবশ্যক। কোন ক্রমে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলেই একবারে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হইয়া সংসার ছারখার করিতেই বা কতক্ষণ? আমাদের এক্ষণে একান্ত বাসনা সেরূপ যেন কখন কোথাও না ঘটে।

প্রণয়িনীর সেই সীমাবদ্ধ কপট কোপ জনিত বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে যাঁহারা বঞ্চিত বা যাঁহারা সে বিষয় জানিতে বা প্রত্যক্ষ দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই সময় প্রকৃতির ছবির প্রতি দৃষ্টি করিলেই অনায়াসে তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

প্রবল ঝটীকা থামিয়া গেলে—জলদজাল ক্রমে ক্রমে শিথিল হইয়া বিরাটের চারিধারে গিয়া লুকাইয়া রহিল এখন দেখ দেখি প্রকৃতি যেন অভিমানী প্রণয়িনী স্বীয় স্বামীর হৃদয়ে মস্তক রাখিয়া কত সোহাগ ভরে হাসিতেছে! এ হাসির মধুরত্বয় পৃথিবীস্থ প্রাণী মাত্রেই বিভোর! তোমার আমার কথা কি?

এখন প্রকৃতি হাসিতেছে, সে হাসির ছটায় চতুর্দ্দিক হাসিতেছে। এখন এ শোভা দেখে কে? পবন এখন আহ্লাদে আট খানা হইয়া নাচিতে নাচিতে হেলিতে দুলিতে মধুর গতিতে চলিতেছে। বৃক্ষ, লতা, গুল্ম মধুর হিল্লোলে নৃত্য করিতেছে। জল সিক্ত পত্রাদিতে হিমাংশুর রজত অংশু নিপতিত হওয়ায় এক অপূর্ব্ব রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। গগনে নক্ষত্র পুঞ্জ এখন নির্ভয়ে প্রকাশ্য হাসি হাসিতেছে। সকলেই হাসিতেছে, চতুর্দ্দিক হাস্য ময়। এ যেন এক নূতন জগৎ ফিরিয়া আসিল!

চল পাঠক! এই অবসরে সেই দুই জন পথিকের অনুসরণ করি, তাহারা কোথায় গেল দেখি, এই ভয়ানক সময়ে হিংস্র জন্তু সমাকুল পর্ব্বত প্রদেশেই বা তাঁহারা কেন? চল দেখি। ঘোর অন্ধকারে তাহাদিগকে ভাল করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় নাই—। এখন এই শুভ্র চন্দ্রালোকে তাহাদিগকে বেশ দেখিতে পাওয়া যাইবে বলিয়া বোধ হইতেছে! ঐ দেখ আমাদের সেই দুই জন পথিকের মধ্যে যাঁহাকে বয়সে কিঞ্চিৎ বড় বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তিনি এক্ষণে কোথায়? দেখিয়াছ কি? ঐ দেখ, ঐ কৌমুদী বিধৌত তরুরাজী পরিশোভিত পর্ব্বত প্রান্তে এক খণ্ড প্রস্তরোপরি প্রগাঢ় চিন্তায় নিবিষ্টমনা হইয়া উপবিষ্ট আছেন, তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্ত নিশ্চল, কেবল ক্ষণে ক্ষণে এক একবার দীর্ঘ নিশ্বাস বহির্গত হইয়া তাহার জীবদ্দশা সপ্রমান করিতেছে? এবং তৎ সম্মুখবর্ত্তী অপর এক শীলা খণ্ডে তদীয় অনুগামী তরুণবয়স্ক যুবা অনন্যমনা হইয়া নিবিড় কাননাভ্যন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ উপবিষ্ট। উভয়েই নিশ্চল, কোন কথা নাই। উভয়েরই সুবর্ণ বিনিন্দিত দেহ সৌন্দর্য্য, শুভ্র চন্দ্রালোকে বিধৌত হইয়া এক অভাবনীয় অবক্তব্য শোভা ধারণ করিয়াছে! সহসা দেখিলেই বোধ হয় যেন কোন স্বর্গীয় দেবতনয়দ্বয় এই নিভৃত স্থান মনোনীত করিয়া এ স্থানে এভাবে বসিয়া আছেন? কিছুক্ষণপরে এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সেই তরুণবয়স্ক যুবা বলিয়া উঠিলেন—"দাদা আজ আর কোথাও যাবেন না ত?" কোন উত্তর নাই! আবার বলিলেন, "দাদা, আজ আর কোথাও যাবেন না ত?" এই প্রশ্ন করিয়া উত্তর প্রত্যাশায় তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া আছেন, এমন সময়ে তিনি অতি ত্রস্ত ভাবে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন,

"কি বল্‌ছিলে ভাই?" নত মুখে বিনীতভাবে উত্তর করিলেন "আজ কি আর কোথাও যাবেন?" "না আর কোথাও যাব না," এই কথা বলিয়া একেবার ইতস্ততঃ চাহিয়া অতি বিষণ্ণ বদনে বলিলেন,—"আজ তুমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছ, মুখ মলিন হইয়া গিয়াছে, সারা দিন কিছু খাওয়া হয় নাই, তোমার খাবার জন্য এখনি কিছু ফল আনিতেছি, তুমি একটু বিশ্রাম কর।" এই বলিয়া যেমন উঠিবেন অমনি তাঁহাকে বাধা দিয়া কনিষ্ঠ বলিলেন,— আমার এখন কিছু খাইতে ইচ্ছা নাই, তত ক্ষুধা নাই, আর আপনিও ত পরিশ্রান্ত হইয়াছেন? কিছুক্ষণ এইস্থানে বিশ্রাম করুন। আমার খাবার জন্য ব্যস্ত হইতেছেন কেন? এই স্থানে বসিলে আর ক্ষুধা থাকে না।"

অগত্যা তিনি বসিলেন, বসিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার মুখ পানে চাহিয়া অন্য দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; নয়ন প্রান্তে দুই এক বিন্দু অশ্রু বিগলিত হইল, নিঃশব্দে তাহা মুছিয়া বলিলেন,—"কি বলিলে ভাই? তোমার ক্ষুধা নাই? কিন্তু তোমার মলিন মুখ আর দেখিতে পারি না, এত নিদারুণ কষ্ট কি তোমার ঐ কোমল শরীরে সহ্য হয়?" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—"না একটু বস, ঐ নিকটের গাছে অনেক ফল থাকা সম্ভব, যাই দেখি, উহাই গোটাকতক এক্ষণে আনি, তোমাকে কিছু না খাওয়াইলে আর আমি স্থির থাকিতে পারিতেছি না!" এই বলিয়া যাইতে উদ্যত, এবারও কনিষ্ঠ যাইতে দিলেন না। বলিলেন:—"আপনি আমার জন্য এত ব্যস্ত হইতেছেন কেন? স্থির হইয়া বসুন।" এবারেও বসিলেন, বসিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন— "হাঁ এস্থান অতি মনোরম্য বটে, শুধু মনোরম্য কেন? যেমন নির্জ্জন, তেমনি নিরাপদও বটে, কেমন—না?" শেষের দুটী কথা বলিবার সময় তাঁহার অধর প্রান্তে ঈষৎ প্রফুল্লতার চিহ্ন দেখিয়া, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিঞ্চিৎ সাহস সহকারে বলিলেন:—"আর কেমন শান্তিময়! এস্থানে কোন ক্রমে মানব সমাগম ত সম্ভব নহে? ইহা অপেক্ষা আমাদের পক্ষে এক্ষণে আর নিরাপদ স্থান কি আছে?"

"হাঁ বিশেষতঃ আমাদের পক্ষে বটে," এই কথা বলিয়াই জেষ্ঠ ভ্রাতা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন——

"উঃ! আমি কি কৃতঘ্ন! কি নিষ্ঠুর! এই অকিঞ্চিৎকর পাপ প্রাণের জন্য এখনও নিরাপদ স্থান অন্বেষণ করিতেছি! তাঁহাদের বিষয় কিছু ভাবিলাম না? তাঁহাদের উদ্দেশে কিছুই করিতে পারিলাম না? তাঁহাদের অসহ্য যন্ত্রণা ভুলিয়া আমার এই তুচ্ছ প্রাণের মমতা এখনও করিতেছি! আজ যদি তাঁহারা দস্যু কারাগারে বন্দী হইয়া জীবিত থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের অশেষবিধ অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে আমাদের অদর্শন যৎপরনাস্তি ক্লেশ দিতেছে। আর যদি তাঁহারা তৎক্ষণাৎ দস্যু হস্তে নিহত হইয়া থাকেন তাহা হইলেও তাঁহাদের সেই মুমূর্ষু কালীন, তাঁহাদের সেই অন্তিম কালীন,—প্রত্যেক নিশ্বাস—আমাদের;—এই হতভাগ্যদের মঙ্গলকামনা ঘোষণা করিয়াছে। আমি কি স্বার্থপর! কি কৃতঘ্ন! এই তুচ্ছ প্রাণের জন্য এখনও নিরাপদ স্থান অন্বেষণ করিতেছি! এমন পিতা মাতার এমন আত্মীয়গণের উদ্ধার নিমিত্ত কিছুই করিতে পারিলাম না—"এমন সময় নৈষগগণ কাঁপাইয়া পর্ব্বত প্রতিধ্বনিত করিয়া শব্দ হইল, "এই দিকে——" এই বজ্রনিনাদবৎ শব্দে উভয়েই শিহরিয়া উঠিল, উভয়েরই মস্তক কম্পিত হইল। দেখিতে দেখিতে অস্ত্র শস্ত্র সুসজ্জিত বিকট বেশধারী দস্যুদল সেই দিকে আসিয়া উপস্থিত। এই দুইজন লোককে হঠাৎ এখানে দেখিয়াই প্রহার করিতে উদ্যত হইল।

জ্যেষ্ঠ সবল বাহুতে সেই বর্শা ধরিয়া সজোরে একজন দস্যুকে আহত করিয়াই বেগে বনমধ্যে প্রস্থান করিলেন। কিয়দ্দূর যাইয়া দেখেন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আর এক জন ছুটিতেছে, দেখিয়াই দাঁড়াইলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিবেচনা করিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু তাহা নহে, সে একজন দস্যু। দস্যু দেখিয়াই তাহার বক্ষে এককালীন বর্শা বিদ্ধ করিয়া দিলেন সে সেই স্থানেই মৃত্যু যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। যুবক ব্যাকুল হইয়া বাহিরে আসিয়া দেখেন আর কেহই সে স্থানে নাই। তখন আরও ব্যাকুল হইয়া নিকটস্থ সমস্ত বনে অনুসন্ধান করিলেন, কোথাও তাঁহার ভ্রাতাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন একটু উচ্চ স্থানে দাঁড়াইয়া কতবার "বিনয়" "বিনয়" বলিয়া ডাকিলেন, কোন উত্তর পাইলেন না। অবশেষে যেখানে তাঁহারা উভয়ে এতক্ষণ বসিয়া ছিলেন, সেইখানে

যাইতে অগ্রসর হইলেন। যাইতে যাইতে চারিদিকে চাহেন, আর "বিনয়" "বিনয়" বলিয়া ডাকেন ডাকিতে ডাকিতে তাঁহার চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। অঙ্গ অবস হইয়া আসিল। পরে সেই শিলাখণ্ডের নিকটবর্ত্তি স্থানে যাইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। দেখিলেন যে বিনয়ের, রুধিরাক্ত পরিচ্ছদ পড়িয়া আছে। তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। চারিদিক শূন্যময় দেখিলেন! অতি কষ্টে আর একটী বার মাত্র অস্পষ্ট "বিনয়" বলিয়াই সেই শিলাখণ্ডে পড়িয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

Music to hear, why hearst thou music sadly,
Sweets with Sweets war not joy delights in joy.—
Why loves thou that which thou receivst not gladly ?
Or Else receiv'st with pleasure thine annoy ?

Shakspeare.

বান্ধব সমাগমে।

সকলেই স্ব স্ব কার্য্য সাধনে তৎপর। কেহ কাহার ও মুখাপেক্ষা করে না। যামিনী নিজ কার্য্য সমাধান পূর্ব্বক অন্তর্ধান হইলেন। এদিকে আত্মীয়পরিজন-বিরহ-বিদগ্ধ, ভ্রাতৃ-শোক সন্তপ্ত যুবক—সেই ভয়াবহ বিপদ সঙ্কুল স্থানে, কঠিন শিলাতলে হতচেতন হইয়া নিপতিত। এক্ষণে—এমন সময়ে সেই যামিনী ভিন্ন তাঁহার আর কে আছে? তাই তিনি যামিনীর ক্রোড়ে সকাতরে মস্তক রাখিয়া হতচেতন হইলেন। কিন্তু কৈ যামিনী ত তাঁহার দিকে একটী বার ও চাহিলেন না। তিনি ত নিজের কার্য্য শেষ করিয়া চলিয়াগেলেন! যামিনীর কি কঠিন প্রাণ! আর কঠিন প্রাণ হইবেই না বা কেন? শোকাশ্রু তাঁহার নিকট আজ কিছু আর নূতন নয়। যত প্রকার নিষ্ঠুর কার্য্য আছে, যত প্রকার শোকাশ্রু ধারা আছে, তদ্

সমুদায় দেখিতে তাঁহার আর কিছু বাকি নাই। তিনি প্রত্যহ কত শত নর নারীর অন্তর্ভেদী চীৎকার শুনেন, কত শত নর নারীকে ইহ জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে দেখেন। এমন শোকাবহ ব্যাপার নাই যাহা যামিনী সমক্ষে সংঘটিত না হয়।

যামিনী এই সকল দেখিয়া শুনিয়া এক কালীন দয়া মমতা বিবর্জ্জিতা হইয়াছেন, তাই তিনি আজ এমন করিয়া যুবককে এমন অবস্থায় রাখিয়া যাইতে পারিলেন।——পরে ঊষা আসিয়া দেখা দিলেন। ঊষা সতী অনেকাংশে পর-দুঃখ-কাতরা! কেন না, তাঁহাকে ইহ জগতীতলে পদার্পণ করিয়াই প্রথমতঃ অনেকের অশ্রু মোচন করিতে হয়! গহন কান্তারস্থিত তরুলতা দিগকে কেহ দেখে না। তাহারা সারা যামিনী কাঁদিয়া আকুল! তাহাদের সেই দর দর অশ্রু ধারা মোচন করিতে ঊষা ভিন্ন আর তাহাদের কেহ নাই। বলিতে গেলে, তিনি কেবল সান্ত্বনা করিতেই এই ধরাধামে আগমন করেন! আর তাঁহার সান্ত্বনায় বা আশ্বাস বাক্যে কে না প্রকৃতিস্থ হয়? প্রিয়তম পুত্র হারা জননীই হউন—পতি-বিয়োগ-বিধুরা রমণীই হউন—, অথবা বিরহিণীই হউন সকলকেই তাঁহার সান্ত্বনায় ক্রমে ক্রমে সমস্ত অতীত বিপদ বিস্মৃত হইয়া দর-বিগলিত নয়নাশ্রু মোচনে যত্নবান হইতেই হয়। এমন ঊষা ধীরে ধীরে আসিয়া সেই শিলাতলে পতিত যুবকের স্বেদবিন্দুসিক্ত ললাটদেশে শীতল ব্যজন বীজন করিতে আরম্ভ করিলেন।

যুবকের কোন সংজ্ঞা নাই। ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। কিন্তু প্রত্যেক নিশ্বাস যেন তাঁহার অন্তর্নিহিত শোকোচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিতেছে।—নাসিকা থাকিয়া থাকিয়া স্পন্দিত হইয়া অন্তরে বিষম শোকানল আছে বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। ঊষার বিবিধ সান্ত্বনায় যুবক কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া নয়ন উন্মোচন করিলেন; আবার পরক্ষণেই নিমীলিত করিয়া ঘন ঘন এক একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া অতি ধীরে ধীরে হস্তপদাদি সঞ্চালনপূর্ব্বক উঠিয়া বসিলেন। উঠিয়া বসিলেন বটে কিন্তু অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিলেন না:—শোক পরিতাপে শরীর এককালীন অবসন্ন হইয়াছে, ক্ষুৎপিপাসায় আকণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে, লোচন-দ্বয় লোহিতবর্ণ হইয়াছে—চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন আবার

শুইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া অতি ধীরে ক্ষীণ স্বরে বলিতে লাগিলেন :—"কৈ এ পাপ প্রাণের ত, পতন হ'ল না"——

যুবককে এতদবস্থায় রাখিয়া উষা ধীরে ধীরে অপসৃত হইলেন। ক্রমে মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড উত্তাপ ধরণীধামে একাধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল। পর্ব্বতের প্রস্তরসমূহ অগ্নিময় হইয়া আসিল।—এখন কাহার সাধ্য সেস্থানে আর এক দণ্ড তিষ্ঠিতে পারে? কিন্তু যুবক সেইখানেই বসিয়া আছেন। পরে অত্যন্ত পিপাসায় কাতর হইয়া একটীবার দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে দুই চারি পা অগ্রসর হইয়া আবার বসিয়া পড়িলেন। বসিয়া বলিতে লাগিলেন :—"কি এ প্রাণের আশা এখনও ছাড়িতে পারিলাম না" আবার ক্ষণেক চুপ করিলেন আবার বলিতে লাগিলেন :—"না প্রাণ ত এখন পরিত্যাগ করা হবে না; যদি তাঁহারা কোন স্থানে জীবিত থাকেন, আর যদি সে সংবাদ আমি কোন রকমে পাইতে পারি তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত চেষ্টা করিব। নতুবা তাহাতেই এ পাপ প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া জীবন সার্থক জ্ঞান করিব। আরও একটী ভয়ানক ভয়ের কারণ আছে :—যদি তাঁহারা কোন রকমে উদ্ধার পাইয়া আমাদিগকে না দেখিতে পান, তাহা হইলে কি তাঁহারা ক্ষণমাত্র আর জীবনধারণ করিতে পারিবেন? না, তবে এ প্রাণ পরিত্যাগ করা হবে না?"——

ক্ষণকাল স্থিরভাবে একটী বৃক্ষের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া অতি কাতর স্বরে আবার বলিতে লাগিলেন "আর যদিও তাঁহাদের উদ্ধারসাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারি, কিন্তু সে সময় বিনয়ের কি সংবাদ দিব?"—"উঃ! সে কথা মনে হ'লে আর ত প্রাণ রাখিতে ইচ্ছা হয় না"——এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মস্তক অবনতপূর্ব্বক স্থিরভাবে রহিলেন, আবার কিছু বলিবার আশয়ে মস্তক উত্তোলন করিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার বিষম প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল :—তিনি সহসা সেই জনশূন্য স্থানে শুনিতে পাইলেন :—

"আমারে কঠিন বিধি সৃজিল কঠিন করে।
নতুবা কোন্ প্রাণে বাঁচি হারা হয়ে তাহারে॥

এই ক্রন্দনমিশ্রিত মধুর সঙ্গীত যুবকের শ্রবণেন্দ্রিয় বিমোহিত করিয়া তাঁহার

বাক্‌শক্তি পর্য্যন্ত রোধ করিয়া ফেলিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; ইতস্ততঃ চকিতলোচনে চাহিলেন কিছুই দেখিতে পাইলেন না। আবার শুনিলেন:—

"সংসার সুখ-সলিলে, খেলিতাম কুতূহলে;—
সহসা ভাসালে কেরে অকূল পাথারে"

এবার তিনি উঠিলেন। উঠিয়া ব্যাকুল প্রাণে সেই সঙ্গীতের শব্দ অনুসরণ করিয়া ছুটিলেন।—যুবকের সহসা এ ভাব দেখিয়া আমরা ত অবাক্! তিনি হটাৎ এ রকম হইলেন কেন? এবার ক্ষিপ্ত হইলেন না কি?—আমরা ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। না, তিনি ক্ষিপ্ত হন্ নাই, তিনি হৃদয়ের ভাব আর গোপন করিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয় শতধা ছিন্ন হইয়া সেই সঙ্গীতের সহিত সংমীলিত হইয়া গেল, আর তিনি হৃদয়ের বেগ প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না। তাই তিনি এ রকম আকুল প্রাণে, হৃদয়ের বশীভূত হইয়া সেই শব্দ প্রতি প্রধাবিত হইলেন। হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিলেই সকলেই পাগল। তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছেন;—পাগলের প্রায়, ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছেন!—যেন কোন মহামন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছেন। কোন দিকে আর তাঁহার লক্ষ নাই। পরে সেই শব্দের অতি সন্নিকটে একটু অন্তরালে যাইয়া দাঁড়াইলেন; দাঁড়াইয়া দেখিলেন:—গৈরিকবস্ত্র পরিহিত একটী নবীন যুবক স্থিরভাবে বসিয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয় যেন তিনি কোন বিশেষ অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন আছেন। তাঁহার দেহলাবণ্যে বন চতুর্দ্দিক আলোকিত হইয়াছে।

আমাদের যুবক অন্তরাল হইতে নিবিষ্টচিত্তে এই নবীন সন্ন্যাসীকে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে যুবকের অন্তরে এক অভিনব ভাবের উদয় হইল। তিনি সেই স্থানেই কাষ্টপুত্তলিকাবৎ নিস্পন্দভাবে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে দাঁড়াইয়া আছেন এমন সময়ে গৈরিক বসনাবৃত শ্মশ্রুযুক্ত বদনমণ্ডল করসংলগ্নপূর্ব্বক সেই সন্ন্যাসী আবার গাইলেন:—

"আমারে কঠিন বিধি সৃজিল কঠিন করে,—"

এই সঙ্গীত পুনরায় শ্রবণমাত্রেই যুবকের হৃদয়তন্ত্রী সমুদায় সমতানে নৃত্য

করিতে লাগিল। আর থাকিতে পারিলেন না। তিনিও সেই সন্ন্যাসীর করুণ স্বরে যোগ দিয়া ধরিলেন:—

"নতুবা কোন্ প্রাণে বাঁচি হারা হয়ে তাহারে—"

এবারে সেই সন্ন্যাসীর চক্ষু ফিরিল। চারিচক্ষে মিল হইল। যুবক সাশ্রুলোচনে সেই সন্ন্যাসীর দিকে বাহু প্রসারণপূর্ব্বক ধাবমান হইলেন। সন্ন্যাসীও তদ্দৃষ্টে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

পরস্পর পরস্পরের বাহুর দ্বারা আবদ্ধ; পরস্পরের বক্ষঃ পরস্পরের বক্ষে সংলগ্ন! পরস্পরের মস্তক পরস্পরের স্কন্ধে সংস্থাপিত! উভয়েই নির্ব্বাক্। উভয়ের নয়ন কেবল বারিবর্ষণ করিতেছে। ক্ষণকাল উভয়ে এই ভাবে থাকিয়া, সেই নবীন সন্ন্যাসী অতি ব্যস্ততা সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন:— "আপনি এখানে?"— সহসা এরূপ প্রশ্ন শ্রবণমাত্রেই যুবক ভাবিলেন:— "ইহাঁর সহিত ইতিপূর্ব্বে কি কোথাও আমার আলাপ ছিল?—কৈ তা ত আমার বেশ স্মরণ হইতেছে না। ইনি কে তা ত জানিতে পারিলাম না। ইহার কি উত্তর দিব" যুবক এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন; সন্ন্যাসী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন:—"কল্য কোথায় ছিলেন?"—যুবক ইতস্ততঃ করিয়া "কল্য"—এই কথা বলিয়াই চুপ করিয়া রহিলেন। যেন বিশেষ কোন ঘটনা স্মরণ করিবার নিমিত্ত অন্যমনস্কে চুপ করিয়া রহিলেন।—পরে হস্তোত্তলনপূর্ব্বক যেন কোন কথা কহিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন—কিন্তু কোন কথা বলিতে পারিলেন না:—তাহার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। কেবল অনবরত তাহার নয়ন হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। সন্ন্যাসী যুবককে এরূপ ভাবাপন্ন দেখিয়া সত্বর সন্নিহিত কমণ্ডলু হইতে যুবকের মুখমণ্ডলে সুস্নিগ্ধ বারি সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। পরে যুবক সংজ্ঞালাভ করিলে সন্ন্যাসী তাঁহাকে কিঞ্চিৎ আহারীয় সামগ্রী ভোজন করাইয়া একটী সুবিস্তীর্ণ বৃক্ষের শীতল ছায়ায় বসিয়া পুনরায় বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন:—যুবক সন্ন্যাসীর মুখের দিকে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন:—"আমাকে ক্ষমা করিবেন আমার ভালরূপ স্মরণ হইতেছে না; আপনার পরিচয় প্রদানে আমাকে সুখী করুন,——"

সন্ন্যাসী। আমার পরিচয় প্রদানে আপনাকে কেন অসুখী করিব?

যুবক। আপনার কোন প্রশ্নের মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেছি না! আপনার প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্নের ভাবে বুঝিলাম যে আমার সহিত আপনার ইতিপূর্ব্বে বিশেষ আলাপ ছিল।— কোন্ সময় কিরূপ আলাপ ছিল, তাহা জানিবার জন্ত আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু তাহার বিপরীত উত্তর শ্রবণে আমাকে যারপর নাই বিস্মিত হইতে হইল।

সন্ন্যাসী। আপনার বিস্মিত হইবার আমি কোন বিশেষ কারণ দেখিতেছি না; বরং আমার বিস্মিত হইবার সম্পূর্ণ কারণ আছে।

যুবক। কিসে আপনি বিস্মিত হইলেন, আর কিসে আমিই বা বিস্মিত হইতে পারি না?—

সন্ন্যাসী। আমি কএক মাস ধরিয়া এই বনে বাস করিতেছি, কখন তো কোন মানবের সমাগম দেখি নাই। সহসা আপনাকে নবাগত দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি; আর বিস্মিত হইয়াই আপনাকে ঐরূপ প্রশ্ন করিয়াছি।

যুবক। কখন কাহাকেও দেখেন নাই?

সন্ন্যাসী। "কেবল কল্য" এই কথা সন্ন্যাসীর মুখ হইতে নিঃসৃত হইতে না হইতে যুবক যারপর নাই কাতরতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন :— "কল্য কি?—কল্য কি দেখিয়াছেন. কাহাকে দেখিয়াছেন?"—

সন্ন্যাসী।—কল্য এককালে বহুলোকের সমাগম দেখিয়াছি।

যুবক—আরো উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :—কি রকম লোক দেখিয়াছিলেন? আর তাহাদিগকে কি করিতে দেখিয়াছেন? তাহাদের সহিত আর কাহাকেও দেখিয়াছেন কি?——"

সন্ন্যাসী। না, তাহাদের সহিত আর কাহাকেও দেখি নাই। তাহাদিগকে দেখিয়া অতি অসভ্য দস্যু বলিয়া বোধ হইল। তাহারা প্রথমে অতি প্রচ্ছন্নভাবে এই বনমধ্যে প্রবেশ করিল, পরে একটা ভয়ানক কোলাহল আরম্ভ করিয়া ঐ দিক দিয়া প্রস্থান করিল। আমি ঐ বৃক্ষের উপরে থাকিয়া সমস্ত দেখিতেছিলাম। আর সেই কারণে আপনি কল্য কোথায় ছিলেন তাই জিজ্ঞাসা করিয়াছি। আপনি এ সমস্ত ব্যাপারের কি কিছুই জানেন না?——

যুবক বিলাপ স্বরে বলিতে লাগিলেন :—"হাঁ আমি ইহার সমস্তই জানি

আমিই ইহার মূল কারণ, আমাকে লইয়াই এ সমস্ত কাণ্ড সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। উঃ! আমার কি কঠিন প্রাণ ঃ” এইরূপে যুবক বহু বিলাপ করিতে লাগিলেন।——

পরে সন্ন্যাসী যুবককে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত করিয়া বিগত যামিনীর যথাযথ সংবাদ শ্রবণে একান্ত ব্যাকুলান্তরে এবম্বিধ সঙ্কটাপন্ন বান্ধবের সাহায্যার্থে মনে মনে কৃতসংকল্প হইলেন কিন্তু যুবকের বিষণ্ণভাব দেখিয়া সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—মহাশয় আপনার নাম কি ?

যুবক। “আজ্ঞা আমার নাম শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মা” যুবক আপনার নাম বলিলেন তথাপি তাহার মুখের বিষণ্ণভাব কিছুতেই অপনোদিত হইল না। এ বিষাদ কি সহজে যাইবার ? পৃথিবীস্থ সমস্ত মানব যদি তাঁহার আত্মীয়গণের স্থান অধিকার করেন তথাপি যুবকের সন্তপ্ত হৃদয় কখনই সন্তোষ সম্ভোগ করিতে পারিবে না। কিন্তু সন্ন্যাসী সান্ত্বনা করিতে বিরত থাকিলেন না। কত প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন।—সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে কত বুঝাইলেন ;—বুঝাইতে বুঝাইতে সন্ন্যাসীর অপাঙ্গে দুই এক ফোঁটা জল দেখা দিল। সন্ন্যাসী বাস্তবিক নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন। যুবক তাহা দেখিলেন, দেখিলেন বটে—কিন্তু তাহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিলেন না।—এইবারে সন্ন্যাসীকে ব্যাকুল দেখিয়া যুবক আর স্থির থাকিতে পারিলেন না ঃ—সন্ন্যাসীর হস্তধারণপূর্ব্বক তিনিও কাঁদিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসী যুবককে কাঁদিতে দেখিয়া, আপনার ক্রন্দন পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এবং কিছুক্ষণ পরে—“মহাশয়!”—“মহাশয়” বলিয়া যেন সম্বোধনের প্রকৃত ভাব প্রকাশ হইল না দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ আবার বলিলেন ঃ—“ভাই বিজয়!—আজ তোমাকে আমার সমদুঃখী পাইয়াছি। তুমি যেমন কালবশে সংসারহারা হইয়াছ আমিও তদ্রূপ কালের কুটিল চক্রের বশবর্ত্তী হইয়া সংসার-সুখ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছি!! আমি এক সময়ে সংসারকে আনন্দময় দেখিতাম ; সংসারের পরিবারবর্গের মুখাবলোকনে অসামান্য সুখানুভব করিতাম কিন্তু আজ”—আর বলিতে পারিলেন না।—তৎক্ষণাৎ মস্তক অবনত করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। বিজয় অনিমেষলোচনে সন্ন্যাসীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।——

পাঠক! এই সন্ন্যাসীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণে কি বিবেচনা করিতেছেন ইনিও কি বিজয়ের মত মর্ম্মাহত হইয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়াছেন? ইহাঁরও পরিবারবর্গ কি দস্যু করে নিহত হইয়াছেন? ভাল, সন্দেহ ভঞ্জনার্থ আপনারা পুনর্ব্বার ইহাঁদের কথাবার্ত্তা শুনিতে পারেন :—

বিজয়। আপনি সংসার হইতে কি রকমে বিচ্ছিন্ন হইলেন? আপনার আত্মীয়গণ এখন কোথায় তাঁহারা জীবিত আছেন তো?

সন্ন্যাসী। আমার সংসার হইতে বহিস্কৃত হইবার কারণ আপনি সহজে অনুভব করিতে পারিবেন না।—আপনি যে ভাব কখন অন্তরে ধারণ করেন নাই—যে ভাব কখন কল্পনায় দেখেন নাই—সে ভাব অবশ্য আপনার নিকট অপরিচিত—নূতন; সে ভাবের মর্ম্ম আপনি সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত।

বিজয়। সংসার সম্বন্ধে এমন কি আছে, যাহা আমি কল্পনায় কখন দেখি নাই?

সন্ন্যাসী। অবশ্য আছে।—সুখপ্রদ সংসার-কাননে একটী কণ্টক বৃক্ষ আছে।" আবার বলিলেন:—"যে ভাব তোমার অন্তরে উদিত হইয়া তোমাকে অপার সুখসাগরে ভাসমান করায়; তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব আসিয়া আমাকে যারপর নাই ক্লেশ দেয়।

বিজয়। আমি তো ইহার কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।

সন্ন্যাসী। আপনি ত ইহা কখন বুঝিতে পারিবেনই না! আর ইহা বুঝিতে আপনার চেষ্টা করারও প্রয়োজন করে না। ইহা বুঝিতে আপনার অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্টের সম্ভাবনা নাই। আপনার অন্তরে ক্লেশ ভিন্ন সুখের উদয় হইবে না। তবে—আপনার ইহা জানিয়া কাজ নাই।

বিজয় স্থিরভাবে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন:—"আপনি কত দিন এ পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন?"

সন্ন্যাসী। আজ প্রায় তিন বৎসর হইল।

বিজয়। আপনার বিবাহ হইয়াছিল কি? আপনার স্ত্রী জীবিতা আছেন?"

সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ পরে—"হাঁ জীবিত আছেন" বলিয়াই অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন।

বিজয় মনে মনে নানারূপ তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন পরে বলিলেন :—এখন তিনি কোথায় আছেন?

সন্ন্যাসী "তাহার কোন তো সন্ধান জানি না।"

বিজয়। আপনি তাহাকে কোথায় দেখিয়া আসিয়াছেন?

সন্ন্যাসী। "আমাদেরই বাড়ীতে" বলিয়াই মৌন হইয়া রহিলেন।

বিজয় ইহার কোন কারণ বুঝিতে পারিলেন না।—মনে মনে নানা তর্ক করিয়া আর কিছুই সিদ্ধান্ত করিতে পারিলেন না।

বিজয়ের সহিত এরূপ কথাবার্ত্তায় সন্ন্যাসী জানিতে পারিয়াছিলেন যে বিজয়েরও স্ত্রী আছেন। কিন্তু কোথায় আছেন জীবিত আছেন কি না তাহা বিজয় জানেন না।—উভয়েই সমদুঃখভাগী বলিয়া পরস্পরের অন্তঃশোক পরস্পরের নিকট প্রকাশ করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে সুস্থ হইতে উভয়েই যত্নবান্ হইতে লাগিলেন। ক্রমে উভয়েরই প্রণয়পাশ দৃঢ়ীভূত হইতে থাকিল, বিজয় সন্ন্যাসীর নিকট কতবার আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন!—কতবার সন্ন্যাসী বিজয়কে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী অপেক্ষা বিজয়কে অধিক শোকসন্তপ্ত বলিয়া বোধ হইল। ক্রমে উভয়ের কথাবার্ত্তায় দিবাবসান হইয়া আসিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী বিজয়কে সঙ্গে করিয়া একটী নিবিড় কানন মধ্যে লইয়া গেলেন। তথায় যাইয়া বিজয় যাহা দেখিলেন তাহাতে চমকিত না হইয়া আর থাকিতে পারিলেন না—দেখিলেন :—একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষের শিরদেশে শাখাদি দ্বারা মণ্ডলাকৃত একটী ক্ষুদ্র কুটীর। তদভ্যন্তর দিব্য দীপালোকে আলোকিত। পূজা উপযোগি সমস্ত দ্রব্যাদি সংগৃহীত। কুটীরের বহির্দ্বারে একটী মৃৎপাত্রে সুশীতল সলিল সংরক্ষিত। কিছুরই অভাব নাই। পরে উভয়ে পূজাদি সমাপনান্তে ক্ষুৎপিপাসা শান্তিপূর্ব্বক কিয়ৎকাল বিশ্রাম লাভ করিতে লাগিলেন।

এদিকে রজনী ক্রমে গভীরা হইয়া আসিল দেখিয়া উভয়ে বহু তর্কের পর সিদ্ধান্ত করিলেন যে পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া উভয়ে এই কানন হইতে নিক্রান্ত হইয়া লোকালয় গমনপূর্ব্বক বিজয়ের আত্মীয়গণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন, না হয় যেদিক দিয়া সেই দস্যুগণ প্রস্থান করিয়াছে সেই দিকে

বিষ্ণয়ের উদ্দেশে যাইবেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া উভয়ে সেই বৃক্ষোপরি যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

Come, pensive nun, devout and pure.
sober, steadfast, and demuse.
Milton.

কারে বলি, কে রাখিবে আমার বিনতি ?
আপনি চলিয়া যাব, যথা প্রাণপতি ॥
দীনবন্ধু মিত্র।

চৈত্র মাস। বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীতপ্রায়। মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড উত্তাপে দশ দিক দগ্ধীভূত হইতেছে। অনলকণাসদৃশ অনিলরাশি ক্ষণে ক্ষণে উত্তপ্ত ধূলিরাশি বহন করিয়া পথিকগণের গাত্রে প্রবলবেগে প্রক্ষেপ করিতেছে। এমন সময়ে কাহার সাধ্য গৃহের বাহিরে যায় ? বৰ্দ্ধমানের রাজবাটী হইতে অন্যূন পাঁচ ক্রোশ উত্তরে রাজমার্গের সন্নিকটে একটী সুবিস্তীর্ণ অশথের সুশীতল ছায়াতলে একটী ষোড়শী রূপসী উপবিষ্টা। তাঁহার সুকোমল চারু অঙ্গ আভরণশূন্যতাসত্বেও এক অভিনব নয়নস্নিগ্ধকর কান্তি বিকীর্ণ করিতেছে। তাঁহার সুচারু চিকুরপাশ বিশৃঙ্খলরূপে আশে পাশে ন্যস্ত রহিয়াছে। তাঁহার কণ্ঠদেশে মণিময় হারের পরিবর্ত্তে লম্বিত রুদ্রাক্ষমালা শোভা পাইতেছে। পরিধানে গৈরিক বসন। তিনি যথার্থ যোগিনী,—ষোড়শী নবীনা যোগিনী। তাঁহার নিকট কেহ নাই। তিনি একাকিনী উপবিষ্টা। তাঁহার বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিলে অনায়াসে উপলব্ধি হয় যে, তিনি কোন মর্ম্মান্তিক যাতনায় প্রপীড়িতা; তাহাতে এই দারুণ রৌদ্রে অনাহারে পথপর্য্যটনে তাঁহার শরীর যারপর নাই ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। এমন শক্তি নাই যে, আর কিছুদূরে কাহারও নিকটে যাইয়া পিপাসা দূর করেন। অদূরে

গ্রাম, তথাচ এ সময়ে কাহারও দেখা সাক্ষাৎ নাই; চারি দিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে, দেখিতে পাইলেন:—দুইটী স্ত্রীলোক বারিপূর্ণ কলস কক্ষে সেই দিকেই আসিতেছে; দেখিয়া অনেক আশ্বস্ত হইলেন। স্ত্রীলোক দেখিয়া আরো আশ্বস্ত হইলেন। কারণ পুরুষের ব্যবহার বা চরিত্রের প্রতি তাঁহার বিষম ঘৃণা জন্মিয়াছে। সেই দুইটী স্ত্রীলোক এমন সময়ে এই নবীনা যোগিনীকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার নিকটেই আসিয়া উপস্থিত। যোগিনী যারপর নাই নম্রতা সহকারে এই দুইটী স্ত্রীলোকের সহিত কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। যোগিনীকে তাঁহারা পিপাসিত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের কলস হইতে কিঞ্চিৎ বারি প্রদান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন:—হ্যাঁ গা! তুমি কোথায় যাবে বাছা?

যোগিনী। "কোথায় যাব তাহার কোন ঠিক নাই।"—

স্ত্রীলোক দুইটীর আরো সন্দেহ বাড়িল—বলিলেন:—"সে কি গো! কোথায় তুমি যাবে, তাহার কোন ঠিক নাই!—তুমি এখন কোথা হইতে আসিতেছ?

যোগিনী এইবার বিষম সঙ্কটে পতিত হইলেন!—কি বলিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। পরে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন:—"এখান হইতে অনেক দূর।"

এরূপ উত্তরে সেই স্ত্রীলোক দুইটী সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না,—বলিলেন:—কোন গ্রামই বল না গা, গ্রামের নাম বলিলে আমরা বুঝিতে পারিব। এরূপ প্রশ্ন করিয়া যোগিনীর অসামান্য সৌন্দর্য্যরাশি বিলোকন করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা পরস্পর নানা রূপ সন্দেহ করিয়া কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। যোগিনী কি বলিবেন বলিয়া যেমন মুখ ফিরাইলেন, অমনি তাঁহার দৃষ্টি অন্যদিকে পতিত হইল। তিনি তাঁহাদের প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া সেই দিকেই এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। কি দেখিলেন? দেখিলেন একটী লোক! লোকটী বৃদ্ধ।—বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর অতীত। মস্তকে দেড় হস্ত পরিমাণ একটী লম্বিত শিখা। হস্তে একটী যষ্টি; গাত্রে একখানি নামাবলী। বদন হইতে অধর ওষ্ঠ ভেদ করিয়া দন্তশ্রেণী প্রায় দেড় ইঞ্চি বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধ অত্যন্ত বেগে

চলিতেছেন। তাঁহার পায়ের চটী চর্ম্মপাদুকা ভয়ানক চীৎকার করিয়া যেন তাঁহাকে আর অধিক চলিতে নিবারণ করিতেছে; আর সেই সঙ্গেসঙ্গেই সেই ক্ষুদ্রপ্রাণ পাদুকা, যত পারে, পথের ধূলী সংগ্রহ করিয়া বৃদ্ধের কটিদেশ পর্য্যন্ত বিভূষিত করিতেছে। আবার মস্তকের সিখা প্রথমে "আর না" "আর না" করিয়া কত অনুনয় বিনয় করিয়া যখন দেখিল যে বৃদ্ধ কিছুতেই দৃক্‌পাত করিতেছে না, তখন এককালীন ক্রোধে তাঁহার স্কন্ধপার্শ্বদ্বয়ে সজোরে আঘাত করিতে লাগিল; কিন্তু বৃদ্ধ কাহারও নিবারণ শুনিবার লোক নন্। তিনি সেইরূপ বেগে চলিতে কিছুতেই বিরত হইলেন না। পরে সেই বৃদ্ধ যোগিনীর সন্নিহিত হইতে লাগিলেন। যোগিনী বৃদ্ধকে সমাগতপ্রায় দেখিয়া দণ্ডায়মানা হইলেন। বৃদ্ধ এদিকেও নজর করিলেন না; তিনি সেই রূপ একভাবেই চলিয়াছেন। যোগিনী বৃদ্ধের গন্তব্যপথ প্রতিরোধ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। বৃদ্ধ এতদ্দর্শনে বিস্মিত হইয়া দণ্ডায়মান। সেই স্ত্রীলোকদ্বয়ও অবাক! পরে যোগিনী বৃদ্ধকে বিস্মিত দেখিয়া বলিলেন:—ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আপনি আমাকে কি চিনিতে পারিতেছেন না?—বৃদ্ধের বিস্ময় আরো বাড়িল; তখন তিনি নির্নিমেষ নেত্রে নবীন যোগিনীর নিটোল অনুপম মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। যোগিনী বৃদ্ধের সেরূপ চাহনীতে লজ্জিতা হইয়া মস্তক অবনত করিলেন। যোগিনীকে অনেক ক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বৃদ্ধ বিকট দশনপংক্তি বাহির করিয়া ঈষৎ হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন:—"হাঁ চিনিয়াছি; কিন্তু ইহারা কারা?" বলিয়া সেই দুইটী স্ত্রীলোকের দিকে একবার দৃষ্টি ফেলিলেন। যোগিনী বৃদ্ধের শেষ প্রশ্নে বাধা দিয়া বলিলেন:—আপনি যদি আমাকে চিনিয়া থাকেন, তবে আমাদের বাটীর সংবাদ কি বলুন দেখি? বৃদ্ধ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন:—"তোমাদের বাড়ী তো মুর্শীদাবাদ?"

যোগিনী। তবে আর আপনি আমাকে কিরূপ চিনিয়াছেন? সে যাহা হউক, আপনি এখন কোথা হইতে আসিতেছেন, আর কোথায় বা যাইবেন? ইতিমধ্যে আপনি কি হুগলী গিয়াছিলেন?

বৃদ্ধ এবার স্তম্ভিত হইলেন,—হুগলীর নাম শুনিয়া কিছু চিন্তা করিতে লাগিলেন—পরে বলিলেন:—"এবার বোধ হয় চিনিয়াছি, কিন্তু চেনা

তার বটে। তোমাকে এরূপ বেশে তো কখন কোথায় দেখি নাই। তুমি হরগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্রবধু তো?'' আহা! তোমার জন্য সংসারটা ছারখার প্রায়! তোমার এ রকমে আসা ভাল হয় নাই। হরগোবিন্দ বাবুর উদ্দেশেই আমি বাহির হইয়াছি, তিনি যে আজ তিন মাস হইল কোথায় গিয়াছেন অদ্যাবধি তাঁহার কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই। সে যাহা হউক তোমার সহিত দেখা হইল, ভালই হইল। চল এখন আমার সহিত অগ্রে তোমার শ্বশুরালয়ে; পরে না হয় আবার হরগোবিন্দ বাবুর অনুসন্ধান লওয়া যাইবে। একবার দেখিবে চল, তোমাবিহনে সংসারটার কি রকম অবস্থা ঘটিয়াছে?'' ভট্টাচার্য্য মহাশয় এরূপে নানারকম কথা আরম্ভ করিয়া দিলেন। যোগিনী সে সব কথা শুনিতে তত মনোযোগ দিলেন না। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথার তবুও বিরাম নাই তিনি আপন মনেই কত কথা বলিতে লাগিলেন। পরে বৃদ্ধও সেই বৃক্ষের ছায়ায় বসিলেন; বসিয়া নস্য গ্রহণে বিষম ব্যস্ত হইলেন। যোগিনী বৃদ্ধের এরূপ কথাবার্ত্তায় সন্তুষ্ট হইলেন না, বরং রুষ্ট হইলেন। বৃদ্ধ নস্য গ্রহণ সমাপ্ত করিয়া বলিলেন :—''কেমন এখন বাড়ী যাবে তো?''—যোগিনী সে কথা শুনিয়াও শুনিলেন না; অন্যমনস্কা হইয়া ভাবিতে লাগিলেন :—''একি পাপ! ভট্টাচার্য্যের কোন কথার ঠিক নাই, কেবল কতকগুলা বাজে কথা লইয়াই ব্যস্ত।'' ভট্টাচার্য্য মহাশয় কিছু চিন্তা করিয়া বলিলেন :—ছোট বাবুর কোন সংবাদ জান কি? আমি ভালরূপ চিনিতে পারিলাম না। এখন বোধ হইতেছে, সেই ছোট বাবু।

ভট্টাচার্য্যের কথা শেষ হইতে না হইতে যোগিনী উৎসুকান্তঃকরণে বলিলেন :—কি বলিলেন, কোথায় তাঁহাকে দেখিয়াছেন? তিনি কি আপনাকে কিছু বলিলেন না? আপনিও কি তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই?

ভট্টাচার্য্য। আমি তাঁহাকে কি প্রকারে চিনিতে পারিব? তাঁহার বেশ সমস্ত সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন তোমাকে দেখিয়া তাঁহাকে আমার স্মরণ হইতেছে। তোমাকেও তো আমি প্রথমে কিছুই চিনিতে পারি নাই। তোমার কথাবার্ত্তা শুনিয়া তবে আমি চিনিতে পারিলাম। আর তিনিও আমার সহিত কথা কহিলেন না।

যোগিনীর ঔৎসুক্য আরো বৃদ্ধি হইল। তিনি অস্থির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—তিনি আপনার সহিত কোন কথা কহিলেন না? আপনাকে তিনি বেশ দেখিতে পাইয়াছিলেন? তাঁহার কিরূপ বেশ দেখিলেন? তাঁহার শরীর কেমন আছে দেখিলেন?

ভট্টাচার্য্য। তাঁহার শরীর পূর্ব্বের ন্যায় সবল আছে, তাহার জন্য কোন চিন্তা করিতে হইবে না।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় আর কোন উত্তর দিলেন না দেখিয়া যোগিনী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন ;—তিনি কিরূপ বেশে আছেন? আর আপনার সহিত তিনি কোন কথা কহিলেন না কেন?

ভট্টাচার্য্য। আমাকে তিনি ভালরূপ দেখিতে পাইয়াছেন কি না তাহাও বলিতে পারি না; কারণ তিনি তৎকালে অপর একটী লোকের সহিত নানা রূপ কথাবার্ত্তায় ব্যস্ত ছিলেন। 'আর কি বলিলে' তাঁহার বেশ তাঁহার বেশ? ঠিক আপনার ন্যায় যোগীর বেশ। সেই কারণেই তো তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই। নতুবা তিনি তো আমার হস্তেই প্রতিপালিত হইয়াছেন, বলিতে গেলে——

যোগিনী। তাঁহাকে কোন্ গ্রামে আর কোন্ সময়ে দেখিয়াছেন?

ভট্টাচার্য্য। কল্য সন্ধ্যার সময় বৰ্দ্ধমানে তাঁহাকে দেখিয়াছি? বোধ হয়, তিনি আমাকে দেখিতে পান নাই। তা না হ'লে নগেন আমাকে দেখিয়া কি কথা না কহিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারে?—পাঠক! যে ছোট বাবুর কথা হইতেছে, সেই ছোট বাবুর নাম নগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; বোধ হয়, তাহা বুঝিয়া থাকিবেন?

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তো কোন ক্রমে আপনার কথা ছাড়িলেন না। আপন মনেই বকিতে লাগিলেন।

যোগিনী। সে লোকটীর সহিত তিনি কি কথা কহিতেছিলেন?

ভট্টাচার্য্য। আমি তাহা ভাল শুনিতে পাই নাই।

যোগিনী আপন মনে বলিতে লাগিলেন :—"আমার কথা কি আর কহেন না; আমাকে কি একবারে ভুলিয়া গিয়াছেন? না, তাহা তো তিনি পারিবেন না; তিনি তো আমার তেমন নন্" শেষের কথা বলিবার সময়

তাঁহার সেই ইন্দীবরবিনিন্দিত নয়নপ্রান্তে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল; তৎক্ষণাৎ তাহা বসনাগ্র দ্বারা মুছিয়া ফেলিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহা দেখিলেন; দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন:—এ আবার কিরূপ ক্রন্দন! ব্রাহ্মণী যখন কাঁদেন, তখন তো তাঁহাকে থামানই ভার। পরে ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন:—"তুমি কাঁদিলে কেন মা?" যোগিনী তাহা গোপন করিয়া উত্তর দিলেন:—কৈ না, আমি কাঁদিব কেন?

এইবার অনেকক্ষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কি চিন্তা করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন:—"এর উপায় কি করি? কিছুই তো ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। এক্ষণে ছোট বাবুকে যেনতেন প্রকারেণ অন্বেষণ করিতেই হইবে। তাহা না হইলে ইঁহাকে ফেরান ভার দেখিতেছি।"

যোগিনী। আর কি তাঁহার সহিত আপনার দেখা সাক্ষাৎ হইবে না?

ভট্টাচার্য্য। হাঁ, হইতে পারে। এবার দেখা হইলে আর তিনি কোথায় যাবেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় আরো কত কথা বলিবার উপক্রম করিতেছিলেন। যোগিনী সে সকল কথায় বাধা দিয়া সাশ্রুলোচনে বলিলেন:—তবে উপায় কি হইবে ভট্টাচার্য্য মহাশয়?——

ভট্টাচার্য্য। উপায় আর কি? এবার দেখিতে পাইলে আর কি তাঁহাকে আমি ছাড়িব?

যোগিনী। আমার সহিত দেখা হইবে কি প্রকারে?

ভট্টাচার্য্য। আমি তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া তোমার নিকট যাইব।

যোগিনী ভাবিলেন:—আর যদি তিনি না আসেন, যদি তিনি ভট্টাচার্য্যের কথা না বিশ্বাস করেন? আমার কথা মনে হইলে তিনি কখন সুস্থির থাকিতে পারিবেন না, তাহা আমি বেশ জানি। কিন্তু আমার কথা ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহাকে যদি না বলেন। ভট্টাচার্য্যের তো কোন কথারই স্থিরতা নাই। এরূপ নানারূপ চিন্তা করিয়া পরে বলিলেন:—"আপনাকে কতকগুলি কথা বলিয়া দিব, সে সকল কথা তাঁহাকে বলিবেন। আপনার সব মনে থাকিবে তো?"

ভট্টাচার্য্য। না হয়, তুমি এক খানা পত্রিকা আমাকে দাও না।

যোগিনী। পত্র এখন লিখি কিসে ?

সেই দুইটী স্ত্রীলোক বলিলেন :—আমাদের বাড়ীতে যদি যাইতে পার, তাহা হইলে আমরা সব যোগাড় করিয়া দিতে পারি।

পরে তাঁহারা অগত্যা স্বীকৃত হইয়া সেই স্ত্রীলোকদ্বয়ের সহিত তাঁহাদের গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

তাঁহাদের গৃহের এক প্রকোষ্ঠে বসিয়া যোগিনী পত্র লেখা সমাপ্ত করিলেন; সমাপ্ত করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের হস্তে পত্রখানি দিয়া সকাতরে বলিলেন :—দেখিবেন, যেন ভুলিবেন না; অধিক আর আপনাকে কি বলিব? ভট্টাচার্য্য আর দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিলেন। যোগিনীকে কিন্তু সেই স্ত্রীলোকেরা উঠিতে দিলেন না, বলিলেন :—যতদিন ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রত্যাগত না হন্, ততদিন তোমাকে আমাদের বাড়িতে থাকিতে হইবে।” ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও বলিলেন :—হাঁ তাহা না হইলে, তাঁহাকে বা আমি কোথায় আনিব?—আর তুমি আমার সহিত তো কোন ক্রমে যাইবে না। তাহা হইলে এস একবারে তোমার শ্বশুর হরগোবিন্দ বাবুর নিকটে যাইবে। তিনি পাটনায় আছেন, সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

যোগিনী। আপনি তবে এখন পাটনায় যাইবেন, তবে তাঁহার উদ্দেশ কি প্রকারে হইবে?

ভট্টাচার্য্য। আমি এখন রাস্তায় রাস্তায় দেখিতে দেখিতে যাইব। পরে হরগোবিন্দ বাবুকে সমভিব্যাহারে লইয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিব স্থির করিয়াছি। আর আমি এক সপ্তাহের মধ্যেই তোমার সহিত দেখা করিব, তাহার কোন চিন্তা নাই। নগেন বাবুকে তোমার নিকটে আনিয়া তবে অন্য কথা!

যোগিনী অগত্যা স্বীকৃতা হইয়া তথায় অবস্থানহেতু রহিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তো চলিলেন, কিন্তু পাঠক মহাশয়কে ভট্টাচার্য্যের পরিচয় এস্থানে প্রদান না করিয়া আর থাকিতে পারিতেছি না; কেন না, তাঁহাকে অনেক স্থানে দেখিতে পাইবেন। তাঁহার সহিত পাঠক মহাশয়ের বিশেষ পরিচয় আবশ্যক। তাঁহার নাম গয়ারাম ভট্টাচার্য্য, নিবাস হুগলীর অন্তঃপাতী

অন্নপূর্ণাপ্রাঙ্কে। পেশা কি, তাহার যে কি পরিচয় দিব, তাহা আমরা ভাবিয়া কিছু ঠিক করিতে পারিতেছি না। তিনি নানা কার্য্য করেন, তম্মধ্যে প্রধান ঘটকালী; আর সেই কারণ তিনি সকলের নিকট বিশেষ পরিচিত ও সমাদৃত। সুতরাং পাঠক মহাশয়েরও তাঁহার সহিত একবার পরিচয় রাখা কর্ত্তব্য। কাহারও গৃহে কোন কার্য্যকর্ম্ম হইলে বা কিছু আপদ বিপদ হইলে অগ্রে সেই স্থানেই তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। এই পর্য্যন্ত পরিচয়ই পাঠক মহাশয়দিগের পক্ষে আপাততঃ যথেষ্ট। বিপদ আপদের সময় তাঁহাকে আর ডাকিতে হয় না, তিনি আপনিই আসেন। সেই কারণে ভট্টাচার্য্য মহাশয় হরগোবিন্দ বাবুকে কনিষ্ঠ পুত্রের জন্য কাতর দেখিয়া পর্য্যন্ত তাঁহার বাটীতে সচরাচর যাতায়াত করিতেন। কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সান্ত্বনায় প্রবোধ না মানিয়া আজ হরগোবিন্দ বাবু যে কোথায় গমন করিলেন, তাহার কোন ঠিক নাই। ভট্টাচার্য্য মহাশয় হরগোবিন্দ বাবুর পরিবারবর্গকে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা করিয়া তাঁহারই উদ্দেশে বহির্গত হইয়াছেন। আবার পথিমধ্যে তাঁহারই কনিষ্ঠ পুত্রবধূকে দেখিয়া চলিলেন। তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইবার জন্যও বিশেষ চেষ্টা করিতে কোনক্রমে ত্রুটি করেন নাই। ক্রমে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। যোগিনীও ক্রমে অধীরা হইয়া পড়িতে লাগিলেন; মনে মনে সংকল্প করিলেন যে, এস্থানে আর অধিক দিন থাকিয়া বৃথা কালক্ষেপ করা কোনমতে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না। সেই বাটী হইতে বহির্গত হইবার জন্য যারপর নাই চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু তথাকার পরিবারবর্গই আশাদানে তাঁহাকে নিরস্ত করিতে লাগিলেন। যামিনী দ্বিতীয়যাম অতিক্রম করিয়াছেন; প্রকৃতি নির্ব্বাত নিস্তব্ধ।—যোগিনী একাকিনী একটী নিভৃত প্রকোষ্ঠে বসিয়া অনবরত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। কি ভাবিয়া উঠিলেন, উঠিয়া একটী গবাক্ষদ্বার উন্মোচন করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তথায় দণ্ডায়মান থাকিয়া ফিরিলেন; ফিরিয়া পুনরায় শয্যোপরি আসিয়া বসিলেন; কিন্তু বসিয়া অধিকক্ষণ স্থির থাকিতে পারিলেন না:—আবার উঠিলেন, উঠিয়া গৃহদ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; কাহাকেও তথায় দেখিতে না পাইয়া বলিতে লাগিলেন:—"এই উপযুক্ত সময়, আর বিলম্ব

করা বিধেয় নহে” এই কথা বলিয়া প্রাঙ্গণে অবতরণ পূর্ব্বক আবার বলিলেন :—“দীনবন্ধো! এ দুখিনীর সহায় হও; আমার হৃদয়দেবের সন্নিধানে আমাকে লইয়া চল।” এই অবসরে সেই ঘোর অন্ধকারের অন্তরাল হইতে যোগিনীর বসনাগ্র গ্রহণপূর্ব্বক কে বলিল :—“হাঁ চল, তোমার প্রাণনাথার পার্শ্বে বসাইব চল, আর বিলম্ব করিও না”—এই কয়টী কথা বলিয়াই হাসিয়া উঠিল। যোগিনী শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন :—“কেও মালতী বুঝি, তোর রাত্রে ঘুম নাই!”

মালতী নরহরি ঘোষালের ভ্রাতষ্পুত্রী। নরহরি ঘোষালের ভবনেই যোগিনী আজ দুই সপ্তাহ অবস্থান করিতেছেন। উভয়ের একত্রে অবস্থান হেতু, বলা বাহুল্য মালতীর সহিত যোগিনীর সদ্ভাব জন্মিয়াছিল। মালতী পূর্ণযৌবনা; কিন্তু দুঃখের বিষয় পতিহীনা। কিন্তু পতিহীনার কোন কার্য্যই করেন না। নরহরি বাবুর সংসারের মধ্যে মালতীই কেবল একমাত্র কন্যা, সুতরাং মালতী সকলের আদরের সামগ্রী। তাঁহার যাহা ইচ্ছা হয় তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতে কোনমতে ত্রুটি হইবার সম্ভাবনা নাই। আজ কাল যোগিনীর সহিত বেশ মিলিয়াছে, দিবা রাত্র কেবল পরিহাস লইয়াই আছেন।

মালতী। ঘুম কিসে হয় বল?

যোগিনী। কেন, তোমার কি হয়েছে?

মালতী। কেন, তুমি কি তা জান না!

“রাই বিরহিনী, দিবস যামিনী, যেন পাগলিনী, শ্যামের লাগি।
আমি অভাগিনী, তাহে বিষাদিনী, জাগিয়া যামিনী, দুঃখের ভাগী॥”

যোগিনী। তোমায় জাগিতে কে বলে?

মালতী। রাই পদ্মমুখী, বিরস সে আঁখি, দেখিয়া কি সখি,
থাকিতে পারি।
অবোধ নয়ন, প্রবোধ কথন, মানে না যখন, জাগিয়া মরি॥

মালতী হাসিতে লাগিলেন। যোগিনী অপ্রতিভ ভাবে কপট কোপ সহকারে বলিলেন :—“আ মরণ আর কি, তোমার মুখে ছড়া আর ধরে না যে!”

মালতী। মরিতে বাসনা বটে মরণ কি হবে।
আমি বা মরিলে সেই শ্যামে কে আনিবে ?

এসময় যোগিনীর আর অধিক পরিহাস ভাল লাগিল না, বলিলেন :—"দেখ মালতি, তোমার রঙ্গ ভঙ্গ রাখ আর ভাল লাগে না। তুমি ঘুমাইতে যাও ?"——এই কথা গুলি যোগিনী ঈষৎ বিরক্তি সহকারে বলিলেন দেখিয়া মালতী একটু গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া বলিলেন :—" না, আর আমি কোন কথা বলিব না। কিন্তু ভাই তুমি এত রাত্রে কোথায় যাইতেছিলে ?"——

যোগিনীর মুখ বিবর্ণ হইল, চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল আর থাকিতে পারিলেন না, মালতীর হস্তধারণপূর্ব্বক অতি বিনম্র স্বরে বলিলেন :—"ভাই মালতি! তুমি কি রাগ করিলে ? আমার মন এত উদ্বিগ্ন হইয়াছে, যে ভাল কথাও মন্দ হয় কোন কথাই ভাল লাগে না। কখন্ কাহাকে কি বলি তাহারও কোন ঠিক নাই। ভাই রাগ করিও না। এস আমার ঘরে এস।" মালতীর হস্তধারণ পূর্ব্বক যোগিনী নিজ প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইলেন। যোগিনীর আর যাওয়া হইল না। তিনি আজ এই নিশীথযোগে গোপনে পলায়ন করিতেছিলেন। কিন্তু মালতীর জন্য তাঁহার আজ আর যাওয়া হইল না। মালতীর হস্তধারণ পূর্ব্বক শয্যায় বসাইলেন। মালতীর মুখে আর কোন কথা নাই—তিনি ম্রিয়মানা হইয়া বসিয়া রহিলেন।

যোগিনী মালতীকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন :—মালতী বলনা ভাই কি ছড়া বলিতেছিলে ?—

মালতী। আর ভাই আমার কথা তোমায় ভাল লাগিবে কেন ভাই।

যোগিনী। না ভাই রাগ কর কেন ভাই।

যোগিনী জানিতেন যে মালতী বড় অভিমানী তাই তিনি মালতীকে এত মিষ্ট কথা বলিয়া সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

মালতী। তোমার মন পাওয়া ভার।

যোগিনী এই অবসরে মালতীর সহিত পরিহাস আরম্ভ করিয়া দিলেন বলিলেন :—"আমার মন তুমি পাবে কোথা, আমার মন কি আমার নিকটে আছে ?"

মালতী। তাই বল, আমি যা বলি তাই বল ?

"কোন মহাজন, গোপনে হরণ, করিল ও মন, দেখিব তাহায়।
বাঁধি প্রেমডোরে, ধরিয়ে তাহারে, বন্দি করে তারে, রাখিব হিয়ায়।"

যোগিনী। দেখ দেখি তোমার ছড়াগুলি কেমন মিষ্ট লাগে।

"তোমার মনের মত এবার হইয়াছে বুঝি, তা চল না, তাঁহাকে ভাল করে বেঁধে আনি। আর এক কথা তুমি বাঁধিবে, না আমি বাঁধিব?

যোগিনী। সে কথা পরে হইবে।'

মালতী এবার যো পাইয়া, বলিলেন ভয় নাই আমি বাঁধিব না। আর পরের ধন আমিই বা বাঁধিব কেন ভাই? কিন্তু——"

যোগিনী। কিন্তু কি ভাই বল না?

মালতী। না এমন কিছু নয়।

"তবু"—

মালতী। তবু তুমি কি তা সব খুলে বলিবে?

"কোন্ কথা ভাই তোমার নিকটে গোপন করি?"——

মালতী। আচ্ছা বল দেখি যদি তাঁহাকে পুনরায় বাঁধিতে হইবে তুমি মনে জান, তবে তুমি কোন প্রাণে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে?—

"সে অনেক কথা,"—

মালতী। তাইতো বলি তুমি সে সব কথা খুলে বলিবে না।'

যোগিনী। না ভাই বলি শোন:—যখন তিনি যান তখন আমার সহিত তিনি তো দেখা করেন নাই।

"এই পর্য্যন্ত"?——

যোগিনী। আর কি ভাই?—আর সমস্ত কথা আমি তো সব জানি না; সংসারে তাহার সহিত কি জন্য বিবাদ হইয়াছিল সেই কারণ।

মালতী। আচ্ছা সে সব কথা থাক। যাবার সময় তোমার সহিত তিনি দেখা করিলেন না কেন?

যোগিনী। যাইবার সময় তিনি তো আর বাড়ীর ভিতরে আসিতে পারিলেন না। বহির্বাটী হইতেই অমনি চলিয়া গেলেন।

এইরূপ নানারূপ কথা বার্ত্তার পর মালতী বলিলেন:—"ভাল কথা, তুমি আজ কোথায় যাইতেছিলে ভাই?"

যোগিনী। সে কথা আর কি তোমায় বলিব ভাই। গয়ারাম ভট্টাচার্য্য তো অদ্যাবধি প্রত্যাগমন করিলেন না; বলিয়া গেলেন এক সপ্তাহের মধ্যে আসিব। তা কৈ ভাই এলেন কৈ।—তাঁহার সহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বর্দ্ধমানে দেখা হইয়াছিল। তিনি যদি সেখান হইতে চলিয়া যান; তাহা হইলে আবার কোথায় তাঁহার দেখা পাইব। এই চিন্তায় আমার প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, তোমাকে অধিক আর কি বলিব ভাই। সেই কারণ এই রাত্রেই তাঁহার উদ্দেশে যাইতেছিলাম।

মালতী। কাহাকেও না বলিয়া! আমি যদি না দেখিতে পাইতাম তাহা হইলে তো আমার সহিত আর দেখা করিতে না। ছি ভাই! একাজ তোমার ভাল হয় নাই। আর যদি যাও আমাকে বলিয়া যাইতেই বা তোমার কি এত কষ্ট হইত। এই বুঝি তুমি আমায় বড় ভাল বাস?—

যোগিনী। তোমায় বলিলে তুমি আমায় সহজে ছাড়িবে না বলিয়াই।

মালতী। না ছাড়ি আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেই বা তোমার ক্ষতি কি?——

যোগিনী। না ভাই তা কি হয়! তোমার জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় তাহা হইলে কি মনে করিবেন?—আর তুমি আমার সঙ্গে থাকিয়া কেন মিছে কেবল দুঃখের ভাগী হইবে। আমি যে কত কষ্টে আছি তা তো তুমি জান না:—অনাহারে রাত্র জাগরণে কালযাপন করা কি তোমার ও শরীরে সহ্য হইবে?”—যোগিনী অনেক রকমে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কোন মতে মালতীকে নিবারণ করিতে পারিলেন না; পরে অগত্যা স্বীকৃতা হইলেন।

নিশা প্রায় অবসান হয়, এমন সময়ে মালতী বলিলেন:—“আর আজ তো গেল—কল্য তবে যাবে তো?”

যোগিনী। কল্যই বা কি করিয়া যাওয়া হয়? যখন এত দিন রহিয়াছি তখন আর দুই দিন থাকিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আগমন প্রতীক্ষা করিলে ভাল হয় না?

মালতী। হাঁ, আমি তাহাই তো বলি। কিন্তু আমায় ভুলিও না।

যোগিনী ইহার আর কোন প্রত্যুত্তর দিতে পারিলেন না। মালতীকে

অত্যন্ত উদ্বিগ্ন দেখিয়া যোগিনী আরো বিপদে পড়িলেন। ভাবিতে লাগিলেন কিসে ইহার হাত হইতে নিস্তার পাইতে পারেন। ক্রমে প্রভাত হইয়া আসিতে লাগিল উভয়ে উঠিলেন, উঠিয়া নানারূপ কথাবার্ত্তায় দিবাভাগ যাপন করিলেন। পরে যামিনীর পালা এল, এদিকে যোগিনীরও চিন্তার পালা এল। মালতী নিজ কক্ষে শয়ন করিতে গেলেন। যোগিনীও গেলেন কিন্তু তিনি শুইলেন কি,—নিদ্রা গেলেন কি? শুইবে কে আর নিদ্রাই বা যায় কে?—আজ তিনি তাঁহাতে নাই। তাঁহার হৃদয় শূন্য—মন উদাস। শয্যায় অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন পরে যখন দেখিলেন যে সমস্ত লোক নিদ্রিত মালতীও নিদ্রিত তখন তিনি উঠিলেন; আবার কি ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ বসিয়া পড়িলেন, মনেমনে বলিতে লাগিলেনঃ—"মালতীকে পরিত্যাগ করাই আমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর বলিয়া বোধ হইতেছে। আমি চলিয়া গেলে মালতী উঠিয়া কি করিবে, আমায় কি বলিবে আমায় কি ভাবিবে? আর লইয়া যাওয়া তো কোন মতে বিধেয় নহে তবে এখন কি করি"—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সাহসসহকারে উঠিলেন—উঠিয়া আর কাহারও দিকে লক্ষ্য করিলেন না;—একবারে বহির্গত হইলেন, বহির্গত হইয়া দেখেন যে ভয়ানক অন্ধকার; কোন দিকে দৃষ্টি হয় না। তত্রাচ তিনি সাহসে ভর দিয়া আজ পলায়ন করিবেনই এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করা অবিধেয় বিবেচনায় তিনি দ্রুতপাদবিক্ষেপে প্রস্থান করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন—কিন্তু প্রতি পদে তাঁহার পদ স্খলিত হইতে লাগিল হৃদয় মুহুর্মুহু বিকম্পিত হইতে লাগিল। অনেক কষ্টে বাটীর বাহির হইলেন, কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু কোন দিকে যাইবেন এখন সেই চিন্তা। কিন্তু তথায় দাঁড়াইয়া চিন্তা করিলে কোন ফল দর্শিবে না; বরং বিপদ সংঘট হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তখন তিনি এক দিকে চলিলেন—অতি দ্রুত গতিতে চলিলেন—পথে কাহাকেও আর দেখিতে পাইলেন না। পরে অনেক দূরে যাইয়া বোধ হইল যেন কোন ব্যক্তি তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছে, তিনি তৎক্ষণাৎ ফিরিলেন কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না; কেবল একটা শৃগাল ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। কিন্তু তাহাতে তাহার অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। চতুর্দ্দিক ভাল করিয়া একবার দেখিলেন,

দেখিয়া আবার পূর্ব্ববৎ দ্রুতগতিতে চলিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে নিশা শেষ হইয়া আসিতে লাগিল। তখন তাঁহার পাদবিক্ষেপ সংযমিত করিয়া চলিলেন। আর সংযমিত না করিয়াই বা করেন কি? কম দূর তো আসা হয় নাই!—প্রায় চারি ক্রোশ হইবে।- আর চলিতে পারিবেন কেন? পা আর উঠে না তখন তিনি একটু বসিবেন মনে করিলেন, কিন্তু বসিবেন কোথায় তাহা দেখিতেছেন, এমন সময়ে চারি জন বিকট বেশধারী পুরুষ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। যোগিনী তো তৎক্ষণাৎ হতচেতন। এই চারি জন পুরুষ নবাবের শিবিরের সৈন্য। তাহারা প্রথমে যোগিনীর সৌন্দর্য্যরাশী বিলোকনে বিমোহিত হইয়াছিল, কোন শব্দ করে নাই। পরে আরও দুই এক জন করিয়া বহু লোকের সমাগম হইতে লাগিল। এইরূপ গোলমাল শুনিয়া একটি অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত যুবক তথায় আসিয়া সকলকে তথা হইতে বিদায় দিয়া যোগিনীকে বন্দী করিয়া শিবিরে লইয়া যাইতে আদেশ দিলেন; অনতিদূরেই সরাই। তথায় একটী যুবক নিদ্রা যাইতে-ছিলেন, যোগিনীর করুন ক্রন্দনে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তথায় আসিলেন। তিনিই কেবল নবীন যোগিনীর রোদনে ব্যাকুল হইলেন কিন্তু করিবেন কি? নতুবা সকলেই প্রায় যোগিনীর রূপে মুগ্ধ হইয়া প্রণয়ব্যঞ্জক শব্দ প্রয়োগ করিতেছিলেন। ক্রমে প্রভাত হইল। ইহাই বর্দ্ধমান সহর। অদূরেই সেই শিবির দেখা যাইতেছে। নবাবের সৈন্য সহর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এ সময়ে গৃহস্থগণ সবাই কম্পিত। দোকানদারগণ তো দোকান পাট একবারে বন্ধ করিয়া বসিয়া আছে। তবে বহু পীড়নের ভয়ে কেহ দোকান খোলে বটে—কিন্তু সর্ব্বদা থাকে না।

সরায়ে কয়েকজন লোক ভয়ে,ভয়ে অতি দায়ে পড়িয়া আছে।

সেই যুবক সরায়ে ফিরিলেন, ফিরিয়া দেখেন যে একটী রোরুদ্যমানা অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোক তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। তাঁহাকে অপরিচিত দেখিয়া তাঁহার সহিত কোন কথা কহিতে সাহসী হইলেন না। পরে স্ত্রীলোকটী আপনি বলিলেন:—"আপনার সহিত যে একটী সন্ন্যাসী ছিলেন, তিনি এখন কোথায় আছেন?"

যুবক। তিনি দুই দিন হইল পাটনা অঞ্চলে যাত্রা করিয়াছেন।—

"কবে ফিরিবেন ?"

"দুই এক দিবসের মধ্যেই।"

এই কথা শুনিয়াই স্ত্রীলোকটী উঠিয়া গেলেন, পাঠক মহাশয়! এই যুবককে আপনারা চিনিয়াছেন, কি? ইনি আপনাদের পূর্ব্বপরিচিত "বিজয়"।

বিজয় বিষম চিন্তায় পড়িলেন।—এই স্ত্রীলোকটী কে? আর তাঁহার এরূপ প্রশ্ন করিবার অর্থ কি? ইহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।—পরে আর একটী চিন্তা:—"যোগিনী"। যোগিনীর অসামান্য কান্তি তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে!—আরো ভাবিতে লাগিলেন:—যোগিনীকে উহাঁরা কি অপরাধে বন্দী করিলেন! আমাকে এখানে এখন তো থাকিতে হইবে, দেখা যাউক কি হয়। আর আমার দ্বারা যদি কোন উপকার হইতে পারে তাহা হইলে আমাকে অবশ্য কৃতার্থ জ্ঞান করিব। ভাল এখন এই স্ত্রীলোকটী কোথায় গেলেন, দেখা যাউক, এই বলিয়া যেমন উঠিবেন, অমনি তাঁহার পদতলে একখানা কাগজ ঠেকিল, তৎক্ষণাৎ তুলিয়া লইলেন। দেখিলেন ইহা একখণ্ড পত্রিকার ছিন্নাবিশিষ্ট, যাহাই হউক তাহা কি ভাবিয়া রাখিয়া দিলেন। পরে সেই স্ত্রীলোকটীর অনুসরণে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

A happy lover, who has come
    To look on her, that loves him well,
    Who lights and rings the gateway bell,
And learns her gone and far from home ;

He saddens, all the magic light
    Dies off atonce from bower and hall,
    And the place is dark and all
The chambers emptied of delight.

Tennyson.

আর এক নূতন চিন্তা।

মানবহৃদয় যতই কেন নিবিড় ঘোর চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকুক না, যতই কেন চিন্তার গাঢ় কালিমা স্তূপাকারে হৃদয়বক্ষে বিক্ষিপ্ত হউক না, তাহার মধ্য হইতে মধ্যে মধ্যে তদ্ সমুদায় বিলোড়িত করিয়া বিদ্যুতালোকবৎ এক একটী নূতন চিন্তা হৃদয়াকাশে সমুদিত হইয়া স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া করিতে থাকে; এ ক্রীড়া সুখের ভিন্ন আর কি হইতে পারে? এ ক্রীড়াতে সংপূর্ণ নূতনত্ব আছে; যাহাতে নূতনত্ব আছে, যাহাতে নূতন ভাব কিয়ৎ পরিমাণে বিকাশ করিয়া থাকে, তৎপ্রতি হৃদয় স্বতঃই প্রধাবিত হয়; ইহা একটী প্রকৃতি গত প্রবৃত্তি। সেই প্রবৃত্তি-পরতন্ত্র মানবপ্রাণ এই লীলাময় নিখিল জগতে দুঃসহনীয় কঠোর যন্ত্রণার অধীন হইয়াও লীলা খেলা সমাপ্তি করিতে সমধিক সাহস গ্রহণে পরাঙ্মুখ হয়। নতুবা আজ কোনকালে সেই প্রিয়জন-বিরহ বিদগ্ধ ও ইহ সংসারাবলম্বন-বিরহীত বিজয়ের দেহযষ্টি বিজনারণ্যে বিচরণ করিতেও বিরত থাকিত, কোন কালে ইহ সংসার হইতে অনন্ত অবসর গ্রহণে অগ্রসর হইত। কিন্তু চিন্তা—মানবমুগ্ধকারী চিন্তা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া তাঁহার হৃদয়ে নানারূপ সুখের ছবি নানা বর্ণে অঙ্কিত করিতে লাগিল, নানা

প্রকার আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিল। চিন্তার ক্রিয়া অনন্ত, চিন্তার গতি বিচিত্র :—কখন বা ভীষণ মূরতি ধারণ পূর্ব্বক নৈরাশ্যের অন্ধতম অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে, কখন বা অতুলনীয় মহিনী মূর্ত্তি ধরিয়া অতুল সুখের আস্পদ নন্দনকাননে বিচরণ করায়। চিন্তা অবিচ্ছিন্নভাবে হৃদয় অধিকার করিয়া থাকে; মুহূর্ত্তের তরে হৃদয় হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না, কি সম্পদে, কি বিপদে, সকল সময়ে সমভাবে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া রাখে; সুতরাং চিন্তা চিরসঙ্গিনী। এ সঙ্গিনীর ক্ষণ-বিচ্ছেদ কি কখন কোন মানব-প্রাণ সহ্য করিতে পারে? সকলের বিচ্ছেদ সহ্য করা যায়, প্রিয়তর প্রাণ-প্রতিমা প্রিয়ার বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারা যায়, সংসার-সুখ-বর্দ্ধন পুত্রের বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারা যায়, কিন্তু চিন্তার ক্ষণবিচ্ছেদে আমরা এক মুহূর্ত্তের জন্য জীবন ধারণে সক্ষম হইতে পারি কি না বলিতে পারি না। চিন্তার বিচ্ছেদের কাল নির্দ্দেশ করিতে গেলেই মন নিশ্চল নিষ্পন্দ হইয়া আইসে, হৃদয় জড়পিণ্ডবৎ হইয়া যায়। দেহ হইতে প্রাণের বিচ্ছেদকালেই চিন্তার বিচ্ছেদ সম্ভব; কিন্তু তাহাতেও মতের অনেক বৈলক্ষণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। চিন্তার বিচ্ছেদ নাই; কিন্তু চিন্তাই আবার সুখের মূল কারণ।

পাঠক মহাশয়! যদি এস্থলে আপত্তি উত্থাপন করেন যে যাহার বিচ্ছেদ নাই, যাহা সমভাবে সকল সময়ে সঙ্গে সঙ্গে থাকে তাহাতে আবার সুখ কি, তাহাই আবার কেমন করিয়া সুখের মূল কারণ হইতে পারে? তদুত্তরে আমরা বলি :—এ সঙ্গিনী এক বেশে এক মূর্ত্তিতে কখন থাকে না; প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে; যে মূর্ত্তি আপনি বর্ত্তমানে মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া পরিশ্রান্ত হইলেন, তৎক্ষণাৎ সে মূর্ত্তি আপনার দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইয়া আবার নূতন মূর্ত্তি নূতন বেশে আবির্ভূত হইল। আপনার হৃদয়পটে এইরূপে প্রতি মুহূর্ত্তে রূপান্তর ধারণ করিয়া এই চিরসঙ্গিনী চিন্তা নানা বর্ণে সুখের ছবি অঙ্কিত করিতে থাকে। আর ভবিষ্যৎ বা অতীত আপদ বা সম্পদ লইয়া অনুশীলন করাই যদি সুখ ও দুঃখ হয়, তবে চিন্তা ভিন্ন আর কে সুখের কারণ হইতে পারে? আবার বলি যাহাতে যত পরিমাণে সুখ আছে তাহাতেই আবার তত পরিমাণে দুঃখ

আছে। মানব-জীবন যে সুখ দুঃখ বিমিশ্র তাহার কারণ আর কিছুই নহে কেবল চিন্তা। চিন্তা সুখেরও আছে, দুঃখেরও আছে। এই চিন্তার স্রোতে বিজয় নিয়ত ভাসিয়া বেড়াইতেছেন, কোথায়ও আর কূল কিনারা পাইতেছেন না। তাঁহার এ বিপদের একমাত্র বন্ধু সেই সন্ন্যাসী আজ প্রায় দুই মাস বিজয়ের নিকটে নাই। বিজয় এখন কোথায় আছেন পাঠক মহাশয় তাহা জানেন কি?—বিজয় সেই বর্দ্ধমানের সরাইয়ের একটী অপ্রশস্ত গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া একাকী বসিয়া আছেন। সন্ন্যাসী যাইবার কালীন বলিয়া গিয়াছিলেন যে তিনি এক মাসের মধ্যেই প্রত্যাগত হইবেন, তিনি যেন তাঁহার জন্য বর্দ্ধমানেই অপেক্ষা করিয়া থাকেন। এক্ষণে দুই মাস অতীত হইল, কিন্তু সন্ন্যাসীর আর দেখা নাই, কোন সংবাদও নাই; বিজয়ের এখন এই চিন্তাই প্রবল হইয়াছে। তাঁহার পরামর্শ ব্যতিত বিজয় এক্ষণে আর কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার আসিবার আশাও অতীত হইল। সরাই গৃহে বিজয়কে একাকী পাইয়া চিন্তা নানারূপে তাঁহার সঙ্গে খেলা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। একটীর পর আর একটী মূর্ত্তি দেখাইতেছে:—কখন তাঁহার বৃদ্ধ পিতা মাতার স্নেহ উজ্জ্বল বর্ণে আঁকিয়া তাঁহার হৃদয়কে একবারে বিহ্বল করিয়া তুলিতেছে, কখন বা তাঁহার ভ্রাতার মুখ আঁকিতেছে, কখন বা তাঁহার প্রাণতুল্য প্রতিমা অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপিনী সহধর্ম্মিণীর সহাস্যানন দেখাইয়া তাঁহাকে প্রণয়রসে আপ্লুত করিয়া তুলিতেছে। এক্ষণে তিনি কি করিবেন তাহার কোন স্থিরতা করিতে পারিতেছেন না। ক্রমে বেলা অধিক হইয়া আসিতে লাগিল। সরাই অধ্যক্ষ সহসা তাঁহার ঘরের দরজা খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন:—"বেলা অনেক হইল আপনি আহারের আয়োজন করুন না?" এই কথাগুলি তাঁহার চিন্তার বড় ব্যাঘাত জন্মাইয়া দিল। তাঁহার আহারে তত ইচ্ছা নাই তবু উঠিলেন। উঠিয়া পাক করিতে বসিলেন, পাক করিতে বসিলেন বটে, কিন্তু তাহার মন পাক বিষয়ে আর কিছুই দেখিতেছে না, দেখিতেছে কেবল:—"ঐ স্ত্রীলোকটী কে, আর ঐ যোগিনীই বা কে?" অনেকক্ষণ পরে মনে মনে বলিতে লাগিলেন:—"আর ঐ স্ত্রীলোকটী সন্ন্যাসীর সংবাদই জিজ্ঞাসা করেন কেন?" এইরূপ নানারূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার পাক সমুদয় অন্যরূপ হইতে লাগিল। বিজয়ের

পাক সমাধান প্রায়, এক্ষণে বিজয় আহার করুন আর নাই করুন, তাহাতে আমাদের আর পাঠকেরই বা ক্ষতি কি? এক্ষণে পাঠক মহাশয়! চলুন সেই সন্ন্যাসী এখন কোথায় কি করিতেছেন দেখা যাউক। পাঠক মহাশয়! সন্ন্যাসীকে দেখিতে যাইবেন বটে কিন্তু যাইবেন কোথায়? আপনাদের স্মরণ থাকিতে পারে যখন বর্দ্ধমানে একটী যোগিনীকে নবাবের লোকেরা বন্দী করিয়া লইয়া যায় তখন বিজয়ের নিকট একটী রোরুদ্যমানা স্ত্রীলোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"আপনার নিকট যে সন্ন্যাসী থাকিতেন তিনি এখন কোথায় আছেন?"—তাহাতে বিজয় কি উত্তর দিয়াছিলেন তাহা আপনাদের মনে আছে কি?—তিনি বলিয়াছিলেন :—সন্ন্যাসী পাটনা অঞ্চলে গমন করিয়াছেন; সে কথা আপনাদের স্মরণ রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য, তা' না হইলে এখন সন্ন্যাসী কোথায় আছেন তাহাই বা আপনারা কি করিয়া জানিতে পারিবেন? আর বিজয়কে কিছু আপনারা জিজ্ঞাসা করিয়া যে সদুত্তর পাইবেন তাহারও তো কোন আশা দেখিতেছি না। কেন না এখন যেরূপ অবস্থা তাহাতে বিজয় আপনাদের কি উত্তর দিতে যাইয়া যে কি উত্তর দিবেন তাহাও বলিতে পারি না। সে যাহা হউক চলুন, এখন সন্ন্যাসীর উদ্দেশে পাটনা অঞ্চলেই যাওয়া যাউক। পাটনায় যাবেন বটে কিন্তু পাটনার অবস্থা এক্ষণে অতীব শোচনীয় :—নিয়মিতরূপে আর যথা স্থানে বাজার হাট বসে না, যথা সময়ে কৃষকেরা কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হইতে যায় না, ব্যবসায়ীদের ব্যবসা বন্ধ প্রায়। বালকেরা আর রাস্তা ঘাটে স্বচ্ছন্দে খেলা করিয়া বেড়ায় না। সকল গৃহস্থের গৃহে যথাসময়ে রন্ধন কার্য্য সমাধান করিতে স্ত্রীলোকেরা তৎপর দেখায় না; স্ত্রীলোকদিগকেই প্রায় দেখিতে পাওয়া ভার; তাহাতে তাহারা আবার তৎপর দেখাইবে! নেহাৎ দায়ে পড়িয়া যাঁহারা আছেন তাঁহাদের কার্য্য সময়াসময়ের আর কোন সাপেক্ষ করে না। এখন পাটনা সহরকে আর চেনা ভার। এমন পাটনা সহরে দ্বিপ্রহর বেলায় প্রচণ্ড রৌদ্রে সেই সন্ন্যাসী আর আমাদের সেই গয়ারাম ভট্টাচার্য্য মহাশয় হরগোবিন্দ বাবুর উদ্দেশে নানা স্থানে নানা লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া কোন সন্ধান না পাইয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া বেড়াইতেছেন। অনন্তর বেলা যায় যায় এমন সময়ে তাঁহারা উভয়ে

একটি দোকান মনস্থ করিয়া তথায় বিশ্রাম করিবার মানসে উপস্থিত হইলেন। উভয়ে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া কথা বার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। সন্ন্যাসী অতি কাতর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন:—"ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আপনি তাঁহার এখানে অবস্থিতির সংবাদ কিরূপ পাইয়াছিলেন?"

ভট্টাচার্য্য। কাহার? কর্ত্তার? কর্ত্তার সংবাদ আমি তো ঠিকই পাইয়াছি?

সন্ন্যাসী। যদি ঠিক পাইয়াছেন তবে তাঁহার কোন উদ্দেশ পাইতেছেন না কেন?"

এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে এমন সময়ে সেই দোকান ঘরের ভিতর হইতে একটী ভদ্রলোক আসিয়া সোৎসুক চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন:— "আপনারা কোথা হইতে আসিতেছেন, আর কাহার উদ্দেশের কথা কহিতেছেন।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেদিকে বড় কর্ণপাত করিলেন না। সন্ন্যাসী তাঁহার প্রশ্নের ভাব বুঝিয়া অতি ব্যগ্রভাবে বলিলেন: "কেন মহাশয়? আপনি কি হরগোবিন্দ বাবুর কোন সংবাদ জানেন?" ভদ্রলোকটী বলিলেন:—"হাঁ, তিনি এই খানেই ছিলেন"। এই কথা বলিয়া কিছু ইতস্ততঃ করিতে করিতে যখন জানিতে পারিলেন যে ইহাঁরা হুগলী হইতে আসিতেছেন তখন বলিলেন:—"তিনি আপনারই অনুসন্ধানে এস্থানে আসিয়াছিলেন বটে; আমার সহিত তাঁহার বিলক্ষণ আলাপ হইয়াছিল, পরে এখানে আপনার সন্ধান না পাইয়া এক্ষণে তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। আপনি আর এখানে বেশী বিলম্ব করিবেন না, গৃহে যান।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাতেই অনুমোদন করিলেন; পরে সন্ন্যাসীকে সমভিব্যাহারে লইয়া হুগলী প্রত্যাবর্ত্তন করিবার মানসে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কিয়দ্দূর আসিয়া সন্ন্যাসী কি ভাবিয়া তাঁহার বস্ত্রমধ্য হইতে এক খণ্ড কাগজ—পূরা এক খণ্ড নয়, বাহির করিয়া একটী বৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। পড়িয়া কিছু অমনস্ক হইলেন আবার সেই ছেঁড়া কাগজখানি পড়িলেন:—

"হৃদয় দেব!—

আপনার পবিত্র প্রেমপূরিত মূর্ত্তিখানি এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে রাখিয়া দিবস

রজনী পূজা করিবার মানসে যোগিনী বেশে বাহির হইয়াছি। এই যোগিনী বেশেই যেন আমার এ জীবনের অবশিষ্ট দুর্ব্বহকাল পর্ব্বতে পর্ব্বতে অরণ্যে অরণ্যে আপনার মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে ক্ষেপন করিতে পারি এমন আশীর্ব্বাদ করুন। স্বামীন্! এ দুঃখিনী আপনার চরণে কি অপরাধে অপরাধিনী, যে আমাকে আপনার শ্রীচরণ দর্শন হইতে বঞ্চিত করিলেন? যদিও আমি বলপূর্ব্বক আপনার মূর্ত্তি অন্তরে রাখিয়াছি, অন্তরে বলপূর্ব্বক রাখিয়া পূজা করিয়া এক অপূর্ব্ব সুখানুভব করিতেছি, তত্রাচ যাইবার কালীন্ এ——দর্শন দিলেন না! নাথ! আ——আপনি এখন যেখানেই—আমাকে ভালই——ঐ শ্রীচরণ——না—প্র——"

সেই ছিন্ন পত্রখানির এক পৃষ্ঠায় এই পর্য্যন্ত পড়িয়া আবার তাহার পর-পৃষ্ঠা পড়িতে লাগিলেন!

"কাঙ্গালিনী হইতে বোধ হয় আপনি কোন আপত্তি করিবেন না। আপনার একবার দে——পাইলে, আপনার মূর্ত্তি——হৃদয় পটে——আমি বনে বনে নিরী——পারিব; অধিক না, আপনা——"

পত্র পাঠ এই পর্য্যন্ত শেষ করিলেন। সমস্ত পত্রখানি তবু পড়িতে পাইলেন না, তাহাতেই মন যারপর নাই চিন্তাকুল হইল। মনে মনে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে কত তিরস্কার করিতে লাগিলেন যে, তিনি কেন এমন পত্রখানি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করেন নাই। এ পত্র কোথাকার পাঠক মহাশয়ের নিকট তাহা আর বোধ হয় অবিদিত নাই। সেই যোগিনীই এই পত্রখানি ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে দিয়াছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ (এক্ষণে কাহার দুর্ভাগ্য বলিব, আমাদের, না যোগিনীর, বা সন্ন্যাসীর) যাহাঁরই হউক দুর্ভাগ্যবশতঃ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট সেই পত্রখানি কুশলে অক্ষত শরীরে আর থাকিতে পারে নাই। অনন্তর সেই গৃহাশ্রম ও ভোগবিলাস পরিত্যাগী সন্ন্যাসীর মনের ভাব ভিন্নতর হইয়া উঠিল। আর তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন; "এক্ষণে আপনি বরাবর আমাকে নরহরি ঘোষালের বাটীতে লইয়া চলুন"—এই কথাগুলি সেই সন্ন্যাসী অতি বিনিতভাবে কাতর স্বরে বলিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় উত্তর করিলেন:—"আপনাকে সেই খানেই লইয়া যাইব, তিনি

অনেক অনুরোধ করিয়া দিয়াছিলেন; পত্রখানা আপনার পাঠ হইয়াছে কি?" সন্ন্যাসী মনে মনেই বলিতে লাগিলেন :—"হ্যাঁ পাঠ হইয়াছে, পাঠ করিবার মত করিয়া রাখিয়াছিলেন খুব"।—এই স্থলে বলা আবশ্যক সেই ছিন্ন পত্রখানি পাঠ করিয়া সন্ন্যাসী তাহার মর্ম্ম গ্রহণে সম্যক সক্ষম হইয়াছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় আবার বলিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন :—"আপনার অবশ্য তাঁহার সহিত একবার দেখা করা প্রয়োজন হইতেছে, তাহাতে আপনি যাহাই বলুন। তিনি কিন্তু খুব স্বাধ্বী বটে। মেয়ের অত সাহস তো আমি কোথায়ও দেখি নাই।" এরূপ তো ভট্টাচার্য্য আপন মনেই আর কত কি বলিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী সে সব কথায় তত কান না দিয়া বলিলেন :— "আপনি তাহাকে কিরূপ দেখিয়া আসিয়াছিলেন, শারীরিক সুস্থ তো?",—

ভট্টাচার্য্য উত্তর করিলেন—"তাঁহাকে চেনা ভার, যেন সাক্ষাৎ গৌরী, সে এক অপূর্ব্ব বেশ কত কথাই আমাকে বলিলেন"—ভট্টাচার্য্যের কথার স্রোত আর দেখে কে?—সন্ন্যাসী আর কোন কথা না কহিয়া তথায় যাইবার সংকল্পে দ্রুতচলিতে লাগিলেন। দ্রুত চলিলেই কি শীঘ্র যাইতে পারিবেন? ক্রমে রাত্রী এক প্রহর অতীত হয় প্রায়। সেই রাত্রী সেই স্থানে কোন দোকানে থাকিয়া যাপন করিবার মানসে তদুদ্দেশে ব্যস্ত হইলেন। এখনকার মত তখন ভাল বাসা বা উপযুক্ত সরাইয়ের বড় অভাব ছিল। কোন দোকানে, অথবা কোন গৃহস্থের ঘরে যদি দয়া করিয়া কেহ স্থান দিতে স্বীকৃত হন্; তবেই নতুবা বিষম বিপদের সংপূর্ণ সম্ভাবনা। রাস্তাঘাটে দস্যুভয়ে লোক দিনভাগে যাইতেও সদা শঙ্কিত।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় সন্ন্যাসীকে লইয়া নরহরি ঘোষালের বাটীতে আসিলেন। পথে আর কোন রকম বিপদপাত হয় নাই তাহাই মঙ্গল। আর ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে নরহরির বাটী চিনিয়া আসিতে পারিয়াছেন তাহাতে তাঁহার বাহাদুরি আছে বলিতে হইবে। পাঠক, সন্ন্যাসীকে এইবার একবার দেখুন তিনি কেবল অন্দর দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বহির্বাটীতে বসিয়া আছেন, বহির্বাটীতে বসিয়া আছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার মন আর তাঁহার কাছে নাই; সেই ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে অন্দরে প্রবেশ করিয়াছে। অনন্তর ভট্টাচার্য্য মহাশয়

প্রত্যাগত হইয়া সন্ন্যাসীকে যাহা শুনাইলেন তাহাতে আর সন্ন্যাসী স্থির থাকিতে পারিলেন না, চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন, সে সন্ন্যাসীতে আর সন্ন্যাসী নাই, তাঁহার হৃদয়ের ভিতর যে কি রকম করিতেছে তাহা আমরা কেমন করিয়া জানিব, তিনিই জানেন, আর তাঁহার অন্তরই জানে। আশা মনুষ্যকে কি না করিতে পারে। আজ, কিছুদিন পূর্ব্বে যিনি অরণ্যচারী সন্ন্যাসী ছিলেন, তাঁহাকে এক্ষণে সামান্য বালকের ন্যায় অধৈর্য্য করিয়া তুলিল।

এতক্ষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে এত বাজে কথা কহিতেছিলেন তাহা শুনিতে তত বিরক্ত হইতেন না, এক্ষণে ভট্টাচার্য্যের কোন কথাই সন্ন্যাসীকে ভাল লাগিল না। ভট্টাচার্য্যের কথা এক্ষণে তাঁহার পক্ষে বিষবৎ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ভট্টাচার্য্য যখন বলিলেন :—"তিনি এখানে নাই; এক মাস হইল এক রাত্রীকালে কোথায় পলায়ন করিয়াছেন তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই'। এই সকল কথা যে সময়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে সেই সময় হইতেই ভট্টাচার্য্যের আর কোন কথা তাঁহার ভাল লাগিল না। পরে নরহরি ঘোষাল বাটী আসিলেন, আসিয়া সন্ন্যাসীর পরিচয় গ্রহণপূর্ব্বক, তাঁহাদের সহিত হুগলী পর্য্যন্ত যাইতে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য্য তাহাই স্বীকার করিলেন। সন্ন্যাসী আর ভাল করিয়া কোন কথা কহিলেন না, আপন মনেই আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাহাদের বাটীর সেই মালতীও সেই সঙ্গে গিয়াছেন। সুতরাং নরহরি ঘোষাল স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী আর বাটী যাইবেন না। ভট্টাচার্য্য ও নরহরি কত অনুনয় করিতে লাগিলেন কাহারও কথা শুনিলেন না। অবশেষে স্বীকার করিলেন যে তিনি তাঁহাদের জন্য বর্দ্ধমানে আর এক মাস কাল অপেক্ষা করিয়া থাকিবেন। ভট্টাচার্য্য এক্ষণে অগত্যা নরহরি ঘোষালকে লইয়া হুগলী যাত্রা করিলেন।

সন্ন্যাসী ভগ্নহৃদয়ে ধীরে ধীরে বর্দ্ধমান দিকে চলিলেন। এক্ষণে সামান্য পথ তাঁহার পক্ষে অধিক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পাটনা হইতে আসিবার কালীন যে কত পথ চলিয়াছিলেন তাহাতে তত কষ্টবোধ করেন নাই;

এক্ষণে এক পদ চলিতে তাঁহার যথেষ্ট কষ্টবোধ হইতেছে। আর চলিতে পারিতেছেন না, কত বার রাস্তার ধারে বসিতে লাগিলেন। ক্রমে রজনী আসিয়া উপস্থিত। তিনি হতাশপ্রাণে এক্ষণে একটী বৃক্ষমূলে আশ্রয় গ্রহণ মানসে অদূরে চলিলেন। তথায় যাইয়া দেখেন একটী অল্প বয়স্ক সুন্দর যুবক বসিয়া আছেন। তিনি সন্ন্যাসীকে সমীপগত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান এবং শশব্যস্তে প্রণিপাত হইলেন। সন্ন্যাসী যুবককে আশীর্ব্বাদ করিয়া তথায় বসিয়া পড়িলেন। যুবক সন্ন্যাসীর সেবার নিমিত্ত তৎপর হইলেন। সন্ন্যাসী অন্য দিন তাঁহাকে এত ব্যস্ত হইতে দেখিলে অবশ্য নিষেধ করিতেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার আর আপত্তি করিতে তত ইচ্ছা হইল না। যুবক তাঁহাকে প্রগাঢ় ভক্তি করিতে কোনক্রমে ক্রটী করিলেন না। ক্রমে রজনী গভীরা হইয়া আসিল। যুবক তাঁহার উষ্ণীষ উন্মোচন পূর্ব্বক সন্ন্যাসীর শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন।

সন্ন্যাসী শয়ান হইয়া যুবকেব সহিত কথা কহিবার মানস প্রকাশ করিতে না করিতেই যুবক তৎসন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া অতি বিনিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন :—"মহাশয়ের আর কিছু কি প্রয়োজন আছে?"

সন্ন্যাসী এতক্ষণ পরে বলিলেন :—"আমার নিমিত্ত এত ব্যস্ত হইতেছেন কেন?——"

অনন্তর যুবক সন্ন্যাসীর সহিত নানারূপ কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। যুবকের প্রত্যেক কথা সেই সন্ন্যাসী সন্নিধানে থাকিবার ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে লাগিল। সন্ন্যাসীও যখন জানিতে পারিলেন যে এ যুবকের, বাটীও হুগলী অঞ্চলে, তখন আর তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। অগত্যা পরদিন যুবককে সমভিব্যাহারে লইয়া সন্ন্যাসী বর্দ্ধমানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ সময়ে, বর্দ্ধমানে নবাবের সৈন্যদল মধ্যে একটা মহা হুলস্থূল বাধিয়া গিয়াছে। আর দুই দিবস মধ্যে বর্দ্ধমানের শিবির হইতে, সৈন্যগণ মহারাষ্ট্রীয়দিগের উৎপীড়ন নিবারণার্থে প্রেরিত হইবে। ঐ শিবিরের যিনি অধিনায়ক তাঁহার যাইবার ইচ্ছা নাই। তিনি যুবা, তাঁহার সাহস ও বীর্য্যের অভাব নাই সত্য। কিন্তু কি জানি তাঁহার এখন আর সমর সজ্জার তত স্পৃহা নাই। সুতরাং তিনিই অপরাপরকে প্রেরণ করিবার মানস প্রকাশ

করিয়াছেন। সেই জন্য সকলেই প্রায় তাঁহার বিপক্ষে মন্ত্রণা করিতে আরম্ভ করিল। সুতরাং সে সময়ে সেই শিবির মধ্যস্থ সমস্ত সৈন্যগণ স্ব স্ব প্রাধান্য বিস্তারে তৎপর ; কেহ কাহাকেও মান্য করে না। ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে কেহ আর কুণ্ঠিত হয় না। সন্ন্যাসী সেই যুবককে লইয়া রাত্রী এক প্রহর অতীত এমন সময়ে বিজয়ের সাক্ষাৎ পাইলেন। বিজয় একটী সামান্য দোকান ঘরে শুইয়া আছেন, তাঁহার নিদ্রা নাই। বলিতে গেলে নিদ্রা তাঁহার নিকট হইতে এককালীন বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছেন। সন্ন্যাসীর স্বর শুনিবামাত্র শয্যা পরিত্যাগ করিতে ক্ষণমাত্র আর বিলম্ব করিলেন না একবারে বাহিরে আসিয়া সন্ন্যাসীকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। পরে সন্ন্যাসী অনেকক্ষণ পরে বিজয়কে প্রদীপ প্রজ্জলিত করিতে অনুরোধ করিলেন। সন্ন্যাসী অনেকক্ষণ বিজয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বিজয় কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। পরে সন্ন্যাসী সেই যুবকের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন :—"বিজয়! ইহাঁকে জানেন?" বিজয়ের দৃষ্টি এইবার সেই যুবকের দিকে নিপতিত হইল। যুবকের দৃষ্টিও সেই বিজয়ের মুখে নিহিত রহিল। একটু পরেই যুবক মুখ নত করিলেন ; আবার কি ভাবিয়া দেখিতে লাগিলেন। বিজয় বহুক্ষণ ধরিয়া দেখিলেন, দেখিয়া বলিলেন :—"কৈ আমার তো কিছুই স্মরণ হইতেছে না।" এই কথা বলিয়াই সেই যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন :—"আপনার নিবাস কোথায় মহাশয়?" যুবক একটু হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন :—"আমার নিবাস পূর্ব্বে হুগলীতে ছিল এক্ষণে কলিকাতায় থাকিতাম। কিন্তু আমার বোধ হইতেছে আপনাকে আমি কোথাও দেখিয়া থাকিব।"

বিজয়। কোথায় আমাকে দেখিয়াছেন বলুন দেখি।

যুবক। হুগলীতেই,—হুগলীতেই আমাদের পূর্ব্বনিবাস নিবন্ধন আমার তথায় প্রায় যাতায়াত আছে। আপনাকে আমি অনেকবার দেখিয়াছি আমার বেশ স্মরণ হইতেছে। আপনার নাম তো বিজয় বাবু? আপনি আমায় চেনেন না। আমি আপনাদের বেশ জানি।

যুবক অনেক কথাবার্ত্তার পর বিজয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন :—"আপনার পরিবারবর্গ এখন কুশলে আছেন তো?" এইবার বিজয়ের মুখ বিবর্ণ হইয়া

আসিল নয়নে জল দেখা দিল। যুবক তদৃষ্টে কিঞ্চিৎ আক্ষেপ সহকারে বলিলেন :—"আমি যদিও আপনার বাটীতে দস্যু উৎপাতের কথা শুনিয়াছি তত্রাচ জিজ্ঞাসা করি আপনার পরিবারদের কোন শারীরিক নিগ্রহ ঘটে নাই তো?" বিজয় বলিলেন :—"সম্পূর্ণ"।

অনন্তর বিজয় তাঁহার পরিবারবর্গের নিরুদ্দেশ যথাযথ সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীর ভাব ভিন্নতর হইল। তিনি মনে করিয়াছিলেন ঐ যুবক বিজয়ের অবশ্য কোন আত্মীয় হইতে পারেন। সেই আশাতেই তিনি এত যত্নসহকারে পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বিজয়ের নিকট এত শীঘ্র আনিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার আশা বিপরীত দেখিয়া আবার তাঁহার অন্তর আশাশূন্য হইল। সে যাহা হউক বিজয়ের সহিত অন্যান্য কথা কহিতে লাগিলেন। এস্থলে বলা বাহুল্য যে এই যুবক তাঁহাদের সংসর্গে থাকিবেন। আর তাঁহারাও তাঁহাকে যত্নসহকারে রাখিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

Sandford..............Think twice of this, dear lady.

Marg............I pray your spare me, Mr. Sandford,

And once for all believe, nothing can shake my purpose.

Charles Lamb.

পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনী।

নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর কূট মন্ত্রনা ভেদ করে কাহার সাধ্য? দুর্ব্বিনীত মহারাষ্ট্রীয় জেনারেল ভাস্কর পণ্ডিতের সংহার সাধন মানসে তিনি একটী ভয়ানক কূট জাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন এবং নানারূপ আশ্বাস বাক্যে তদীয় সেনাধ্যক্ষ মস্তাফাকে তাহার এরূপ নিষ্ঠুর কার্য্যে সহায়তা করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মস্তাফা কিছুতেই এরূপ গর্হিত

কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন না। ঠিক এই সময়ে বর্দ্ধমানে যে সমস্ত সৈন্য ছিল তাহারাও নবাব কর্ত্তৃক সুসজ্জিত হইতে আদিষ্ট হয়; কিন্তু তাহাদের অধ্যক্ষ কাশীম্ যে কোন মতে স্বীকৃত হন্ নাই তাহার কারণ আর কিছুই নয় কেবল মস্তাফা তাঁহাকে সুসজ্জিত হইতে বলিতে পারেন নাই। কাশীম যুবক, কাশীমকে মস্তাফা পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিয়া থাকেন, আর কাশীম ও মস্তাফার আদেশ ভিন্ন কোন কার্য্য করিতে সাহস করেন না। পরে কপটী আলীবর্দ্দী খাঁ আর ও ভয়ানক কপট জাল বিস্তার করিতে লাগিলেন ঃ— তিনি মস্তাফাকে বেহার প্রদেশ অর্পণ করিবেন এরূপ প্রতিশ্রুত হইলেন। ধন লিপ্সার অসাধ্য কিছুই নাই। রাজ্যাভিলাস মস্তাফাকে অন্ধ করিয়া তুলিল; তিনি অবশেষে তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু স্বার্থপর আলী-বর্দ্দী স্বার্থ সাধন করিয়া মস্তাফাকে তাঁহার প্রতিশ্রুত বেহার প্রদেশ প্রদান করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। মস্তাফা এক্ষণে ঘোর অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন এবং কোপ পরবশ হইয়া প্রকাশ্য সভায় তাঁহার পদত্যাগের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া এতদিনের সমস্ত বেতন দাওয়া করিলেন। আলীবর্দ্দী ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সপ্তদশ লক্ষ টাকা প্রত্যর্পণ করিয়া বিদায় দিলেন। তিনি পদত্যাগ করিয়া চলিলেন, এসংবাদ শুনিবা মাত্র তাঁহার অনুগত অন্যান্য সেনানিগণ ও তাঁহার সহিত যোগদান করিয়া পদত্যাগ করিলেন। তিনি এক্ষণে বহু সেনার অধিনায়ক হইলেন; সুতরাং এক্ষণে তিনি অনায়াসে আলীবর্দ্দীর সহিত সমরপ্রাঙ্গণে সাক্ষাৎ করিতে সম্যক্ সাহসী হইলেন। পরে রাজমহল ও মুঙ্গের প্রদেশে আপনার প্রাধান্য বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অদ্য সন্ধ্যার প্রাক্কাল হইতে মস্তাফা খাঁর সৈন্যগণ সমরসজ্জায় ব্যস্ত। মস্তাফা খাঁ একটী শিবির মধ্যে বসিয়া নানারূপ চিন্তা করিতেছেন। কত রকম অট্টালিকা শূন্যে নির্ম্মাণ করিতেছেন। চিন্তার কার্য্যই এই। অনন্তর অনেকক্ষণ পরে কি ভাবিয়া কাশীমকে ডাকিলেন। এস্থলে বলা বাহুল্য যে কাশীম ও বর্দ্ধমান হইতে সমস্ত অধিনস্থ সৈন্যগণ সমভিব্যাহারের মস্তাফা খাঁর সহিত রাজমহল প্রদেশে সংমিলিত হইয়াছেন। কাশীম মস্তাফার অতি প্রিয় পাত্র। কাশীমের সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়া কত কি পরামর্শ করিতে লাগিলেন। পরে

এক ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে আপনার সাক্ষাৎ নিমিত্ত একজন যুদ্ধবেশী সেনাধ্যক্ষ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান, অনুমতি করেন তো তাঁহাকে আপনার নিকট লইয়া আসি। মস্তাফা তৎক্ষণাৎ সেই সেনানায়ককে আনয়ন করিতে অনুমতি দিলেন। সাক্ষাৎ হইবা মাত্র দুই একটী কথা কহিয়া শিবিরের বহির্দ্দেশে গমন করিলেন। পরক্ষণেই সহস্র সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনায় শিবিরের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া ফেলিল। পরক্ষণেই মহাহুঙ্কারে নবাবের সৈন্যগণকে পরাস্ত করিয়া রাজমহল লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। সকল সেনাদল লুণ্ঠন করিতে বিব্রত এদিকে মস্তাফা খাঁর তাঁবুর অনতিদূরে একটী ক্ষুদ্র তাঁবুর ভিতর হইতে অনবরত রোদনধ্বনি শ্রুত হইতেছে। আসুন পাঠক!—এই সময় উহার ভিতর যাইয়া দেখা যাউক কে রোদন করিতেছে। এখন সকলেই লুণ্ঠন করিতে ব্যস্ত। কেহ আর নিকটে নাই। দেখুন্ চিনিয়াছেন কি? ইঁনই সেই আপনাদের পূর্ব্বপরিচিতা যোগিনী; যোগিনী অনবরত রোদন করিতেছেন। রোদন করিয়া তাঁহার চক্ষু স্ফিত হইয়াছে। এমন সময়ে দ্বারদেশে কিসের শব্দ হইল। যোগিনী রোদন বন্ধ করিলেন। আর না পাঠক! এই বেলা এস্থান হইতে প্রস্থান করুন আর এখানে এক মূহূর্ত্ত বিলম্ব করিবেন না। কি জানি কি হয় আমরাই আপনাকে সতর্ক করিয়া দিলাম। আপনাকে ইহার পরে না হয় যাহা যাহা ইহার ভিতর ঘটে সমস্ত যথাযথ শুনাইব, তাহার কোন চিন্তা করিবেন না।

সমর সাজে সুসজ্জিত রুধিরাক্ত কলেবর একটী নবীন যুবক ধীরে ধীরে আসিয়া সেই তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করিলেন; এই যুবককে এবেশে প্রবেশ করিতে দেখিয়া যোগিনী একবার আকাশ পাতাল ভাবিলেন। তৎক্ষণাৎ মন্ত্র মুগ্ধ সর্পিনীর ন্যায় দাঁড়াইলেন; দাঁড়াইয়া যুবকের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যুবক অতি ধীর বচনে বলিলেন:—"কেমন এখন মনস্থির করিতে পারিয়াছ তো?—" এই কয়টি কথা বলিয়াই যোগিনীর মুখের প্রতি দৃষ্টি করিলেন; দৃষ্টি করিয়া কিঞ্চিৎ বিরক্তি সহকারে বলিলেন:—"কি তুমি এখনও কাঁদিতেছিলে? এখনও তুমি নিজের মঙ্গল কামনা করিতে চাহনা? আপনার মৃত্যু যদি আপনি আহ্বান কর তাহা হইলে

তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, আমার কথা শুনিও না। নতুবা আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ বলিতেছি আমার কথা অমান্য করিও না।”

“যোগিনী ক্রন্দন মিশ্রিত স্বরে বলিলেন ঃ—মৃত্যু! মৃত্যুই এক্ষণে আমার পক্ষে মঙ্গল। মৃত্যুই এক্ষণে আমার এ যন্ত্রণা নিবারণের এক মাত্র ঔষধ, মৃত্যুই আমার কামনা, তাহাতে আমায় আবার ভয় কি দেখাইতেছ?”

“কাশীম!” ইনিই সেই বর্দ্ধমানের কাশীম।

কাশীম একটু নম্রস্বরে বলিলেন ঃ—তোমার ন্যায় মূর্খে স্ত্রীলোক আমি কোথাও দেখি নাই। তোমার ভালর জন্যই আমি তোমাকে এত করিয়া বুঝাইতে ছিলাম, তোমার নিজের ভাল বুঝ না? নিজের মঙ্গল কামনা করিতে চাহ না?——”

যোগিনী। আমার মঙ্গল কামনা আমি অবশ্য চাহি, অবশ্য জানি।

কাশীম। তাই তো তোমাকে বলি যে কে কোথায় নিজের স্বার্থ নষ্ট করিতে চাহে? তুমি একটু ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ দেখি যে আমি তোমায় ভাল বলিতেছি কি না। আমার কথা শুনিলে তুমি ভবিষ্যতে কত সুখী হইতে আশা করিতে পার কি না, তাহা একবার ভাব দেখি। আবার তোমায় বলি তুমি নিজের মঙ্গল কামনা করিতে এক মুহূর্ত্তের তরে ভুলিও না।

যোগিনী। অবশ্য তাহা কখন ভুলিব না; এখনও ভুলি নাই আর ভবিষ্যতে কখন না ভুলিতে সতর্ক থাকিব।

কাশীম। আচ্ছা তবে বল দেখি তুমি দিবারাত্র কাঁদ কেন?

যোগিনী। কাঁদি কেন, তাহা কি তুমি কিছুই জানিতে পারিতেছ না। এরূপ ভয়ানক কারাবাস যন্ত্রণা কি কখন সহ্য করিতে পারা যায়। চিরকালের জন্য বন্দী হইয়া থাকিতে পারি কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্য তোমার অসহ্য বাক্য-যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না, এক মুহূর্ত্তের জন্য তোমাকে আমার দৃষ্টিপথে রাখিয়া কালযাপন করা আমার পক্ষে অসহ্য যন্ত্রণা বলিয়া অনুভূত হইতেছে।

কাশীম। “না হয় আমি তোমার দৃষ্টিপথ হইতে সরিয়া যাই।”

যোগিনী কোন উত্তর করিলেন না। পরে কাশীম পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন ঃ—“হাঁ কারাবাস অত্যন্ত কষ্টকর বটে, কারাগারে তুমি এক মুহূর্ত্ত

থাকিতে পারিবে না তাহা আমি জানি, তুমি কারাবাসের কষ্ট কি সহ্য করিতে পার? আর আমারই কি ইচ্ছা যে তোমাকে এরূপ কষ্টকর কারাগারে বন্দী করিয়া রাখি, ইহাতে আমারই কি কষ্টবোধ হইতেছে না! তোমার বুদ্ধির দোষেই তো! তা না হলে আজ তুমি রাজ অটালিকায় কত সুখে দাস দাসী পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতে। কারাগার কি তোমার থাকিবার ঘর? আমার হৃদয়াগারে সযত্নে রাখিয়াও সুস্থির থাকিতে পারি না। সুন্দরি! তুমি কি——'

যোগিনী। আর না যথেষ্ট হইয়াছে। আমি করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আর ওরূপ বাক্যানলে আমায় দগ্ধ করিবেন না।

কাশীম। কেন আমার কথা কি তোমায় ভাল লাগিতেছে না? আমি তোমার ভালর কথা কি বলিতেছি না? তবে এই মাত্র বলিলে, যে তুমি তোমার নিজের হিতকামনা করিতে ভুলিবে না।

যোগিনী। কাশীম তুমি পাগল! তুমি পাগলের ন্যায় কথা কহিতেছ। আমার এক্ষণে মঙ্গল কি, আমার হিত কি, তুমি তাহা কি জান না? আমার এরূপ যন্ত্রণার অবসানই আমার মঙ্গল তাহা কি তুমি জান না?

কাশীম। আমি অবশ্য তোমাকে এক্ষণই মুক্ত করিয়া দিতেছি। তোমাকে কষ্ট দেওয়া কি আমার ইচ্ছা? তোমাকে আমি অতুল সুখে রাখিব।

যোগিনী। আমি সেরূপ মুক্তির প্রার্থনা করি না সেরূপ মুক্তির প্রার্থনার কথা শুনিলে ঘৃণায় প্রাণ অস্থির হয়। কাশীম! তুমি নির্ব্বোধ; এরূপ বাসনা অন্তরে তিলেকের তরে স্থান দিও না। যতদিন আমাকে জীবিত দেখিতে পাইবে ততদিন, ততদিন কাহার সাধ্য এ অঙ্গ স্পর্শ করে তাহা তুমি বেশ জানিবে। তুমি।——

কাশীম। তবে তুমি নিশ্চয় জানিও যে তোমার মৃত্যু অতি সন্নিকট।

যোগিনী। তাহাই তো আমার একান্ত প্রার্থনীয়।

কাশীম। প্রার্থনীয় বটে। কিন্তু তুমি ইহা জানিও যে তুমি এক্ষণে সম্পূর্ণ আমার আয়ত্তাধীন তুমি জানিয়া কথা কহিও। আমি তোমাকে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারি।——

যোগিনী। বিলক্ষণ জানি।——

কাশীম্। যদি জান, তবে বৃথা কেন বাক্‌চাতুরী কর। যা'—বলি তা' শুন। আমার অবাধ্য হইও না। আমার অবাধ্য হইলে তোমার দুর্গতির একশেষ হইবে।

যোগিনী। একশেষ হইবার আরবাঁকি কি আছে?——

কাশীম্। বাঁকি যা' আছে তাহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না? তুমি আমার সম্পূর্ণ বশে আছ আমি অনায়াসে তোমার উপর বল প্রকাশ করিতে পারি, তাহাতে আর কেহ কোন আপত্তি করিতে পারে না তাহা তুমি বেশ বুঝিতে পার তো?——

যোগিনী। হ্যাঁ তা' বুঝিতে পারি বটে; কিন্তু,——কাশীম্! তুমি ইহা বেশ জানিও যে আমার দেহে প্রাণ থাকিতে আমার উপর বল প্রকাশ করে এমন বলীয়ান তো কাহাকেও এখানে দেখিতেছি না, তোমার যুদ্ধের।——

কাশীম্। কি আমার সম্মুখে এতদূর অহঙ্কারের কথা! যে আজ আলীবর্দ্দীর শত-সহস্র সুশিক্ষিত সেনা বিদলিত করিয়া রণপ্রাঙ্গণে বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান্ করিয়া প্রত্যাগত হইয়াছে তাহার সম্মুখে এতদূর স্পর্দ্ধার কথা কখনই সহ্য হয় না। বহু যত্নে তোকে আমি রক্ষা করিয়া আসিতে ছিলাম, কিন্তু আর কোন মতে তুই রক্ষা পাইলি না, এই বলিয়া কোষ হইতে রুধিরাক্ত শানিত তরবার নিষ্কাসিত পূর্ব্বক যোগিনীকে লক্ষ্য করিয়া উত্তোলন করিলেন। যোগিনী ভয়ে নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কাশীমের মুখের দিকে চাহিলেন; চাহিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার সংজ্ঞা এক কালীন দূরে পলায়ন করিল।

কাশীমের চক্ষু হইতে বজ্রাগ্নিবৎ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে। কাশীম্ অনেক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া কি ভাবিয়া তরবারি নমিতপূর্ব্বক বলিলেন:— "কৈ তুমি তোমার বল প্রকাশ করিতেছ না; আমার লক্ষ্য ব্যর্থ করিতে চেষ্টা করিতেছ না; আমার তরবারির গতিরোধ করিতে আসিলে না।—

যোগিনী। আমি বিলক্ষণ বল প্রকাশ করিয়াছি। আর অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি বলিতে পারি।——

কাশীম্। কিসে তুমি বল প্রকাশ করিলে? তোমার অস্ত্র কোথায়?

যোগিনী। আমার অস্ত্র আপনার হস্তেই আছে, আমার বল আপনার হস্তেই অনেকাংশে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে——

কাশীম্। ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন:—"হাঁ বুঝিয়াছি কিন্তু তাহাতে তোমার লাভ কি?—মৃত্যুই যদি তোমার স্পৃহনীয় হয় তাহা হইলে আমি কখন তোমাকে প্রাণে মারিব না। আর তোমাকে প্রাণে বধ করিলে আমার লাভ কি?—তোমাকে কখনই প্রাণে মারিব না।—"এই বলিয়া তরবারি কোষ মধ্যে রক্ষা পূর্ব্বক বাহু প্রসারণ করিয়া যোগিনীকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন।

যোগিনী সেই ক্ষুদ্র অপ্রশস্ত গৃহের মধ্যে পলাইবেন কোথায়? তবুও চতুর্দ্দিকে একবার প্রাণ ভয় অপেক্ষা আরো কত যেন গুরুতর ভয়ে ভীত হইয়া ছুটিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। যোগিনীর গাত্রের বস্ত্র ধূলায় লুটাইয়া যাইতেছে। কাশীম্ সহসা সেই বস্ত্র বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। যোগিনী নিরুপায়। যোগিনী পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গিনী। এমন সময় একজন শিবির প্রহরী উর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া সংবাদ দিল যে মস্তাফা খাঁ আপনার নিরুদ্দেশে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন সে সংবাদে তৎক্ষণাৎ কাশীম্ নিরস্ত হইলেন। মস্তাফার নিকট যাইতে আর অধিক বিলম্ব করিতে পারিলেন না—যোগিনীর বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন:—"আজ তোমায় বিধাতা রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু কল্য আর নিস্তার নাই। আমি আজ অধিক বিলম্ব করিতে পারিতেছি না। সাবধান কল্য যেন কোন ক্রমে তোমায় এরূপ দেখিতে না পাই। সহজে যদি না আমার কথা শুন তাহা হইলে বলপূর্ব্বক তোমাকে আমার বশে আসিতেই হবে—," কাশীম্ চলিয়া গেলেন। যোগিনী একাকিনী পিঞ্জরাবদ্ধা হইয়া সেই ক্ষুদ্র গৃহে ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন।——

———

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নিরাশা।

প্রফুল্ল কুসুমের কীট স্বরূপ, মানব হৃদয়ে নিরাশা নিরন্তর নিগ্রহ প্রদানে নিযোজিত। নিরাশার অক্ষুণ্ণ প্রতাপ প্রতিহত করে কাহার সাধ্য? নিরাশার নিগ্রহ হইতে নিস্তার পায় কাহার সাধ্য? যিনি যতই কেন সঙ্কল্প সাধনে কৃতকার্য্য হউন না, তাঁহার সঙ্কল্পকুসুম বিকসিতোন্মুখ হইবার পূর্ব্ব হইতেই যে নিরাশা কীট তাহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ কি? সঙ্কল্পবীজ মানসক্ষেত্রে বপন করিবার পূর্ব্ব হইতে নিরাশা অন্তরাল হইতে ভ্রূকুটি করিতে থাকে। সে ভ্রূকুটিতে ভীত না হয় এমন মানব হৃদয় অতি বিরল। যিনি যতই কেন সঙ্কল্প সাধনে কৃত নিশ্চয় হউন না নিরাশা তাহার মধ্য হইতে ভ্রূকুটি করিতে কিছুতেই নিরস্ত থাকিবে না। যখন ইংরাজবাজ জয় সঙ্কল্পে কৃতনিশ্চয় হইয়া ভারত আক্রমণ করেন, তখন কি তাঁহাকে নিরাশার ভ্রূকুটি হইতে পদে পদে ভীত হইতে হয় নাই? আজ যদিও রুষভল্লুক ভারত শিকারাক্রমণে কৃতনিশ্চয়ই হইয়া থাকেন, তাঁহাকে কি প্রতিক্ষণে নিরাশার ব্যঙ্গজনক ভ্রূকুটি সহ্য করিতে হইতেছে না? নিরাশার কালিমা ছায়া রুষবাজের হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত থাকিয়া কি ক্ষণে ক্ষণে তাঁহাকে চিন্তাকুল করিয়া তুলিতেছে না? নিরাশে! তোমার ক্ষমতা অসীম, তোমার মহিমা অপার! তোমার ক্ষমতা কাহার উপর না বিস্তার কর, তোমার ভ্রূকুটিতে কাহার না অন্তর চিন্তিত হয়? অসীম পরাক্রমী যোদ্ধার হৃদয়ও ক্ষণে ক্ষণে বিচলিত হয়। দুর্ব্বল পথের ভিখারীও তোমার হস্ত হইতে নিস্তার পাইতে পারে না। আবার কোমল হৃদয়া কামিনীকুলের হৃদয়ে তুমি কত খেলা না খেলিয়া থাক। তাই বলি তোমার আক্রমণ হইতে কেহ নিষ্কৃতি পাইতে পারে নাই, আর পারিবেও না; মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেই তুমি তাহাকে অলক্ষ্যে আক্রমণ করিয়া থাক। তোমার ক্ষমতা অতুলনীয়! তোমাকে কেহ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিতে স্বীকার করে সত্য,

কিন্তু তোমার প্রসাদে আমরা অবিচলিতভাবে অধ্যবসায় সহিত নূতন সাহস সংগ্রহপূর্ব্বক কার্য্যক্ষেত্রে লক্ষ্য বস্তুর প্রতি ধাবমান হইয়া থাকি। যিনি তোমার ভ্রূকুটিতে ভীত হইয়া নিরুদ্যম হইয়া পড়েন, তিনি আর যে কোন কালে সফলকাম হইবেন এমন আশা করিতে পারেন না। নিরাশে! তবে তোমাকে আমরা নিন্দা করিতে পারি না। তুমি না থাকিলে কেহ নূতন উদ্যম নূতন সাহস সংগ্রহে যত্নবান হইতে জানিত না। কিন্তু তোমার সংগ্রামে জয়লাভ করা বড় সুকঠিন। তোমাকে অতিক্রম না করিলে, তোমাকে পরাস্ত করিতে না পারিলে, সঙ্কল্পসিদ্ধির আশা কোথায়? তোমার সমরে জয়লাভ করিতে হইলে হৃদয়ের প্রভূত বলের আবশ্যক। আমরা বাঙ্গালী; বাঙ্গালীর হৃদয়ে বল নাই বলিলেই হয়; সেই কারণ আমরা তোমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া নিরুদ্যমে হতচেষ্টায় সময়াতিপাত করিতেছি; তোমার প্রথম ভ্রূকুটিতে আমরা ভীত হইয়া দূরে পলায়ন করিয়াছি। তৎসঙ্গে সঙ্গেই সাহস অধ্যবসায়, একতাদি হৃদয়ের বল সমস্ত আমাদের নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছে; আমরা বলহীন বাঙ্গালী; সুতরাং আমাদের যে কোন আশাই থাকুক না, যে কোন সঙ্কল্পই আমরা যতনে হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকি না কেন; তাহা যে কার্য্যে পরিণত করিতে কচিৎ সক্ষম হইতে পারিব তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। আমাদের যখন হৃদয়ের বলের অভাব তখন বৃথা বাক্যব্যয়ে কিছুই করিতে পারিব না। আজ সেই দুর্জ্জয় নিরাশার সমরে আমাদের বাঙ্গালী সন্ন্যাসী, আহত ক্ষতবিক্ষত নিপীড়িত। তিনি নিরাশার সমরে ভঙ্গ দিয়া বিক্ষত প্রাণে বরাবর বর্দ্ধমানের সরাইয়ে সেই যুবককে সমভিব্যাহারে লইয়া বিজয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সেই যুবকসম্বন্ধে বহু কথাবার্ত্তার পর বিজয় জিজ্ঞাসা করিলেন :—"কি হইল"? "কি হইল" এই কথা আজ সন্ন্যাসীর ক্ষত হৃদয়কে বিষম ব্যথিত করিয়া তুলিল। ব্যথিত হৃদয়ের কাছে কোন গূঢ় কথার মর্ম্ম প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না। সুতরাং "কি হইল" ইহার প্রত্যুত্তর প্রত্যাশায় বিজয় বৃথা অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। সন্ন্যাসী সমস্ত কথা যথাযথ বর্ণনা করা দূরে থাকুক, তদুত্তরে তাঁহার বাক্‌শক্তির চালনা আদৌ করিলেন না। বিজয় বুঝিলেন সন্ন্যাসী আমার কথা ভালরূপ শুনিতে পান্ নাই :—আবার

বলিলেন :—"কি করিলেন, কি হইল ?" সন্ন্যাসী কোন উত্তর করিতে পারিলেন না :—পূর্ব্ববৎ নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। আবার বিজয় বলিলেন :—"আপনি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত যাইয়া কি করিলেন ? কোন সন্ধান পাওয়া গেল না কি ? ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথা কি তবে সত্য নয় ?"

সন্ন্যাসী এইবার একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বলিলেন :—"আর কি করিব!"——

বিজয়। কেন, পাটনায় কি তিনি যান্ নাই ?

সন্ন্যাসী। তাহার ঠিক সংবাদ বলিতে পারি না।

বিজয়। পাটনায় যাইয়া কি করিলেন ? অনুসন্ধানে কি জানিতে পারিলেন ?

সন্ন্যাসী। জানিতে পারিলাম তিনি বাটী প্রত্যাগত হইয়াছেন।

বিজয়। তবে আপনি বাটী গেলেন না কেন ?

সন্ন্যাসী। আমার আর বাটী প্রত্যাগমনের কোন প্রয়োজন করে না।

বিজয়। কেন, আপনি তো বলিয়া গিয়াছিলেন যে পিতার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিব। তবে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাটী যাইবেন না কেন ?

সন্ন্যাসী আজ কোনক্রমে গূঢ় কথা প্রকাশ করিলেন না, তাঁহার বাটী না যাইবার প্রকৃত কারণ আর তিনি প্রকাশ করিলেন না, প্রকাশ করিতে তাঁহার ততোধিক ইচ্ছাও ছিল না। অনন্তর যখন বিজয় কএক খণ্ড কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন :—"আপনার স্ত্রী এক্ষণে কোথায় কিরূপ আছেন আপনি তাহা কি অবগত আছেন ?" তখন সন্ন্যাসীর চমক ভাঙ্গিল ; কি ভাবিয়া একবার বিজয়ের মুখের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিলেন ; আবার কি ভাবিয়া মুখ নত করিলেন।

সন্ন্যাসী এবার নিরাশা সমরে পরাজয় স্বীকার করিলেন, আর আশাশূন্য জীবন ধারণ করা অনর্থক বিবেচনা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে বিজয় বলিলেন :—"এখন আর বৃথা ভাবিলে কি হইবে ? আসুন তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করা যাউক।" সন্ন্যাসীর মুখে আর কোন কথা নাই। কেবল তাঁহার মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া নিশ্চলভাবে বসিয়া আছেন। এমন

সমক্ষে বিজয় ধীরে ধীরে তাঁহার হস্তস্থিত ছিন্ন কাগজখানি, সন্ন্যাসীর হস্তে দিয়া বলিলেন :—"দেখুন দেখি এই পত্রখানি আপনার উদ্দেশে লিখিত কি না।" সন্ন্যাসী তাহা পাঠ করিলেন ; পাঠ করিয়া নিজ বস্ত্রমধ্য হইতে অপর একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। বিজয় বলিলেন :—"ওখানা কি ?" সন্ন্যাসী কেবলমাত্র একটীবার "হুঁ" করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন ; পরে অনেকক্ষণ পরে বলিলেন :—আপনি এখানি কোথায় পাইলেন ?"

"এই খানেই"।

এই স্থলে বলা আবশ্যক যে ভট্টাচার্য্য মহাশয় সন্ন্যাসীকে গোপনে তাঁহার স্ত্রীর সংবাদ দিয়া তাঁহাকে পাটনা অঞ্চলে তাঁহার পিতার উদ্দেশে লইয়া গিয়াছিলেন। এবং পথিমধ্যে তাঁহার স্ত্রীর পত্রখানি তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসীও, কি জানি, বিজয়ের নিকট আপনার স্ত্রীর বিষয় কিছু উল্লেখ না করিয়া পিতার উদ্দেশে যাইব এই কথা বলিয়া বিদায় লইয়াছিলেন।

সন্ন্যাসী। আপনি এ যোগিনীকে কি দেখিয়াছেন ?

বিজয়। হাঁ দেখিয়াছি।

সন্ন্যাসী। কোথায় ?

বিজয়। এই খানেই।

সন্ন্যাসী। এখন কোথায় ?

বিজয়। কারাগারে।

সন্ন্যাসী। কারাগারে কি অপরাধে ?

বিজয় এবার আর কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। কি উত্তর দিবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন ; অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন :— "অপরাধ আর কি স্বধর্ম্ম পালন।"

"উঃ! কি পাপাশয়!"

এমন সময়ে অদূরে একটী অবগুণ্ঠনাবৃতা কামিনী আস্তে আস্তে বিজয়কে লক্ষ্য করিয়া অন্তরালে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। বিজয় ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া চলিয়া গেলেন। সন্ন্যাসী ও তৎসমীপবর্ত্তী সেই যুবক অবাক হইয়া তাঁহার গন্তব্য পথের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

বিজয় দ্রুতপদে তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিলেন, আসিয়া বলিলেন :—"আপনি প্রস্তুত হউন, যোগিনীর অনুসন্ধানে মুঙ্গের অঞ্চলে এক্ষণে যাত্রা করিতে হইবে। তিনি বন্দিনী হইয়া তথায় আছেন এই মাত্র সংবাদ পাইলাম।" সকলেই যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এমন সময় একটী ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি তথায় উপস্থিত হইয়া "নগেন বাবু!" "নগেন বাবু।" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী বাহিরে আসিয়া অন্যমনস্ক ভাবে একটী প্রণাম করিলেন। আমাদের সন্ন্যাসীর নাম যে নগেন তাহা পাঠক মহাশয় অনেকক্ষণ শুনিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন :—"কি নগেন বাবু ভাল আছেন তো?" ব্রাহ্মণের এইরূপ প্রশ্নের উত্তব প্রদানে সন্ন্যাসী একবাবে ঔদাস্য প্রকাশ করিলেন : পবে বাব বাব ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা কবাতে সন্ন্যাসী একটু উদাসমনে বলিলেন :—"ভাল থাকাব কথা আর আপনাকে কি বলিয়া জানাইব?"

ব্রাহ্মণ। হাঁ ভাল থাকিলেই ভাল; আমি আপনার জন্য যার পর নাই মনকষ্ট ভোগ কবিতেছি আপনাকে আপনাব পিতার নিকট হইতে কত যত্ন পূর্ব্বক আমাদেব বাটী লইয়া যাইতাম; তথনকার সমস্ত ঘটনা মনে হইলে, প্রাণ অস্থির হয়।

ব্রাহ্মণ এইরূপ নানা বিশয়ের অবতাবণা কবিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন :—"আপনি এখন কোথা হইতে আসিতেছেন।"

ব্রাহ্মণ। এখন বরাবর আপনাদের বাটী হইতে আসিতেছি। নগেন বাবু! আপনি সেই অবধি এই থানেই আছেন না কি?

আমাদেব সন্ন্যাসীকে এখন হইতে আমবা নগেনই বলিয়া ডাকিব। পাঠক মহাশয়! এই ব্রাহ্মণ আপনাদের সেই গয়ারাম ভট্টাচার্য্য। ইহাঁকে বোধ হয় আপনারা চিনিয়াছেন? ভট্টাচার্য্য মহাশয় আবার বলিতে লাগিলেন :—"আপনি এক্ষণে বাটী চলুন। আপনার জন্য সকলেই চিন্তিত আছেন। বাটী যাবেন তো?" ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথায় বাধা দিয়া নগেন বলিলেন :—"কর্ত্তাকে কি আপনি বাটীতে দেখিয়া আসিতেছেন? তিনি কেমন আছেন? আপনি এখন কোথায় যাইবেন?"

ভট্টাচার্য্য। না, কর্ত্তাকে তো বাটী যাইয়া দেখিতে পাই নাই, তিনি

[illegible] তো যান নাই! তাঁর জন্যই আমি অত্যন্ত কাতর আছি। আর বাটীর সকলেই তাঁর অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছেন। কোথায় তো তাঁর দেখা পাওয়া যাইতেছে না। আর আপনার এ রকম্ হইয়া থাকা ভাল দেখায় না। আপনি এক্ষণে আমার সহিত চলুন। আর আপনার স্ত্রীর সন্ধান করাও অত্যন্ত আবশ্যক হইতেছে। আপনি এ রকম করিয়া থাকিলে আর তো চলিবে না; আপনি বুদ্ধিমান, বিদ্যান, আপনাকে আর অধিক কি বলিব, আপনি সকলিই বুঝিতে পারেন।" নগেন বাবু অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়াছিলেন, ভট্টাচার্য্য এই অবসরে অনেক কথা বলিয়া লইলেন। পরে নগেন বলিলেন:—"আমি এক্ষণে মুঙ্গের যাইব, আপনি এখন কোথায় যাইবেন?" এই কথাগুলি নগেন ঈষৎ বিরক্তিসহকারে বলিলেন; ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না, বলিলেন:—"মুঙ্গেরে কেন? কিছু প্রয়োজন আছে না কি?"

"হাঁ প্রয়োজন আছে।"

ভট্টাচার্য্য। "কি প্রয়োজন? কবে ফিরিবেন?"

বিজয় এই সকল কথা শুনিতেছিলেন, তিনি বলিলেন; "ফিরিবার কথা তো কিছু ঠিক করিয়া বলিয়া যাওয়া সুকঠিন। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে যত দিন না যোগিনীকে উদ্ধার করিতে পারি তত দিন ফিরিতেছি না।"

ভট্টাচার্য্য। আপনিও কি যাবেন না কি?

"আজ্ঞা হাঁ আমরা সকলেই যাইব।"

"ভাল, ভাল!"

নগেন। তবে আপনি এখন্ কোথায় যাবেন? আমরা তো এই দণ্ডেই যাত্রা করিব।

ভট্টাচার্য্য। আমি আপনার নিকটে আসিয়াছিলাম, তা আপনারা এখন চলিলেন; না হয় আমিও আপনাদের সঙ্গে যাইব। দেখা যাইবে যদি কোন গতিকে হরগোবিন্দ বাবুর উদ্দেশ পাওয়া যায়। কিন্তু আপনারা ফিরিবেন কবে?

নগেন্। এই যে শুনিলেন, যত দিন না যোগিনীর উদ্ধার হয়।

"যোগিনী"! এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ভট্টাচার্য্য মহাশয় কি চিন্তা করিতে লাগিলেন; পরে বলিলেন:—"কোন্ যোগিনী?" নগেন্দ্র আর ভট্টাচার্য্যের কথার প্রতি মনোযোগ দিলেন না; আপন মনেই বলিলেন:—"এ ভাল এক বিপদ"! এমন সময়ে আমাদের সেই যুবক বলিলেন:—"আপনি জানেন না, নগেন বাবুর পত্নী"——

"হাঁ! হাঁ! বটে তিনি এখন কোথায় আছেন?"

যুবক। শুনা যাইতেছে মুঙ্গেরে।

ভট্টাচার্য্য। তবে চলুন্ চলুন্, আমারও ইচ্ছা তাই বটে। ভাল হইল, তাঁহার সংবাদ পাওয়া গেল। বর্দ্ধমানের সরাই ঘরে এইরূপ কথা বার্ত্তা হইতেছে, ঘরের দ্বার রুদ্ধ। দ্বারের নিকটে যুবক বসিয়া সোৎসুকনেত্রে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মুখের প্রতি চাহিয়া আছেন, এমন সময়ে দ্বারের বহির্ভাগে মনুষ্যের পদশব্দ শ্রুত হইল। যুবক দ্বারের ভিতর হইতে দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ সেই ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেখিলেন যে একটী স্ত্রীলোক "বিজয় বাবু কোথায়" এই কথা বলিয়াই যুবককে বলিলেন:—"আপনিও তো আমাদের সঙ্গে মুঙ্গের যাইবেন, চলুন আর কাল বিলম্বের কারণ কি?"

"সকলেই প্রস্তুত, কেবল একটা ব্রাহ্মণ কোথা হইতে আসিয়া একটা মহা গণ্ডগোল আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।"

"কি রকম ব্রাহ্মণ? তিনি কি এখনও ঘরের ভিতরে আছেন?"

"হাঁ, আছেন।"

এই কথা শুনিবামাত্র যুবককে লইয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন, করিয়া ব্রাহ্মণকে একটী ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

ব্রাহ্মণ তাঁহার আপাদ মস্তক বেশ করিয়া নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বলিলেন:—"তুমি হরিহর ঘোষালের ভ্রাতষ্পুত্রী না?"

"আজ্ঞা, হাঁ।"

"এখানে কি প্রকারে?"——

সে অনেক কথা; পরে জানিতে পারিবেন।" এই কথা বলিয়াই সেই স্ত্রীলোকটী ঘর হইতে বাহির হইলেন এবং সেই যুবককে আর বিলম্ব করিতে

নিষেধ করিয়া চলিয়া গেলেন। বিজয় সে সময়ে কিছু আবশ্যকীয় পাথেয় সামগ্রী আনয়ন করিতে বাহিরে গিয়াছিলেন; প্রত্যাগত হইয়া শুনিলেন সেই স্ত্রীলোকটী শীঘ্র বাহির হইতে বলিয়া গিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ সকলকে সমভিব্যাহারে লইয়া চলিলেন। পথিমধ্যে আবার সেই স্ত্রীলোকটীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। যুবক কি ভাবিয়া তাঁহার নিকট যাইয়া চুপি চুপি কি কথা বলিলেন, কেহ তাহা শুনিতে পাইলেন না, যুবককে অপরিচিত দেখিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার সহিত আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন, বলিলেন:—"আপনাকে ইহার পূর্ব্বে আর তো কোথাও দেখি নাই। বিজয় বাবু আপনার কে হন্? যুবকের মুখ একটু গম্ভির হইল, বলিলেন:— না, আমার এমন্ কেহ হন্ না; তবে—"

"তবে——কি?"

"আমার সঙ্গে উঁহার বেশ সখ্যতা জন্মিয়াছে; সেই কারণ উঁহাকে আমি ছাড়িয়া আর কোথাও যাইতে পারি না, আর উনি আমাকে ছাড়িয়া দিতে কোন মতে স্বীকৃত হন্ না।"

ক্রমে বেলা অবসান প্রায়। বিজয় ও ভট্টাচার্য্য আহারের আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন। এদিকে আমাদের নগেন্ রাস্তার ধারে একটী বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া বস্ত্রমধ্য হইতে দুইখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন:

"হৃদয় দেব!

আপনার পবিত্র প্রেমপূরিত মূর্ত্তিখানি এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে রাখিয়া দিবস রজনী নির্জ্জনে পূজা করিবার মানসে যোগিনী বেশে বাহির হইয়াছি। এই যোগিনী বেশেই যেন আমার এ জীবনের অবশিষ্ট দুর্ব্বহকাল পর্য্যন্তে পর্য্যন্তে, অরণ্যে অরণ্যে আপনার মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে ক্ষেপন করিতে পারি, এমন আশীর্ব্বাদ করুন। স্বামীন্!—এ দুঃখিনী আপনার চরণে কি অপরাধে অপরাধিনী, যে আমাকে আপনার শ্রীচরণ দর্শন হইতে বঞ্চিত করিলেন? যদিও আমি বলপূর্ব্বক আপনার মূর্ত্তি অন্তরে রাখিয়াছি, অন্তরে বলপূর্ব্বক রাখিয়া পূজা করিয়া এক অপূর্ব্ব সুখানুভব করিতেছি, তথাচ বাহিরের জন্য একটিবার এ কাঙ্গালিনীকে দর্শন দিলেন না! নাথ! আমার এই শেষ প্রার্থনা, আপনি এখন যেখানেই থাকুন, যে অবস্থাতেই

আমাকে ভালই বাসুন্ বা ঘৃণাই করুন্ আপনার ঐ শ্রীচরণ দুখানি হৃদে উপ-কৃত করিতে কৃপনতা করিবেন না। একণে আমি আপনার চরণ কাঙ্গা-লিনী; আপনার প্রণয় কাঙ্গালিনী হইতে না পারি আপনার চরণ কাঙ্গা-লিনী হইলে, বোধ হয় আপনি কোন আপত্তি করিবেন না। আপনার একবার দর্শন পাইলে, আপনার মূর্ত্তি হৃদয়পটে দৃঢ়রূপে আঁকিয়া মনশ্চক্ষুর তৃপ্তি সাধন করিতে করিতে, আমি বনে বনে নিরাশ্রয়া হইয়াও সুখে থাকিতে পারিব; অধিক আর আমি লিখিতে পারিতেছি না।——

আপনার শ্রীচরণ দর্শনাভিলাষিনী

একণে যোগিনী”

নগেন্ পত্র পাঠ শেষ করিলেন, একবার নয়, দুইবার নয়, কতবার পাঠ করিলেন; পাঠ করিয়া কত কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এদিকে অপর [এক স্থানে যুবক সেই স্ত্রীলোকটীর নিকট দাঁড়াইয়া আছেন। যুবক অনেকক্ষণ ধরিয়া স্ত্রীলোকটীর মুখের দিকে চাহিয়া বলি-লেন :—“বিজয় বাবুর সহিত তোমার কিরূপে আলাপ হইল?”

“সে অনেক বিপদে পড়িয়াই হইয়াছিল,”——

“কি বিপদ?”

“এই—যে বিপদে আমাদের এখানে আসা।”—

যুবক চুপ করিয়া রহিলেন; পরে বলিলেন :—“ভাল একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বলি বিজয় বাবু কেমন লোক?—”

“আপনার বন্ধু, আপনি জানেন না।”

“আমার বন্ধু বটে, কিন্তু নূতন।”

স্ত্রীলোকটী একটু চিন্তিয়া বলিলেন :—“তবে হাঁ এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে তিনি সচ্চরিত্র ও সদাশয়।—আর তাঁর সদাশয়তার অনেক প্রমাণ অচি-রেই দেখিতে পাইবেন।”

ক্রমে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। দিন দিন তাঁহারা সুখে দুঃখে আশায় নিরাশায় পথ চলিতে লাগিলেন। ক্রমে মুঙ্গের সহর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। আজ্ সন্ধ্যার সময় ইঁহাদিগকে সুস্থরে রাখিয়া আমরা অন্যত্র গমন করি চলুন পাঠক মহাশয়! কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে আপনাকে

প্রশ্ন করি ; "আপনি ঐ স্ত্রীলোকটীকে কি চিনিয়াছেন ?" ইনিই সেই যুবতী।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

Alas ! how am I changed ! Where be the tears,
The sobs, and forced suspensions of the breath,
And all the dull desertions of the heart,

Charles Lamb.

মহারাষ্ট্রীয় শিবির।

যে মহারাষ্ট্রীয় প্রতাপে প্রবল পরাক্রান্ত আলীবর্দ্দী খাঁ সদাই সশঙ্কিত, আজ্ সেই মহারাষ্ট্রীয় শিবির নিরতিশয় নিরানন্দে নিমজ্জিত, প্রচণ্ড শোক স্রোতে প্লাবিত ; যে শিবিরের জয়ডঙ্কা শত্রু বিজয় ও রাজ্যজয় ঘোষণার প্রতি নিয়ত নিয়োজিত থাকিত ; আজ সেই শিবির নীরব, নিরানন্দময় ; প্রত্যেক মহারাষ্ট্রীয় বীরের বদনমণ্ডল বিষাদ কালিমাময়! আজ সকলেই প্রাণ ভরিয়া আক্ষেপ করিতে করিতে ভয়ানক প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইতেছে ; ঐ প্রতিজ্ঞা প্রতিহিংসার। কাহার উপর প্রতিহিংসা আর কিসের আক্ষেপ তাহা পাঠক মহাশয় বুঝিয়াছেন কি ? আলীবর্দ্দীর ক্রূর হস্তে অন্যায়রূপে ভাস্কর পণ্ডিতের নিধনবার্ত্তায় সকলেই ব্যথিত, সকলেই মর্ম্মাহত সকলেই প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ, সকলেই প্রতিহিংসানলে দগ্ধীভূত।

শোক ও প্রতিহিংসা শাসিত শিবিরের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে আজ্ আলুলায়িতকেশা ভাস্কর পণ্ডিতের একমাত্র পালিতা দুহিতা রোদনপরায়না হইয়া ছট্ ফট্ করিতেছেন ; নিকটে কেহ নাই, আর নিকটে যাইতে কাহারও সাহস হইতেছে না। পরিচারিকাগণ সত্বর সেস্থান হইতে অন্যত্রে শোকবিহ্বল হইয়া গমন করিতে লাগিল। অনন্তর জনতি-

বিলম্বে একটী নবীন যুবক সেই প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যুবককে দেখিবামাত্র সেই যুবতীর শোকাবেগ দ্বিগুণতর প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি এইবার উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। যুবক যখন বহুবিধ সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগে কিছুই করিতে পারিলেন না, তখন যুবতীর নয়নাশ্রুতে যোগ দিয়া বাহু প্রসারণপূর্ব্বক যুবতীর কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া রহিলেন এস্থলে পাঠককে এই যুবকের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া রাখি: পূর্ব্বে এই যুবক একজন সামান্য বন্দীস্বরূপ এই দুর্গে বাস করিতেন, পরে ভাস্কর পণ্ডিতের কন্যার প্রণয় পথের পথিক হওয়াতে ক্রমে এই দুর্গমধ্যে তাঁহার প্রাধান্য বিস্তার হইতে লাগিল। এক্ষণে তিনি ভাস্কর পণ্ডিতের সংশের উপর একমাত্র সর্ব্বে সর্ব্বা। অনেকক্ষণ ধরিয়া উভয়ে বিলাপ করিয়া যুবক একটু তেজস্বীতা সহকারে বলিলেন:—"নিনাজ! এক্ষণে কেবল বিলাপ করিলে কোন ফল দর্শিবে না। দুর্গস্থিত সৈন্যদলের মধ্যে যেরূপ ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে বিলাপে কোন ফল নাই, ইহার প্রতিহিংসা লইতেই হইবে। তাহা হইলে শোকের কথঞ্চিৎ শান্তি হইতে পারে, সেনাদলের উৎসাহ বর্দ্ধনও করা যাইতে পারে।" নিনাজ রোদন সংবরণ করিয়া একটু প্রকৃতিস্থভাবে বলিলেন:—"কিন্তু সে কাজ কিরূপে হইবে?"

"কেন?"

"তাহাতে সকলের মত হইবে কি?"

"যাহাতে মত হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।"

এমন সময়ে একজন পরিচারিকা দ্রুত আসিয়া সংবাদ দিল, যে বাঙ্গালা হইতে একজন পত্রবাহক আসিয়া দুর্গ দ্বারে অপেক্ষা করিতেছে; এ সংবাদ দুর্গস্বামীর নিকট গিয়াছে বোধ হয় তিনি তাহাকে আনয়ন করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। নিনাজ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। যুবককে বলিলেন:—"কি সংবাদ লইয়া কে আসিয়াছে, আপনি একবার দেখুন না।"

যুবক পরিচারিকা মুখে যখন "বাঙ্গালার" কথা শুনিয়াছিলেন তখনই যাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাহাতে আবার নিনাজ তাঁহাকে এমন সময় অনুনয় করিলেন। সুতরাং আর তিনি কোনমতে স্থির থাকিতে পারিলেন না;—শীঘ্র দুর্গস্বামীর কক্ষ লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। নিনাজ

একাকিনী বসিয়া নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। সে সময়ে অপর একটী প্রকোষ্ঠে কতকগুলি পরিচারিকা বসিয়া অনেক কথা কহিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। আজ আর তাহাদিগকে অপর দিনের ন্যায় কাজ কর্ম্মে ব্যস্ত হইতে হইতেছে না। একজন বলিল :—“সে যাহোক্ ভাই আর কিছু দিন হইলে নিরাজমোহিনীর বিবাহ হইত। ডাক্তর পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছিলেন, যে বাঙ্গালা হইতে এবার প্রত্যাগমন করিয়াই নিরাজের বিবাহ দিব।” অপর একজন কহিল :—“বিবাহের জন্য ত আটক থাকিতেছে না। বিবাহ হইতে আর বাকিই বা কি আছে?”

“তবু বিবাহ বন্ধনে একটা আবদ্ধ হওয়া চাই তো?”

এই কথা বলিয়া একজন প্রথম প্রশ্ন কারীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। প্রথম প্রশ্নকারী উত্তর করিল :—“বোধ হয় গোপনে নিরাজ উহাঁকে বিবাহ করিয়া থাকিবেন; নতুবা নিরাজ এমন বুদ্ধিমতী; কত মেয়েকে কত রকম উপদেশ দেন, কত গ্রন্থ প্রসঙ্গ বলেন, কথনই পর পুরুষ জানিয়া উাঁহার সহিত এতদূর ব্যবহার করিতেন না।”

একজন। প্রণয়ে কি আর কেহ পর থাকে?

উহাদের কথায় বাধা দিয়া একজন বয়স্কা বলিয়া উঠিল :—“আগে আপনার না হইলে কি প্রণয় হয়? তা না হইলে পর তো সকলেই।”

নিরাজমোহিনী ও ঐ যুবক সম্বন্ধে এরূপে নানারূপ কথা চলিতেছে, এদিকে নিরাজ একাকিনী আর থাকিতে পারিলেন না; পত্রবাহক কোথা হইতে কিসের সংবাদ লইয়া আসিয়াছে, এই চিন্তা নিরাজকে একবারে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে, আর থাকিতে পারিলেন না, গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া বরাবর তাঁহার পরিচারিকার অন্বেষণে সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত। সকলেই যথাযোগ্য অভিবাদন করিল, নিরাজ একজনকে কহিল :—“তুমি এখানে এখন কি করিতেছ? পত্রবাহক কি সংবাদ লইয়া আসিয়াছে শীঘ্র তুমি তাহার অনুসন্ধানে যাও।” পরিচারিকা তৎক্ষণাৎ তথা হইতে তদুদ্দেশে প্রস্থান করিল। অপরাপর সকলেই ক্রমে ক্রমে তথা হইতে চলিয়া যাইতে লাগিল।

নিরাজও তথা হইতে আসিয়া দূর্ব্ব প্রাঙ্গন প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক ছাদের উপর দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন যুবক হর্ষোৎ-

দ্রুত হইয়া সেইদিকেই আসিতেছেন; দেখিয়া আরও কৌতূহল পরবশ হইলেন, এবার একবারে নিম্নতলে অবতরণ করিলেন। সিঁড়ে আসিবামাত্রই যুবককে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। নিনাজ যুবকের হস্তধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন:—"কি, সংবাদ কি?"

"সংবাদ অনেকাংশে এক্ষণে গুপ্ত রাখিতে হইবে

"কি হইল বলুন না?"

"না, এক্ষণে ঘরে চল বলিব।"

"কি শুনিলেন; বাঙ্গালা হইতে পত্রবাহক আসিয়াছে, তা কি সত্য? কি সংবাদ লইয়া আসিয়াছে?"

যুবক একটু সংযত স্বরে বলিলেন:—"যাহার জন্য আমাকে স্বয়ং চেষ্টা করিতে হইত, তাহা আপনা হইতে হইবে।"

নিনাজ ব্যগ্রতা সহকারে বলিলেন:—"কিসের জন্য, স্পষ্ট করিয়া বলুন না।"

যুবক। প্রতিহিংসার একটী সহজ উপায় হইয়াছে।

নিনাজ। কিসের প্রতিহিংসা!—বাঙ্গালা হইতে পত্রবাহক কি সংবাদ লইয়া আসিয়াছে, তাহা আমাকে বলুন, আমি শুনিবার জন্য অত্যন্ত কাতর হইয়াছি।"

যুবক। বাঙ্গালা দেশে সত্বরে সসৈন্যে যাত্রা করিবার এইবার একটী সহজ উপায় হইয়াছে। আলীবর্দ্দীর প্রধান সেনাধ্যক্ষ আলীবর্দ্দীর বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করিয়াছেন, সেই জন্য আমাদিগকে এখানে হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া পত্রবাহককে পাঠাইয়াছেন। আর দুই এক দিবসের মধ্যে এই দুর্গ হইতে সৈন্য লইয়া বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করিতে যাত্রা করিতে হইবে, সেই জন্য সকলকে প্রস্তুত হইতে কহিয়া আমি এই মাত্র আসিতেছি।

নিনাজ। আপনিও কি সে দেশে যাইবেন?

"আমার তো অত্যন্ত ইচ্ছা।"

নিনাজ। আমি বলি এখন আপনার যাওয়া থাক্, যুদ্ধ শেষ হইলে তবে আপনি যাইবেন, তাহা হইলে ভাল হয় না?"

"তখন আর যাইয়া কি ফল হইবে?"

নিনাজ চুপ করিয়া রহিলেন, চুপ করিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন, পরে বলিলেন :—"তবে আপনার যাইয়া কাজ নাই ?"

"আমি যাইব, এই চিন্তা আমাকে যার পর নাই সুখী করিয়া তুলিয়াছে, না জানি, যাইয়া কতদূর সুখী হইতে পারিব।"

নিনাজ। কেন, আমার কাছে থাকিলে আপনি কি সুখী হইতে পারিবেন না ? তবে আমার কাছে থাকিতে আপনার ততদূর সুখানুভব হয় না—ইচ্ছা হয় না !—

নিনাজের মুখ গম্ভীর হইল ; চক্ষু ঈষৎ জড়তাভাব ধারণ করিল, আর কোন কথা বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কোন কথা বলিতে পারিলেন না।

যুবক বলিলেন :—"না আমি সে কথা বলিতেছি না। একবার বঙ্গদেশ যাইয়া সেই দুর্দান্ত কপটীর শাস্তি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে আমার মন যার পর নাই উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। সেই জন্য যাইবার জন্য এতদূর ব্যস্ত হইয়াছি ;"

যুবকের কথা শেষ হইতে না হইতে নিনাজ ত্রাস্তভাবে বলিলেন :—"তবে আমাকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারেন তো ?"——

"তা, কিরূপে হইতে পারে ? সে যুদ্ধক্ষেত্র, তোমাকে কিরূপে লইয়া যাইব ?"——

নিনাজ। আর আমি সে যুদ্ধক্ষেত্রে আপনাকে কিরূপে ছাড়িয়া দিব ?"—

"তুমি হচ্ছ স্ত্রীলোক, কোমলহৃদয়া, যুদ্ধের বিভীষিকাময় দৃশ্য দর্শনে কখন সুস্থির থাকিতে পারিবে না ; সে ভয়ানক ব্যাপার ; শেষে আমাকে তোমায় লইয়া বিষম ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।"

নিনাজ। কিন্তু আমাকে এখানে একাকিনী রাখিয়া কি আপনাকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে না ?"

যুবক কি বলিবেন তাই চিন্তা করিতে লাগিলেন, পরে কিঞ্চিৎ ধীরভাবে বলিলেন :—"তাতে ত বিপদপাতের কোন সম্ভাবনা নাই।"

নিনাজ। আপনাকে কোন বিপদপাতের ভাবনা ভাবিতে হইবে না বটে, কিন্তু আমার বিষয় তো একটীবার ভাবিলেন না ?"——

"তোমার বিষয় ভাবি না কোন সময় ?"——

নিনাজ। কেন, যে সময় আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবেন [illegible]

"সে সময়েও কি তোমাকে ভুলিতে পারিব তুমি ভাবিয়াছ? [illegible]

নিনাজ। না, ভুলিবার কথা বলিতেছি না, আমি আপনার [illegible] কি ভাবে এখানে থাকিব তা কি একবার ভাবেন"?

"আমার জন্য তোমার চিন্তা কি?

আমি অল্পদিনের মধ্যেই প্রত্যাগত হইব, আমি অবশ্য তোমাকে ছাড়িয়া কোনস্থানে বেশীদিন থাকিতে পারিব না, তা তো জান।

নিনাজ। হ্যাঁ তা তো জানি, কিন্তু তবে দেখুন দেখি যুদ্ধের সময় আপনি আমার দৃষ্টি হইতে একপলের জন্য অন্তর্হিত হইলে, আমি কোন্ প্রাণে এ জীবন ধারণে সক্ষম হইব? আমি অন্য সময়ের কথা বলি নাই; আপনার বিচ্ছেদের কথা বলি নাই——"

নিনাজের কথায় বাধা দিয়া যুবক বলিলেন :—"তবে সেখানে তোমাকে লইয়া যাইলে তো আরও বিপদ? আমাকে তা হইলে সর্ব্বদা তোমার কাছে থাকিতে হইবে। তাহা হইলে আমার যাওয়া আর না যাওয়া উভয়ই সমান।"

নিনাজ। সেখানে যাইলে কি আর আপনাকে আমার কাছে সর্ব্বদা থাকিতে হইবে? সেখানে আমি থাকিতে পারিব, আপনার খবর সর্ব্বদা পাইতে পারিব, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে।

এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া কহিল :—"অদ্য মহারাজ আপনার সাক্ষাৎ অভিলাষ করিয়াছেন। আরও কহিয়াছেন, যে আপনার যে সময় অবসর থাকে সেই সময় আসিবেন।"

এ সংবাদে উভয়েই অনেকক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। আর কোন অবসরের অপেক্ষা না করিয়া যুবক তৎক্ষণাৎ সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে রাজসমীপে গমন করিয়া একটী বিশ্রামাগারে বসিয়া নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রথম চিন্তা পাছে আমার না যাওয়া হয়; দ্বিতীয় চিন্তা—ভয়ানক চিন্তা সে চিন্তা করিতে যাইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। অনেকক্ষণ পরে বলিতে লাগি-

লেন ;—“আমার ন্যায় কঠিন আর ত্রিজগতে নাই, আমি মহা পাপী! এক-জন সামান্য রমণীর প্রণয়ে বশীভূত হইয়া কি ভয়ানক নিষ্ঠুরের কার্য্য করিতেছি! উঃ! সে সব ভাবিতে গেলে প্রাণ অস্থির হয়। আর না! আর আমি এখানে একদিন থাকিতে পারি না! আমার না যাওয়া হয়, আমাকে যদি না যাইতে দেয়, আমি নিজে কোন গতিকে চলিয়া যাইব।” এরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময় যুবককে মহারাজ ডাকিয়া পাঠাইলেন।

অনেকক্ষণ মহারাজের সহিত কথা কহিয়া যুবক মিনাজমোহিনীর কক্ষে হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করিলেন।

মিনাজ যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—“মহারাজ আপনাকে কি জন্য ডাকিয়া ছিলেন?”

“কল্য প্রভাতে আমাকে সসৈন্যে বঙ্গদেশ যাত্রা করিতে অনুরোধ করিলেন।”

মিনাজ। আপনি তাহাতে কি মত দিলেন?

“যাইব।”

মিনাজ। আমাকে লইয়া তো।

“আমি একা যাইতেছি না ; মহারাজ স্বয়ং যাইবেন, আমাকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন।”

পরদিন প্রভাতে উৎকণ্ঠিতা মিনাজমোহিনী সমভিব্যাহারে যুবক বঙ্গদেশে যাত্রা করিবেন স্থির করিয়া রহিলেন। প্রভাত না হইতে হইতেই মহারাজা তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। প্রথমে মিনাজের যাত্রা পক্ষে মহারাজ অনেক আপত্তি করিয়াছিলেন ; পরে যুবককে স্বীকৃত দেখিয়া মিনাজের যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

> Alas! how am I changed! Where be the tears,
> The sobs, and forced suspensions of the breath,
> And all the dull desertions of the heart,
>
> Charles Lamb.

আবার পাট্‌নায়।

মস্তাফা খাঁর রুধির পিপাসা ও ধন লিপ্‌সা এতদূর বলবতী হইয়াছিল, যে রাজমহল ও মুঙ্গের প্রদেশ বিলুণ্ঠন করিয়াও নিবৃত্ত হইল না। পাটনা সহর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মস্তাফা সসৈন্যে পাট্‌না যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইলেন; আলীবর্দ্দী এ সংবাদে তদীয় জামতা জাইনুদ্দীনকে তাঁহার গতিরোধ করিতে অনুমতি করিলেন। মস্তাফা আজ আর মুঙ্গের নাই, পাট্‌নায় যাত্রা করিলেন, আমাদের সে যোগিনীও নাই, যোগিনীও বন্দিনী হইয়া পাট্‌নায় আনীত হইয়াছে। আজ মালতী বহু কষ্টে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া বিজয়কে এ সংবাদ জানাইতে চলিলেন। বিজয় এইবার হতাশের গভির সাগরে নিক্ষিপ্ত হইলেন. আর উপায়ান্তর কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। কি করিবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন; এ চিন্তা বিজয়কে একবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য করিয়া তুলিল, বিজয় নিশ্চল নিস্পন্দ হইয়া মালতীর মুখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কিছুক্ষণ দণ্ডায়মান রহিলেন। মালতীও স্থিরভাবে বিজয়ের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, নিকটে আর কেহ নাই। উভয়ে বহুক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া, বিজয় আপন মনে বলিতে লাগিলেন:—"এতদূর করিয়াও কিছু করিতে পারিলাম না!"—মালতী একটু স্বাভাবিক ভাবে বলিলেন:—"যখন এতদূর করা হইয়াছে, এতদূর আসা হইয়াছে, তখন সহজে চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হওয়া কোনমতে উচিৎ বলিয়া বোধ হইতেছে না, ইহার শেষ পর্য্যন্ত দেখা উচিৎ। আর এমন আশাও করিতে পারি যে এবার যেমন করিয়াই হউক কৃতকার্য্য হইতে পারিব; না হয় প্রাণ যাবে।"

বিজয়। মালতি! ধন্য তোমার অধ্যবসায় তুমি রমণীকুলের আদর্শ স্বরূপ। রমণী হইয়া তুমি আমাকে যেরূপ জ্ঞান শিক্ষা দিলে, তাহাতে তোমাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তবে চল, নগেনের কাছে এই প্রস্তাব করা যাগ।

মালতী ও বিজয় তাঁহাদের অপরাপর সঙ্গিদের নিকট চলিলেন।

মুঙ্গেরের একটী অপ্রশস্ত পান্থশালায় আমাদের সন্ন্যাসী নগেন বসিয়া গম্ভির চিন্তায় নিমগ্ন আছেন; নিকটে আর সকলেই আছেন:—ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও আছেন, আর বিজয়ের সেই নূতন যুবকও আছেন; পরস্পরে কেহ কোন কথা বলিতেছেন না, সকলেই চুপ করিয়া কি চিন্তা করিতেছেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। যুবক চিন্তা হইতে সহসা চমকিয়া নগেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন:—"বিজয় বাবু কোথায় গেলেন, মহাশয়?"

নগেন। "এই যে"—বলিয়াই বিজয়কে দূরে আসিতে দেখিয়া বলিলেন:—"ঐ আসিতেছেন",—যুবক বিজয়ের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাঁহার মুখ গম্ভির হইয়া আসিল, কত যেন অমঙ্গলের ভাবনা ভাবিতে লাগিলেন। নগেনের নিকট বিজয় ও মালতী আসিলেন। নগেন আপন চিন্তায় নিমগ্ন। বিজয়কে কোন কথা বলিতে পারিলেন না। বিজয় আসিয়া মস্তক অবনত করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন, কি বলিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। নগেন এই বার বিজয়ের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন:—"কি, আপনাকে আজ এতদূর বিমর্ষ দেখিতেছি কেন?"—

"না বিমর্ষ কেন?" এই কথা বলিয়া বিজয় একটু প্রকৃতিস্থ হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যুবক বিজয়ের মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিলেন, এবার বিজয়ের নিকটে আসিয়া বসিলেন। বিজয় কি বলিবেন তা সহজে ভাবিয়া কিছু ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না, বলিলেন:—"নগেন বাবু এখান হইতে প্রস্থানের শীঘ্র আয়োজন করুন।"

"কেন কোথায়?"——

যুবক বিজয়ের কাছে সরিয়া আসিয়া বসিয়াছিলেন, বিজয়ের এরূপ কথায় তাঁহার সন্দেহ আরো বাড়িল।

বিজয়। উদ্দেশ্য সাধনার্থে দেশান্তরে।

"সে আবার কি! কোথায় যাইতে হইবে?"

বিজয়। পাটনায়।

"পাটনায় কেন?"

"পাটনায় কাশীমের শিবির উঠিয়া গিয়াছে।"

"যাক্ তাতে আমাদের কি? আমাদেরও যাইতে হইবে তার মানে কি আছে?——"

"যোগিনীকেও যে সেই সঙ্গে লইয়া গিয়াছে?"

"থাক্, সে আশা হইতে এক্ষণে নিবৃত্ত হওয়াই ভাল সে আশা আমাদের পক্ষে দুরাশা!"

বিজয় "সে কি মহাশয়! দুরাশা কিসের" বলিয়া একবার মালতীর মুখের দিকে চাহিলেন। মালতী তাহা বুঝিলেন, বুঝিলেন বটে, কিন্তু বলিবেন কি তাহা ঠিক করা এইবার তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। যুবক এই অবসরে বিজয়ের পক্ষ সমর্থন করিয়া নগেনকে বলিলেন :—"এ আপনার উপযুক্ত কথা হয় নাই। তিনি হচ্চেন আপনার সহধর্ম্মিণী. আপনি জীবিত থাকিয়া কখন তাঁহার এরূপ দুর্গতি আপনি সহ্য করিতে পারিবেন না। আর স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণ স্বামীর অবশ্য কর্ত্তব্য জানিয়া আপনি কেমন করিয়া উদাশ হইয়া থাকিবেন তাহাও একবার ভাবিয়া দেখুন্ দেখি? আর যখন এতদূর করা হইয়াছে তখন ইহার শেষ পর্য্যন্ত দেখাও অবশ্য উচিৎ।" নগেন আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না, বা বলিতে ততদূর তাঁহার ইচ্ছা হইল না।

মালতী বলিলেন :—"মহাশয় ইহার কোন অন্যথা করিবেন না।"

"না অন্যথা আর কি করিব, তবে যা হবার নয় তা'তে আশা করা বৃথা।" —নগেন এই পর্য্যন্ত বলিয়া মৌন হইয়া বসিয়া রহিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় আদ্যপান্ত সব শুনিতেছিলেন, বলিলেন :—"কি, কি ব্যাপারটা কি?" আপনারা সব মুখ চাওয়াচাই করিতেছেন কেন? তার জন্য আর চিন্তা কি, সে যা হয় হবে; এখন থেকে আর সে চিন্তা করিলে কি হইবে?"

মালতী মনে মনে বলিলেন :—"এ ভট্টাচার্য্য বলে কি?"

বিজয় কোনমতে ছাড়িলেন না বার বার কত অনুনয় করিতে লাগিলেন। অনেক তর্কবিতর্কের পর নগেন স্বীকার করিলেন। নগেন প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। যুবক গৃহমধ্যে থাকিয়া পাথেয় সমস্ত সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত আছেন, এমন সময়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। যুবক তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :—"আপনার সমস্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীর আয়োজন হইয়াছে ?"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন :—"এ ব্যাপারটা কি ? আমি তো ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

"পাটনায় যাইতে হইবে।"

"কেন, আবার পাটনায় কেন ?"

"পাটনায় নগেন বাবুর স্ত্রী আছেন।"

"সে আবার কি কথা !"

"নগেন বাবুর স্ত্রী যবন-শিবিরে বন্দিনী তা শুনিয়াছেন তো ?

"যবন-শিবিরে ? সে আবার কি কথা ? তবে যে শুনিয়াছিলাম তিনি মুঙ্গেরে আছেন।"

"হ্যাঁ, মুঙ্গেরে ছিলেন বটে, এক্ষণে মুঙ্গের হইতে আবার পাটনায় গিয়াছেন।"

"কেন ?"——

"পাটনায় যে যবন শিবির উঠিয়া গিয়াছে ; আর তিনি যে সেই শিবিরে বন্দিনী ছিলেন।"

"হাঁ, তবে তাঁকে পুনরায় পাইবার জন্য এত চেষ্টা করিয়া ফল কি ?"

যুবক চকিৎ হইয়া বলিলেন :—"আপনি একটু চুপ করুন ; কে বোধ হয় আসিতেছেন।" এমন সময় বিজয় ও নগেন ঘরে প্রবেশ করিলেন। যাইবার সমস্ত প্রস্তুত হইল।

সকলেই বহির্গত হন এমন সময়ে ভট্টাচার্য্য নস্যাধার কোথাও খুজিয়া পাইলেন না ; ভট্টাচার্য্য মহাবিভ্রাটে পতিত হইলেন, কত আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলেন, কোথায় রাখিয়াছেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না ; নানা স্থানে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে নগেনের হৃদয় ভয়ানক চিন্তাস্রোতে প্লাবিত হইতে লাগিল। আশায় হতাশ হইতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল। বহু কষ্টে বিজয়ের অনুরোধে যাইবার জন্য আয়োজন করিতেছিলেন, এক্ষণে অবসর পাইয়া একস্থানে হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িলেন বাহ্য জগৎ এক্ষণে তাঁহার শূন্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

এদিকে বিজয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে নস্যধার ক্রয় করিয়া দিবেন বলিয়া কত প্রবোধ দিতেছেন; কিছুতে ভট্টাচার্য্য প্রবোধ মানিতেছে না। একবারে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। শেষে মালতী কত করে বুঝাইলেন; কাহারও কথা শুনিলেন না। আপন মনে কত আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বেলা যায় যায়। বিজয় আর বিলম্ব করা কোন মতে বিধেয় বলিয়া বিবেচনা কবিলেন ন'; —ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে একটু সকোপে যাইতে বলিলেন। ভট্টাচার্য্য কি করেণ, নিরুপায়, সুতরাং তাঁহাদের সহিত বহির্গত হইলেন; নতুবা যাইতে তাঁহার আদৌ মন ছিল না।

সকলেই বহির্গত হইলেন। সন্ধ্যা সমীরণ ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইয়া পথিক মাত্রের গাত্রে সুখস্পর্শ হইতে লাগিল। কিন্তু আজ এ সময় নগেনের কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই; আকাশ পাতাল কিছুই ঠিক নাই, কেবল কাষ্টপুত্তলিকা প্রায় বিজয়ের অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

বিজয়ের হৃদয় অবশ্য পাষাণ সদৃশ। কেন না তিনি আপনার বিপদ সম্পাতে সাতিশয় উদাশ থাকিয়া আজ কেমন বন্ধুর বিপদ আপন অপেক্ষা গুরুতর জ্ঞানে তন্মোচনে কত যত্ন করিতেছেন; একথা আজ কালের অনেক সম্প্রদায়ের লোক বোধ হয় স্বীকার করিয়া থাকেন।

সে যাহা হউক তাঁহারা সকলেই চলিতেছেন;—ক্রমে রজনী গভীরা হইয়া আসিতে লাগিল। আজ অমানিশা, রাত্র যতগাঢ় হইতে লাগিল তত অন্ধকার ও ক্রমে গাঢ় হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা আর পরস্পর কেহ কাহাকে দেখিতে পান না; তথাচ বিজয় সকলকে উৎসাহ দিয়া চলিতে লাগিলেন। "ও কি ও!"—বলিয়া মালতী চমকিয়া উঠিলেন। বিজয় দেখিলেন বন্দুকের শব্দ হইল; মালতীকে বলিলেন:—"ও কিছু নয় পাশ্চাত্য লোকেরা এখানে প্রায় বন্দুক ছুড়িয়া থাকেন, বোধ হয় সেই শব্দ—

দেখিতে দেখিতে চারিজন অশ্বারোহী সৈনিক সেই দিকে ধাবমান হইল; বিজয় প্রথমে তাহাদিগকে দেখিয়া ভীত হইলেন পরে সাহোস ভর করিয়া তাহাদিগের সম্মুখীন হইলেন। গয়ারাম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এইবার সমূহ বিপদ! ভট্টাচার্য্য আর স্থির থাকিতে পারিলেন না;—হাত মুখ চাপড়াইতে লাগিলেন, বিজয়কে কত প্রকারে গালি দিলেন, আপনার অদৃষ্টকে ধিকার দিতেও ছাড়িলেন না। অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া যুবকের বসন ধরিয়া তাঁহাকে বিষম ব্যতিব্যস্তে ফেলিলেন। যুবক যত নিজ বসন সংযত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; তত ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেই অশ্বারোহী পুরুষ ক্রমে তাঁহাদের সন্নিহিত হইতে লাগিল। বিজয় এই সময় একটী প্রকাণ্ড যষ্টি লইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইলেন। এদিকে যুবকের প্রাণ উড়িয়া গিয়াছে; আবার তাহার উপর ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে মহা গোলে ফেলিয়াছেন যুবক প্রায় হতচেতন, এমন সময় বিজয় দ্রুত আসিয়া যুবককেও অপরাপর সকলকে লইয়া নগেন বাবুকে একটু অন্তরালে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। নগেন তাহাদিগকে লইয়া একটী জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আর সেখানে কাহারও দেখা নাই। সে অমানিশা রাত্রে জঙ্গলের ভিতর যে কি ভয়ানক অন্ধকার তাহা যে লোক না কখন দেখিয়াছে সে কখনই সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবে না। যুবক সেই অন্ধকারের মধ্যে হাবুডুবু খাইতেছেন; আর সেই সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ দুশ্চিন্তায়ও হাবুডুবু খাইতেছেন। মালতী নিকটে আছে। ভট্টাচার্য্য কম্পিত কলেবর! এমন সময় বিজয় প্রাণভয়ে সেই জঙ্গলের মধ্যে যেমন পলাইবেন, অমনি একজন অশ্বারোহী তাঁহার গতিরোধ করিল; বিজয় নিরুপায় হইয়া তাহাকে এক যষ্টি আঘাৎ করিলেন; অশ্বারোহী পুরুষ তাহাতে বিজয়কে আর কিছু বলিলেন না; কেবল একটীবার বলিল:—"ভয় নাই, পলাইবেন না?" বিজয় আর কোন কথায় কর্ণপাত করিলেন না, প্রাণভয়ে উর্দ্ধশাসে ছুটিলেন। অশ্বারোহীও সেইদিকে তাহার অশ্ব চালনা করিল, কিন্তু অত্যন্ত জঙ্গলের মধ্যে তাহার অশ্ব যাইতে পারিল না; সুতরাং পরদিবস যাইব এমন স্থির করিয়া ফিরিয়া গেলেন।

বিজয় নগেনের সহিত সেই জঙ্গল মধ্যে সংমিলিত হইয়া পর দিবস প্রভাতে তাহারা সকলে পাটনা দিকে যাত্রা করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

> The hour of your deliverance is at hand,
> If I presage right. Bear up, gentlest sister.
>
> Charles Lamb.

রমণীর চাতুরী।

রমনীর কুহকজালে পতিত হয় না, এমন লোক অতি বিরল। সৃষ্টির আধার রমণীকূলের দ্বারাই এ সংসার সংশাসিত; তাই রমণীর এতদূর প্রধান্য। তাহা হোউক, আমরা তাহাতে কোন কথা বলিতেছি না; কিন্তু তাহাদের মোহকরী চাতুরীজাল বিস্তারে কত পরিমাণে অনিষ্টের সম্ভাবনা তাহা বলিয়া কখন শেষ করা যায় না; তাহারা নিজের স্বার্থসাধনে অন্ধ হইয়া কি না করিতে অগ্রসর হয়? সে বিষয় বলিয়া আর বুঝাইতে হইবে না।

ধন্য রমণি! তোমার দ্বারা কি না হয়! তুমি মনে করিলে সবই করিতে পার। এ সংসার এক প্রকার তোমারই হাতে, এক প্রকার কেন, সম্পূর্ণ তোমারই হাতে;—তুমিই ইহা ভাঙ্গিতেও গড়িতে আছ। চক্ষুনিমিষে তুমি ইহা ভাঙ্গিতে পার, চক্ষু নিমিষে আবার গড়িতে পার। আবার তোমার দ্বারাই এসংসার গঠিত এসংসার চলিত—তোমার অসাধ্য আর কি থাকিতে পারে? তোমার নিকট নত নয় কে, তোমাকে ভয় করে না কে? মহাপ্রতাপশালী ধরণীপতিও তোমার পদানত স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারেন না। মহাসমর বিজয়ী বীরপুরুষও তোমার নিকট দুর্ব্বল,

হীনবীর্য্য! তাই বলি তোমার মোহজালে মুগ্ধ নয় কে? আর তুমি কি না করিতে পার?

রাত্রী প্রায় দ্বি-প্রহর, ঘোর অন্ধকার, অতি নিকটেরও কোন বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়-না। মস্তাফা খাঁর শিবির আজ পাটনায় আসিয়াছে; শিবিরে মহাগোলযোগ পড়িয়া গিয়াছে; সকলেই মহা আনন্দে যুদ্ধ সজ্জায় ব্যস্ত আছে। সুযোগ বুঝিয়া এ দ্বি-প্রহর রাত্রে মস্তাফা পাটনা সহর আক্রমণ করিতে সৈন্যদলকে শঙ্কেৎ করিলেন। এদিকে জাইনুদ্দীন সসৈন্যে প্রস্তুত ছিলেন, তাঁহার গতিরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন। উভয়দলের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম বাঁধিয়া গেল।

এখন মস্তাফার শিবিরে আর সৈন্য নাই, যাহারা আছে তাহারা কেবল পাহারায় নিযুক্ত, শিবিরের চতুর্দ্দিকে প্রহরীগণ সচকিতে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছে। এমন সময় "হায়। কি হবে!" বলিয়া কপালে করাঘাত করিতে করিতে উর্দ্ধশ্বাসে সেই দিকে একটী কামিনী মূর্ত্তি ছুটিয়া আসিতে লাগিল; আপন মনেই ছুটিতেছে কোন দিকে এখন আর তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। দেখিতে দেখিতে একজন প্রহরী তাহার সন্মুখীন হইল, তাহাতেও তাহার দৃগ্‌পাত নাই। প্রহরী তাহার প্রতি অস্ত্র উত্তোলন করিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। তাহাতে কোন উত্তর দিল না দেখিয়া প্রহরী তাহার উপর একটী সামান্য অস্ত্রাঘাৎ করিল; পরে যখন তাহাকে রমণী বলিয়া জানিল, তখন তাহাকে বাহু পাশে আবদ্ধ করিতে অগ্রসর হইল; রমণী সগর্ব্বে তাহার উপর তিরস্কার করিয়া উঠিল, তাহাতে সৈনিকের হৃদয়ও কাঁপিতে লাগিল। প্রহরী যখন তাহাকে মিষ্ট বাক্যে বশীভূত করিতে পারিব জানিল, তখন তার অঙ্গে পুনবায় অস্ত্রাঘাৎ পূর্ব্বক হীনবল করিয়া আয়ত্বে আনিতে মনস্থ করিল; তার দুরভিসন্ধি মনে মনে কামিনী জানিতে পারিল; কি করিবে কোন উপায় নাই! প্রহরীর অস্ত্র পুনরায় তাহার অঙ্গস্পর্শ করিতে উদ্যত দেখিয়া কামিনী তাহার বস্ত্র মধ্য হইতে একখানি সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা তাহার বক্ষঃস্থলে প্রবেশ করাইয়া দিল। তৎক্ষণাৎ সে তো বীকট চিৎকার করিয়া ভূতলে পতিত হইল। এদিকে কামিনী সবেগে শিবির মধ্যে প্রবেশ করিতে ধাবমান হইল। সেই সৈনিকের

চীৎকারে জনৈক প্রহরী সেই দিকে ছুটিয়া আসিল বটে কিন্তু তাহার সহযোগীর এতাদৃশ অবস্থা বিলোকনে তাহার অন্তর কাঁপিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে সভয়ে একবার দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া লইল; কিন্তু কাহাকেও সেখানে তখন দেখিতে পাইল না।

পাঠক! এদিকে শিবিরমধ্যে, কি হইতেছে তাহা একবার দেখিয়া যান। একজন বীকটবেশধারী সৈনিকের পার্শ্বে একটী ষোড়শী রূপসী কামিনী বিলোল কটাক্ষ করিতে করিতে বলিল:—"এত রাত পর্য্যন্ত তুমি যে বৃথা জাগিয়া থাক তাও কি আমার প্রাণে সয়?"—সৈনিকের কঠিন প্রাণ গলিয়া গেল; বলিল:—"তবে কি করিব?"

"তোমার যা' করা উচিৎ।"

"আমার আর কি করা উচিৎ?"

কামিনী একটু মৃদু হাঁসিয়া বলিল:—"তুমি এমন রসরাজ, তোমার কি সাজে একাজ?"

সৈনিকের মনে এইবার স্ফূর্ত্তি লাগিল, অহঙ্কারের সহিত বলিল:—"হাঁ, তা বটে, আমি সব বুঝি; কিন্তু তেমন পাই কোথা?"

"তা'র ভাবনা কি?"

"হাঁ, যা' বলচ তা' সত্য বটে, কিন্তু সমান মেলে না; আমি যা'রে যেমন ভাল বাসি সে যদি তেমন না বাসে?"

'তুমি কারে ভাল বাস?'

"আমার ভালবাসার যোগ্য তো কাহাকেও দেখিতেছি না, তবে তুমি।"

এইবার কামিনী বলিল:—'আমায় কি তুমি ভাল বাস?'

সৈনিকের বড় বড় চক্ষু এইবার একবার কামিনীর দিকে ঘুরাইয়া বলিল:—"তাও কি তুমি জান না?"

"আমায় তুমি ভাল বাস?" বলিয়া কামিনী সৈনিকের সন্নিহিত স্থানে সরিয়া বসিল। সৈনিক একবারে আকাশ হাতে পাইল। কামিনী বলিল:—

"আচ্ছা, আমায় যদি ভাল বাস, তবে আমি যাহা চাই তুমি তা দাওন কেন?"

"তুমি কি চাও?"

"তোমাদের এই কারাগার দেখিতে চাই।"

"তাও কি কখন হয়?"

"এই বুঝি তোমার ভালবাসা।"

"প্রভু জানিতে পারিলে, মহা বিপদ ঘটিবে।"

"জানিতে পারিবেন কেমন করিয়া? তুমি আমাকে কেবল দেখিতে দিবে তাতে আর তিনি জানিতে পারিবেন কিরূপে?"

প্রহরী চুপ করিয়া রহিল। কামিনী উঠিয়া দাঁড়াইয়া যাইতে উদ্যত হইল; এইবার সৈনিকের মন টলিল, বলিল:—"যাও কেন?"—"আর যাও, তুমি যা ভালবাস তা বোঝা গেল—" বলিয়া দুই চারি পা অগ্রসর হইল, দেখিয়া সৈনিক বলিল:—"না হয় একবার দেখিবে, তা বলে আমায় ফেলিয়া যাওয়া তোমার কি উচিৎ?"

"না, আমি তোমায় ফেলিয়া যাই নাই, কেবল তোমার মন পরীক্ষা করিতেছিলাম; আমি জানি তুমি আমায় যেরূপ ভাল বাস তাহাতে কখনই আমার কথা অবহেলা করিতে পারিবে না?" এই কথা বলিয়া কামিনী আবার তাহার নিকট যাইয়া বসিল। প্রহরী কি ভাবিয়া বলিল:—"একটা আলো চাইতো! তা না হলে সে সব অন্ধকার?"

আলো প্রজ্বলিত করিল।

পাঠক মহাশয়! এ যে আমাদের সেই মালতী! মালতী এখানে এমন ভাবে যবন সেনার সহিত কথা কহিতেছেন কেন? এ আবার কি! হিন্দুর কুলকামিনী! কি সর্ব্বনাশ! এদিকে শিবির মধ্যে মহা হাহাকারধ্বনি পড়িয়া গেল? চারিদিক হইতে রুধিরাক্ত সেনাদল চীৎকার করিতে করিতে শিবির মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। সকলেই একস্থানে ছুটিয়া যড় হইতেছে, সকলেই দারুন মনঃদুখ উচ্চৈস্বরে প্রকাশ করিতেছে। কারাগার অধ্যক্ষ এ সময়ে মহা বিপদে পড়িল, কি হইল তাহা জানিবার জন্য তাহার চিত্তচঞ্চল হইল; কিন্তু কারাগার এ অবস্থায় রাখিয়া যাইতে পারিতেছে না, মালতী কারাগার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; সে বাহিরে আছে। মালতী কারাগার মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র, যোগিনী শিহরিয়া উঠিল কোন

কথা বলিতে সাহস করিল না ; মালতী অতি ধীর স্বরে বলিল :—"আর সময় নাই, কি দেখিতেছ ? শীঘ্র আমার সহিত এস।"

যোগিনী কাষ্টপুত্তলিকাবৎ মালতীর অনুগামী হইল। মালতী অতি সাবধানে কারাগারের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত এমন সময় সেই প্রহরী মালতীকে আসিতে দেখিয়া বলিল :—"কেমন দেখা হইল, এখন শীঘ্র বাহিরে এস।"

মালতী "হাঁ যাইতেছি" বলিয়া একটু মৃদু হাসিলেন ; সেই হাসির ছটায় প্রহরী গলিয়া গেল ; মালতীর মোহিনীমূর্ত্তি নিরীক্ষণে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মালতী হাসিতে হাসিতে তাহার বস্ত্র মধ্য হইতে একখানি ছোরা চকিতে বাহির করিয়া প্রহরীর বক্ষঃস্থলে বসাইয়া দিয়া তথা হইতে যোগিনীর হস্তধারণপূর্ব্বক প্রস্থান করিল। অনতিদূরেই একজন সমরবেশধারী সৈনিক পুরুষ সেই দিকেই আসিতেছে দেখিয়া মালতী দাঁড়াইলেন। সৈনিক শীঘ্র তাঁহাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিল। মালতী অগ্রসর হইয়া বলিল :—"এই বুঝি তুমি আমার যত্ন লও! আমি একাকিনী এমন সময়ে থাকিতে পারি বুঝি ?"—সৈনিক পুরুষ হাসিতে হাসিতে তাহার নিকটে যাইয়া বলিল :—"সে অপরাধ আমায় মার্জ্জনা কর।" মালতী এইবার সুযোগ বুঝিয়া বলিল :—"মার্জ্জনা আর কি, আমি তোমাকে ইহার সাজা দিতে ইচ্ছা করি।"

"যে সাজা দিবে তাহা আমি অকাতরে সহ্য করিতে স্বীকৃত আছি।"

"তবে এই লও"—বলিয়া মালতী সেই ছুরিকা তাহার স্কন্ধদেশে আঘাত করিল, সেই আঘাতেই সে তৎক্ষণাৎ ভূতলশায়ী হইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

——— in the dreadful dead of dark midnight,
Will shining falchion in my chamber came
A creeping creature, with a flaming light,
And softly cry'd Awake thou Roman dame,
And entertain my love ; else lasting shame
On thee and thine this might I will inflict, might
If thou my love's desire do contradict.

Shakspeare.

অন্ধকারে।

যোগিনীকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া আসিবার সময় মালতী পথিমধ্যে যে ব্যক্তিকে ছুরিকাঘাতে ভূতলশায়ী করিয়াছিলেন, তাঁহাকে পাঠক চিনিয়াছেন কি? তিনি সেই দুর্বিত্ত কাশীম্; কাশীম্ আজ রণ-প্রাঙ্গন হইতে প্রণয়িনীপাশে মিলিত হইবার আশায় ছুটিতেছেন তাঁহার অন্য কোন দিকে আর লক্ষ্য ছিল না; আজ রণস্থলে তাহার সমস্ত কৌশল ব্যর্থ হইয়াছিল, তাহাতে তাহার কিছুমাত্র মনক্ষোভ নাই কেবল আপন উদ্দেশ্য সাধনে চলিতেছেন; পথিমধ্যে স্ত্রীলোক দেখিয়াই আপনার ভাবী প্রণয়িনী ভাবিয়া, তৎপ্রতি হৃদয় ঢালিয়া দিলেন। তাহার কথায় আকাশ হাতে পাইলেন—জ্ঞান হারাইলেন। সুতরাং সুচতুরা মালতী এই সুযোগে তাঁহাকে তাঁহার পাপের প্রতিফল প্রদান করিয়া লইলেন। একে রণস্থল, তাহাতে ভয়ানক অন্ধকার, ইহা অপেক্ষা আর বিভীষিকাময় স্থান কি থাকিতে পারে। এই ভয়াবহ স্থান দিয়া দুইটী স্ত্রীলোক চলিতেছেন, আপন মনে সবেগে চলিতেছেন কোন দিকে লক্ষ্য নাই, কোথায় যাইতেছেন তাহার ও লক্ষ্য নাই—ঠিকানা নাই; পরক্ষণেই অদূরে শব্দ হইল:—"বাপ রে প্রাণ যায়! বড় পিপাসা।" যোগিনী শব্দ শুনিবামাত্র চমকাইলেন; মালতী বড় লক্ষ্য করিলেন না। আবার শুনিলেন:—"এমন সময়—বাপ নগেন্!" এবার শব্দটী ক্রমে অস্পষ্ট হইল আর ভাল শোনা গেল না,—কিন্তু

তাহাতেই যোগিনীর আর এক পা' অগ্রসর হইবার ক্ষমতা নাই, সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। চতুর্দ্দিকে চকিতনেত্রে চহিতে লাগিলেন; মালতী সভয়ে বলিলেন :—"আবার কি হল, দাঁড়াইলে যে!" যোগিনী কোন উত্তর করিলেন না; উত্তর করিবেন কি,—মালতীর কথা যোগিনীর কর্ণে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিল কি না, তাহাও বলিতে পারা যায় না। মালতী আবার বলিতে লাগিলেন :—"কি—কি হইয়াছে, অমন করিতেছ কেন?" আবার শুনিলেন :—"বাপ্‌রে, তোমার জন্য মা আমার সতী লক্ষ্মী।"—আর শোনা গেল না, শব্দকারীর কণ্ঠ বোধ হইয়া আসিল। মালতী এইবার শুনিলেন, বাম হস্তে দৃঢ়রূপে ছুরিকা ধরিয়া সেই শব্দকারীর নিকটে অগ্রসর হইলেন, যোগিনীও সমীপবর্ত্তিনী হইলেন,—মালতী অতি ভীত কণ্ঠে বলিলেন :—"কে তুমি, তোমার কি হইয়াছে?" শব্দকারী অতি কাতর স্বরে উত্তর করিলেন :—"একটু জল বড় পিপাসা?"—মালতী জল অন্বেষণে ছুটিলেন; পরে একটী কূপ হইতে আপনার বস্ত্র ভিজাইয়া জল আনিলেন; যোগিনী কিন্তু সেই স্থানেই নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। শব্দকারী জলপানে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। মালতী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন :—"কে তুমি তোমার কি হইয়াছে? তুমি কি মুসলমান?"

"না, আমি হিন্দু।"—

"তোমার এমন দশা কে করিল?"——

"সে অনেক কথা, পরে বলিব, এক্ষণে আমাকে তোমরা লইয়া চল।"

মালতী ও যোগিনী তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে তাঁহারা উভয়েই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। মালতী তাঁহার বস্ত্র মধ্য হইতে একটী বাঁশী বাহির করিয়া একবার দুইবার তিনবার বাজাইলেন। অমনি কোথা হইতে চারি জন লোক তথায় উপস্থিত হইলেন। যোগিনীকে দেখিয়াই সকলে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন, আর কাহারও কোন দিকে দৃষ্টি নাই। যোগিনী কিন্তু তাঁহাদিগকে দেখিয়া আনন্দের কোন চিহ্ন প্রকাশ করিলেন না। পরে আমাদের সন্ন্যাসী নগেন ধীরে ধীরে যোগিনীর নিকট যাইয়া অজস্র আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে যোগিনী কেবল মাত্র অঙ্গুলি দ্বারা তাঁহাদের সহিত সেইব্যক্তিকে দেখাইলেন। বৃদ্ধ

অতি আনন্দধ্বনি করিয়া বলিলেন:—"কেও মা আমার?" যোগিনী তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"পিতঃ! আপনাকে আমি অনেকক্ষণ চিনিয়াছি—এ অভাগিনীই আপনার সমস্ত যন্ত্রণার"——আর বলিতে পারিলেন না একবারে বৃদ্ধের পদমূলে পতিত হইলেন। সকলেই অবাক; কাহার মুখে কোন কথা নাই, মালতী ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, সকলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে বিজয়ের নূতন বন্ধু সেই যুবক শীঘ্র একটী আলোক প্রজ্জ্বলিত করিলেন। সকলেই সেই আলোকের সাহায্যে বৃদ্ধের দুরবস্থা দেখিতে পাইলেন। নগেন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না যোগিনীর ন্যায় তিনিও বৃদ্ধের পদ ধারণ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ এই অবসরে আমাদের সেই গয়ারাম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দিকে দৃষ্টি ফেলিলেন। ভট্টাচার্য্য কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন:—"কেও হরগোবিন্দ বাবু! আচ্ছা, আচ্ছা ভাল তো তবে?"—বিজয় বুঝিলেন হরগোবিন্দ বাবু নগেনের পিতা। হরগোবিন্দ বাবু নগেনকে ও যোগিনীকে সস্নেহে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন—সস্নেহে কতবার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। সকলের চক্ষে জল,—হরগোবিন্দ বাবু প্রকৃত কাঁদিতে লাগিলেন। আলোক নির্ব্বাণ হইল। সকলেই সশস্ত্রে সেই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। মালতী যোগিনীর হাত ধরিয়া চলিতেছেন; কিয়দ্দূর যাইয়া মালতী বলিলেন:—"কি ভাই আমাকে চেন কি?"—এই প্রশ্ন শুনিয়া যোগিনী মালতীর হাত দৃঢ়রূপে ধরিলেন, একটী দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত বলিলেন:—"চিনি না কি ভাই!" মালতী আর কি কথা বলিবেন মনে করিলেন, কিন্তু বলিতে পারিলেন না বা কি বলিবেন তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না;—একটু পরে বলিলেন:—"তোমার বড় কষ্ট হইয়াছে; কেমন না?"——

"তা, বলিলে কি করিব?"

"তা, আবার ভাই বলি,—কষ্ট না হইলে, সুখের মুখ দেখিতে পাওয়া যায় কি?"

যোগিনী চুপ করিয়া রহিলেন। মালতী মনে মনে আপনাকে ধন্য বলিয়া মানিলেন। আবার যোগিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন:—"তা

সে যা হোক ভাই, মনে ভেবে দেখ দেখি আজ তোমার কত সুখের দিন!”

যোগিনী কোন উত্তর দিবেন না প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, পরে কি ভাবিয়া বলিলেন:—“তা, বটে কিন্তু তিনি তো আর কিছু বলিলেন না, তাঁর মনে কি আছে তা তো বলা যায় না?”

“তাঁর মনে যাহাই থাকুক্, মোট কথা, তুমিই আছ।”

যোগিনী সজলনেত্রে উত্তর করিলেন:—“তার প্রমাণই বা কি আছে?„ তিনি কি আমার হবেন, হাঁ৷ ভাই মালতী?——”

“আর যদি হয় তার কি হবে? আমি যে এত কষ্ট করিলাম তার কি কিছু পাব না?”——

যোগিনী ঈষৎ প্রফুল্লতাব সহিত বলিলেন:—‘তা, পাবে বৈ কি ভাই?’

“পেলেই হল সে সময় যেন আমাকে মনে থাকে?„

ক্রমে অদূরস্থ একটী পান্থশালা তাঁহাদের এরূপ কথোপকথন এবং গতির প্রতি প্রতিবন্ধক প্রদান করিল। তাঁহাদের সমভিব্যাহারী সেই নবীন যুবক ত্রস্তভাবে গৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রদীপ জ্বালিলেন। সকলেই এক আসনে উপবেশন করিলেন, উপবেশন করিয়া সকলেই হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বিজয় অনেক কথাবার্ত্তার পর হরগোবিন্দ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন:—“আমরা শুনিয়াছিলাম যে আপনি পাটনা হইতে বাটী প্রত্যাগমন করিয়াছেন; তবে কি আপনি বাটী যান্ নাই?”

হরগোবিন্দ বাবু ইহার যে কি উত্তর দিবেন তা ঠিক করিতে না পারিয়া বলিলেন:—“হাঁ সে এক রকম বাটী যাওয়াই হইয়াছিল বটে?”

“কি রকম মহাশয়,”—বলিয়াই যেন বিজয় একটু অপ্রতিভভাবে মস্তক হেঁট করিয়া রহিলেন।

বৃদ্ধ হরগোবিন্দ বাবু অন্য কোন কথা না বলিয়াই বলিলেন:—শত্রুদিগেরও যেন সে রকম বাটীতে না যাইতে হয়।”

বিজয় বলিলেন:—“তবে আপনার সে সময় বাটী যাওয়া হয় নাই; আপনি এইখানেই ছিলেন? উপস্থিত আপনার দুর্দ্দশার মূল কারণ কি; আদ্য পান্ত সমস্ত বলিয়া আমাদিগকে প্রকৃতিস্থ করুন।”

"সে সব কথা বলিলে, অবশ্য আপনারা শান্ত হইতে পারিবেন না, তাহাতে আপনাদের শরীর সবল, শোনিত উষ্ণ, সুতরাং শুনিবামাত্র ক্রোধে ও মনস্তাপে অন্তর জ্বলিয়া উঠিবে। ইহার পর সমস্ত ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিবেন।"

"বিজয় ও নগেন এরূপ কথায় যখন সন্তুষ্ট হইলেন না দেখিলেন তখন বলিলেন :—"আপনারা যে শুনিয়াছিলেন আমি বাটী যাইয়াছি, সে সে সমস্ত অমূলক, সে সময় পাটনায় নবাব কর্তৃক বন্দী হইয়া ভীষণ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলাম; পরে কি জানি উপস্থিত কোথা হইতে অপর একদল যবনসৈন্য আসিয়া ভয়ানক লুট পাট্ করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। আমি যে কারাগারে ছিলাম সে কারাগার পর্য্যন্ত তাঁহাদের দর্পে ভাঙ্গিয়া গেল। আমি সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হইয়া প্রস্থান করিতে ছিলাম, পথে আবার কোথা হইতে কয়েকজন আসিয়া আমাকে মৃত প্রায় করিয়া রাখিয়া গেল।"

মালতী এইবার বলিলেন :—"তাহার পরিচ্ছদ সমস্ত লৌহ আবৃত্ত কেমন না মহাশয়?"

"হাঁা ঠিক, তুমি কেমন করিয়া জানিলে গা?" বলিয়া হরগোবিন্দ বাবু মালতীর মুখের প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করিয়া রহিলেন। মালতী একটু সলজ্জভাবে বলিলেন :—"আমারই এই ছুরিয়াঘাতে সেই দুর্দ্দান্ত কাশীমের পাপ প্রাণ ইহ জগৎ হইতে মুক্ত হইয়াছে।"

"অ্যাঁ কি বলিলে! তুমি স্ত্রীলোক হইয়া সেই যোদ্ধার প্রাণ বধ কিরূপে করিলে?"

"কৌশলে, যে কৌশলে আমার এই যোগিনী ভগিনীকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিতে পারিয়াছি"—এই কথা বলিয়া মালতী চুপ করিলেন।

হরগোবিন্দবাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন :—"ধন্য তোমার কৌশলে, আর ধন্য তোমার সাহসে!"

যোগিনীর সর্ব্বশরীর এইবার শিহরিয়া উঠিল, মালতীর মুখে কাশীমের নাম শুনিয়াই যোগিনী শিহরীয়া উঠিলেন। মালতী যখন কাশীমকে আঘাত করিয়াছিলেন, তখন যোগিনী তাহাকে চিনিতে পারেন নাই;—পারেন নাই

তাই মঙ্গল; মালতীর মুখে কাশীমের নাম শুনিয়া যোগিনী চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। অদ্যকার যামিনী তাঁহারা পিতা পুত্রে, স্ত্রী, পুরুষে নানারূপ অভাবনীয় সুখানুভব করিতে করিতে যাপন করিলেন। পরদিন প্রভাতে তাঁহারা এস্থান হইতে প্রস্থান করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। চলুন আমরাও প্রস্থানের আয়োজন করি।

অপূর্ব্ব বিচার।

এখনও ধরণী সতী অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে যামিনী ক্রোড়ে শয়ন আছেন, গগণে তারকা রাজী হীনজ্যোতিঃ প্রায়। বৃক্ষ শাখা হইতে পাখিকুল থাকিয়া থাকিয়া এক একবার প্রভাত আগমন সংবাদ ঘোষণা করিতেছে, সংপূর্ণ এখনও প্রভাত হয় নাই, জীবকুল প্রায় সকলেই বিরামদায়িনী নিদ্রার ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতেছে, কিন্তু এমন সময়ে বর্দ্ধমান হইতে অন্যূন বিশ ক্রোশ উত্তরে একটী যুবতী কামিনী আপন মনে হাসিতে হাসিতে শিবির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। শিবির মধ্যে একটী যুবক একখানি সুরম্য পালঙ্কে নিদ্রা যাইতেছেন, যুবতী তাঁহারই কাছে গেলেন; যুবক সেই অবস্থায় নিদ্রিত; যুবকের কপোলদেশ ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছে দেখিয়া যুবতী আপন বহু মূল্য রত্নাদি খচিত ওর্ণার দ্বারা মুছাইয়া দিয়া বলিলেন :—

"কেমনে এমন করে বিষম বেদনা;
কামিনী কোমল প্রাণ সহিবে বলনা॥
একদিন নহে আজ বহু দিন হল।
মরমে মরম জ্বালা বিরলে পশিল॥
বিরলে জ্বলিল জ্বালা নিবাব কেমনে।
নিবাব মনেতে ভাবি, কিন্তু প্রতিক্ষণে॥
ঐ মুখ ধীরে আসি আহুতি লাগায়।
অন্তরে বিষম জ্বালা আবার জ্বালায়॥

যুবতীর সজল চক্ষু যুবকের মুখের উপর এইবার ন্যস্ত হইল; যুবতী চুপ করিলেন, আবার কি ভাবিয়া ধীরে ধীরে আরম্ভ করিলেন :—

গোপনে তোমায় হেরে গোপনে কেঁদেছি।
গোপনে মরম জ্বালা কত যে করেছি ॥
কিন্তু তুমি বুঝিলে না অন্তর আমার।
বুঝাও কেবল তুমি মিছে বার বার ॥
"থাক প্রিয়ে কেন তুমি হও লো উতলা।"
বল এই কথা কিন্তু জান না কি জ্বালা ॥
আমার অন্তর হায় বিষম পুড়িছে।
তোমার প্রবোধ কথা স্মরণে জাগিছে ॥
মনে করি স্থির হই আর না কাঁদিব।
কাঁদিয়া কি ফল বল প্রবোধ মানিব ॥
কিন্তু হায় এই মুখ আসিয়া কেবল।
সকল ঘুচিয়া যায়, করে রে পাগল ॥
আবার জ্বলিয়া উঠে কি যে কি অনল।
কি যে কি ভাবেতে হই আবার বিহ্বল ॥

যুবকের নিদ্রা ক্রমে তরল হইয়া আসিল, সেই তরল নিদ্রিত অবস্থায় বলিয়া উঠিলেন :—"নিনাজ! আর আমি তোমায় ভুলিব না, আর আমায় ভুলিতে চেষ্টা করিতে হইবে না; কোথায় নিনাজ! আজ আমি তোমাকে এই সংবাদ দিব।"——

এই কথা বলিয়াই যুবক ত্বরিতবেগে শয্যা হইতে একবারে উঠিয়া বসি- যুবকের চক্ষু একবারে নিনাজের উপর পতিত হইল, কিন্তু কোন কথা না। নিনাজ যুবকের গলা আগ্রহের সহিত জড়াইয়া বলিতে লাগিলেন :——

কি সংবাদ হৃদয়নাথ বল প্রকাশিয়া।
আর দুঃখ দিও না রে গোপন রাখিয়া ॥
অনেক সহেছি আর সহিতে না পারি।
কি ভাবে মগন থাক ভাবিয়া যে মরি ॥
পূর্ব্বের সে ভাব আর না দেখি তোমার।
কেমন কেমন করে হিয়ার মাঝার ॥

নিনাজের চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল ; আর কোন কথা মুখ হইতে নিঃসৃত হইল না ; কেবল যুবকের গলা দৃঢ়রূপে ধরিয়া চক্ষুজলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসাইতে লাগিলেন, প্রত্যেক চক্ষুজল নিনাজের অন্তর্নিহিত ভাব ব্যক্ত করিতে লাগিল, যুবক তাহা বুঝিলেন, বুঝিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না বলিলেন :——

"না, সরলে! সে ভাবনা ভেবনা কো আর।
বৃথা সে ভাবনা ভেবে কেন রে কাতর ॥

নিনাজ।—বৃথা নয় সব সত্য বুঝেছি এখন।
বুঝেছি বুঝেছি মম কপাল কেমন ॥
জানি আমি অভাগিনী এ আশা দুরাশা।
হৃদয় বুঝে না তাই করি তব আশা ॥
যা' ভাব অন্তরে কিন্তু জানিও নিশ্চয়।
জনম জনমান্তরে তোমা বই নয় ॥

আবার নিনাজের চক্ষে জল আসিল।——

যুবক বলিলেন।—কেন, কেন, লো সরলে! হৃদয় তোষিণি।
প্রণয় আধার তুমি প্রেম পাগলিনী ॥
ক্ষণে ক্ষণে কেন তুমি হওরে বিহ্বল।
বিহ্বল হইয়া মোরে কররে পাগল ॥
আমার অন্তর হ'তে তিলেকের তরে।
অন্তর হইতে আমি দিব কি রে তোরে ॥
মোট কথা বলি, শুন নিনাজমোহিনী।
সংসারের সার তুমি আনন্দ-দায়িনী ॥
গোপনে গোপনে আমি তোমারে যতনে।
যতনে হৃদয়ে আমি রেখেছি গোপনে ॥

নিনাজের চক্ষে জল আবার দ্বিগুণ বেগে বহিল, একটু জড়িত স্বরে বলিলেন,—"কি কথা আমায় বলিবেন বলিয়া উঠিলেন তা' বলুন না?"—

যুবক। সে কথা আর কি শুনিবে?——

নিনাজ। বল্‌বে না তাই বল, তা, আমায় বল্‌বে কেন?

যুবক। তবু তুমি বুঝিলে না?—যা' বল্‌বার সবই বলিয়াছি।

নিনাজ। কিন্তু আর আমায় কষ্ট দিও না ভাই! আর আমি সইতে পারি না।

এমন সময় মুর্শিদাবাদ হইতে এক জন দূত আসিয়া কহিল:—মহারাজ রঘুজী রায় এই সংবাদ দিয়া আমাকে আপনার নিকট পাঠাইলেন যে মুর্শিদাবাদ যবন কারাগার হইতে যে সকল হিন্দু কয়েদী এখানে আনা হইয়াছে তাহাদিগকে আপনি বিচার করিয়া খোলসা দিন। মহারাজের সহিত নবাব সন্ধি করিয়াছেন। দূত এই কথা বলিয়া চলিয়া গেল।

এখন প্রভাত হইয়াছে, যুবক উঠিলেন, উঠিয়া অপরাপর সমবয়স্ক সমভিব্যাহারে দরবার আরম্ভ করিলেন। সমস্ত কয়েদী আনীত হইল; যুবক একে একে অনেকের বিচার করিয়া খোলসা দিলেন। দরবারে এইরূপ বিচার চলিতেছে অদূরে একটী যুবক স্থির দৃষ্টিতে বিচার দেখিতেছেন। পরে একটী কঙ্কালাবশিষ্টা কামিনী আপনার পরিধানের ছিন্ন বস্ত্রখানি টানিতে টানিতে, যোড়হস্তে আসিয়া দাঁড়াইল, তদ্‌পার্শ্বে আর একটী পুরুষ সেই ভাবে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল:—"দোহাই মহারাজ আমরা কোন দোষে দোষী নই, অকারণে যবন কারাগারে যৎপরনাস্তি ক্লেশ পাইতেছি,"—সেই স্ত্রীলোকটী অতি নম্র স্বরে বিনীতভাবে বলিতে লাগিল:—আমরা কি দোষ করেছিলাম মিছামিছী আমাদিগকে এইরূপ যন্ত্রণা দিতেছে, আর আমার বাছাদের, হায়! কি নিষ্ঠুর!—"এই পর্য্যন্ত বলিয়াই স্ত্রীলোকটী সস্বরে কাঁদিতে লাগিল। পরে বলিল:—হায়! এ সময় বাপ্ বিজয় কোথায় রে তোদের হারা হয়েছি তবু আমরা প্রাণে বেঁচে আছি। এখন মহারাজ আমাদের পরিত্রাণ দিন—আমরা তাদের একবার দেখে আসি, আর এ জীবনে কাজ নাই না হয়——"

যে যুবক এতক্ষণ একটু অন্তরালে থাকিয়া বিচার দেখিতেছিলেন, তিনি এক্ষণে ছুটে আসিয়া সেই স্ত্রীলোকের চরণযুগল ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; সকলেই স্পন্দহীন, সকলেই সেই দিকে চাহিয়া আছেন, এমন সময়ে সেই বিচারাসনসীন যুবকও হটাৎ আসন হইতে উঠিয়া তাঁহাদের চরণে পতিত হইলেন। স্ত্রীলোকটী "বাপ্‌রে কে তোরা, তোরা কি আমার

সেই হৃদয়ের মণি” বলিয়া তাহাদের গলদেশ ধারণপূর্ব্বক অনবরত অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বিজয় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন :—“মাঃ! পিতঃ!”—আর বলিতে পারিলেন না, কেবল কাঁদিতে লাগিলেন; পরে বলিলেন :—কে ও ভাই বিনয়! তুই কোথায় ছিলি রে, তোর জন্য আর বলিতে পারিলেন না। নগেন, যুবক, ভট্টাচার্য্য মহাশয়, নগেনের পিতা, এতক্ষণ অন্তরালে থাকিয়া এই সমস্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন, এক্ষণে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারাও সকলে সেই স্থানে আসিয়া আনন্দাশ্রু ফেলিতে লাগিলেন।

সেই মহা দরবার ভঙ্গ হইল। বিনয়ের বহুমূল্য পরিচ্ছদ ধূলায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। তখন সেই রোরুদ্যমানা কামিনী বিনয়কে সস্নেহে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। বিনয়ের অমাত্যবর্গ তাহাদিগকে লইয়া শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সকলেই সকলকার ঘটনা শুনিয়া শোকাশ্রু ফেলিতে লাগিলেন। সে দিবস সকলেই শিবিরে বিশ্রাম করিলেন। যোগিনী ও মালতী ছিলেন; মালতী সুযোগ পাইয়া যোগিনীকে বলিলেন :—“দেখ ভাই আজ্ যে সুখ, এ সুখের আর সীমা নাই, আজ এস ভাই একবার আমোদ করি।”

যোগিনী। কি আমোদ করিবে, কর না কেন?

মালতী। যে আমোদ করিব মনে করিয়াছি তা, পরেই টের পাবে।

যোগিনী। কি তবু বল না।

মালতী মনে মনে বলিতে লাগিলেন :—“হ্যাঁ সবই হল, কিন্তু একটার ফাঁক্ পড়িতেছে;”—এই বলিয়াই একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন :—“বিজয়ের কোলে কা’কে বসাব?”——

যোগিনী। কেন, তার ভাবনা কি? নীরজা নিজে বসিবে; এত যদি সাধ হয়।

মালতী একটু মুচ্‌কে হাসিলেন, সেই হাঁসির সহিত মুখও একটু গম্ভির হইল।

যুবক অন্তরালে থাকিয়া তাঁহাদের এই সব কথা শুনিতেছিলেন এক্ষণে একবারে সম্মুখে আসিলেন যোগিনী কি বলিবার উপক্রম করিতেছিলেন,

যুবককে দেখিয়াই চুপ করিলেন। যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন :—তোমরা কি কথা বলিতেছিলে?”

মালতী বলিলেন :—“এমন কিছু নয়; তোমার বন্ধুর কোলে কাকে বসাইব, তাহাই ভাবিতেছি?”—যুবক সেখানে আর অধিকক্ষণ দাঁড়াইলেন না কি ভাবিয়া চলিয়া গেলেন।

এদিকে শিবিরের এক নিভৃত স্থানে বসিয়া বিজয়ের মাতা ও পিতা নানা রূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন; মাতা বিজয়কে কি ভাবিয়া ডাকিলেন। বিজয় আসিলেন কিন্তু মাতা বিজয়কে কোন কথা বলিলেন না, কেবল মুখের দিকে একবার চাহিলেন। বিজয় চলিয়া গেলেন, মনে মনে বিজয়ের মাতা বলিতে লাগিলেন :—বিজয়ের সাক্ষাতে আমি তো কোন কথা বলিতে সাহস করি না। বিনয়কেও জিজ্ঞাসা করিয়াছি, বিনয়ও কিছু বলিতে পারে না। তবে আমার সে সোনার লক্ষ্মী কোথা গেল।”—এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। বিজয়ের পিতাও নানা রূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। সকলেই মহানন্দে দিবাভাগ শেষ করিয়া, রজনীর ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। বিজয় একাকী বসিয়া আছেন, নিকটে এখন তাঁহার আর কেহ নাই; আজ আর এক নূতন চিন্তা আসিয়া তাঁহার হৃদয়ে আঘাৎ করিতেছে; সেই আহত হৃদয়ে শয্যাতলে শুইলেন। কিন্তু নিদ্রা আর তাঁহার নিকট আসিতে সাহস করিল না, বিজয়ের নিকট স্বপত্নি চিন্তাকে দেখিয়াই অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইল।

ক্রমে বিষাদময়ী যামিনীর অবসান হইল, কিন্তু বিজয়ের চিন্তার কিছুতেই অবসান হইল না বরং দ্বিগুণতর যাতনা প্রদান করিতে লাগিল। প্রভাতে বিজয় শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, কিন্তু তাঁহার বদনমণ্ডলে বিগত যামিনীর বিষম কালিমাছায়া এখন অঙ্কিত হইয়া রহিল। তিনি একাকী এক স্থানে কত কি চিন্তা করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন :—

কি সুখে জীবনভার বহিব কেমনে।
জীবনের সহচরী বিনা সে রতনে॥
যে চারু হাসিয়া মোরে করিত পাগল।
সে বিনে জীবন মম অসার কেবল॥

তবে আর না আর না বাঁচিয়া কি সুখ।
একবার প্রাণ ভরে ভাবি সেই মুখ॥
ভাবিতে ভাবিতে এই মিছার জীবন।
এ জনমের তরে এবে করি বিসর্জ্জন॥

বিজয়ের বন্ধু সেই যুবক বিজয়ের অনুসন্ধানে আসিয়া বিজয়ের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছেন, বিজয় যাহা করিতেছেন ও যাহা বলিতেছেন সকলেই অনিমেষলোচনে দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন। এক্ষণে সেই পশ্চাৎ হইতে দৌড়িয়া একবারে বিজয়ের সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত, আপনার পরিচ্ছদ অর্দ্ধেক উন্মোচনপূর্ব্বক বিজয়ের চরণযুগল ধারণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন:—

আর নয় আর আমি সহিতে পারি না।
হৃদয়দেবের হৃদে দারুণ বেদনা॥
এই তব অভাগিনী চরণকিঙ্করী।

বিজয় উন্মত্তের ন্যায় উঠিয়া বলিলেন:—"কি?—তুমি অাঁ! আমি চিনিতে পারি নাই।"

বিজয়ের পিতা মাতাও বিজয়কে দেখিতে না পাইয়া সেইদিকেই এই সময় আসিয়া পড়িলেন। এরূপ ব্যাপার দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন পরে যুবককে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। সে দিকেই সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সকলেই মহা আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন, সকলেই বিজয়ের স্ত্রীর গুণানুবাদ করিতে লাগিলেন। এ সংবাদ শীঘ্র মহারাজ রঘুজীর নিকট যাইল। রঘুজী স্বয়ং তাঁহাদের নিকট আসিলেন এবং নিনাজের সহিত শীঘ্র বিনয়ের বিবাহ কার্য্য মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিলেন। গয়ারাম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মহা আনন্দ পড়িয়া গেল বিজয়ের পিতা মাতার আর আনন্দের সীমা রহিল না; মহারাজা রঘুজী বিনয়ের পিতাকে যথেষ্ট সম্পত্তি দিয়া নিজ রাজ্যে যাত্রা করিলেন। বিজয় মালতীর বাটীতে এ সংবাদ দিলেন; এবং নরহরি ঘোষাল আসিলেন। সকলেই স্ব স্ব গৃহে যাত্রা করিলেন, এবং সুখ স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। পাঠক মহাশয়রাও সুখে থাকুন আপাততঃ—আমরা বিদায় হই।

সমাপ্ত।